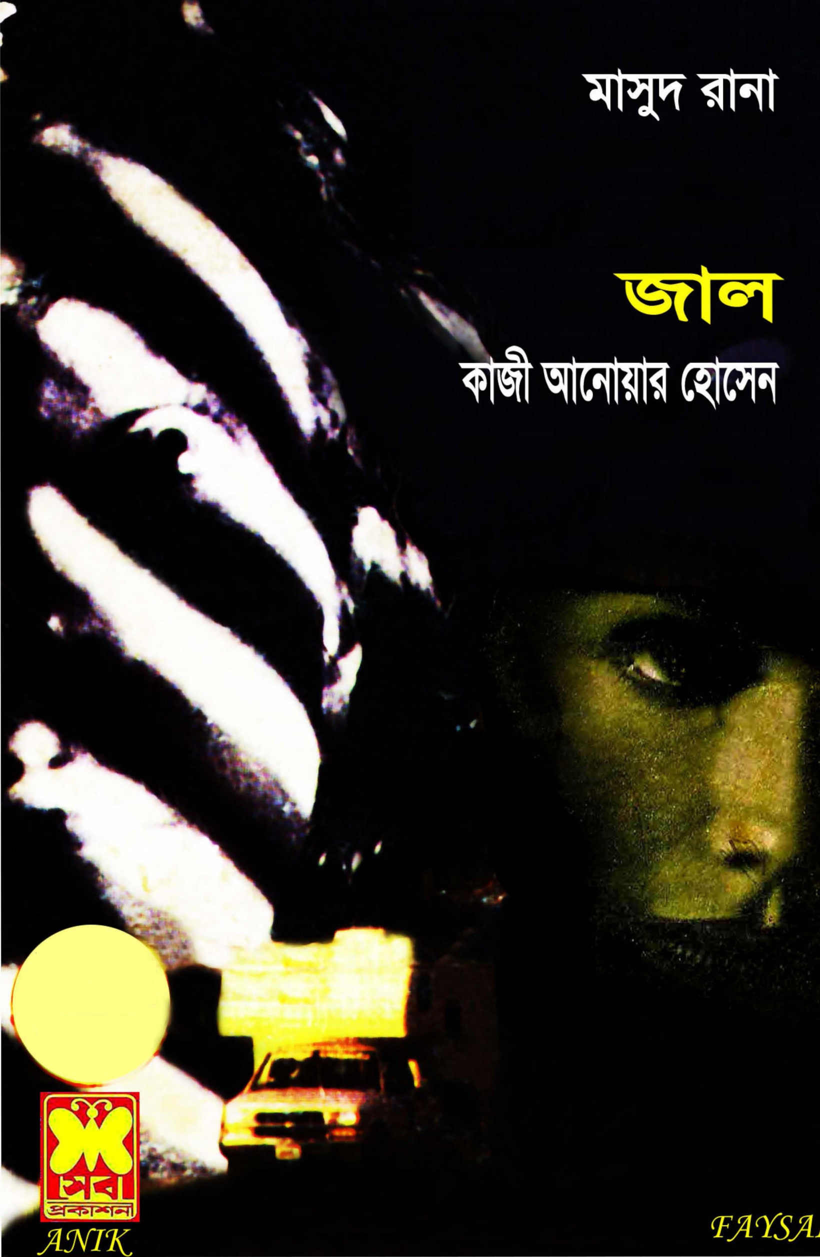
মাসুদ রানা

জাল

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

রাত্রি অন্ধকার

বিয়ে খেতে এল রানা কায়রো। জানা গেল সাত হাজার ফেদাইনের একটি ডিভিশন আটকা পড়েছে প্যালেস্টাইনের নেবুলাস অঞ্চলে, তারিক উপত্যকায়। মৃত্যুর প্রহর গুণছে সাত হাজার আরব। দু'একদিনের মধ্যেই আক্রমণ চালাবে ইসরাইলের জেনারেল ওটেন।

জাল

ওয়াশিংটন থেকে সোহানাকে নিয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গেল জাল মাসুদ রানা এক বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে। আর জাল পরিচয়ে আসল মাসুদ রানা পার হলো ক্যানাডার বর্ডার—অন্ধকার রাতে। ছুটল এক ডকুমেন্টের পিছনে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

রাত্রি অন্ধকার

জাল

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7602-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০
চতুর্থ প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
RATRI ANDHAKAR
JAL
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

ত্রিশ টাকা

জাল

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৭০

এক

ওয়াশিংটন।

আমেরিকার বীর সন্তান জর্জ ওয়াশিংটন। প্রথম প্রেসিডেন্ট।

তাঁরই নামানুসারে এই শহরের নাম। ওয়াশিংটন।

হোটেল একসেলশিঅয়র।

গাড়ি-বারান্দায় ব্রেক কষার শব্দ উঠল। ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। প্রকাণ্ড কালো ফোর্ড একটা। চট করে নেমে দরজা মেলে ধরল ড্রাইভার। চড়া রোদ্দুর। এগিয়ে এল শশব্যস্ত পোর্টার। খটাস করে বুট জুতোর শব্দ হলো। স্যালুট মারল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নামল ইস্পাতের মত কঠিন পুরুষ একজন। সুঠাম, ঋজু। পাণ্ডটে রঙের কড়া ভাঁজের ট্রপিকালের স্যুট পরনে। সিল্কের কালো টাই। ক্লিন শেভ। ব্যাক ব্রাশ করা কালো চুল। উন্নত গ্রীবা তুলে বত্রিশতলা বিল্ডিংটা দেখে নিল একবার। উর্দিপরা পোর্টার স্যালুট ঠুকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মাসুদ রানা।

হাতের ঘাম মুছে ধবধবে সাদা রুমালটা ফেরত দিল রানা। আশাতীত বকশিশ পেয়ে আর একবার স্যালুট মারল ড্রাইভার। টার্ন নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা হোটেল কম্পাউন্ড থেকে।

'হ্যালো,' খাতির করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি। দাঁড়াল না রানা। মৃদু নড করে গটগট করে এগিয়ে চলল।

লাউঞ্জ এখনও জমজমাট হয়ে ওঠেনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে কয়েক জোড়া নারী-পুরুষ। চোখ তুলে তাকাল কেউ কেউ।

'মা-আ-আ-সু…দ রা-আ-না-আ!' পুব দিকের কর্নারের একটা সোফা থেকে বিলম্বিত সুর ভেসে এল। বাঁ হাত তুলে এক স্বর্ণকেশী আহ্বান জানাচ্ছে।

'হাই!' স্বপথে অবিচলিত থেকে হাত নাড়ল রানা। ডিনারে পরিচয় হয়েছিল ওর সাথে। দেখা হলেই ভাব-ভালবাসা সহ আত্মসমর্পণ করতে চায়।

বুড়িটার দিকে চোখ পড়ল রানার। একনাগাড়ে বিয়ার গিলছে বুড়ি। রোজকার ব্যাপার। সকাল থেকে একটানা লাঞ্চ পর্যন্ত চলে। বয়স ষাট। ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য। বুড়িকে যতবার দেখে, রাঙার মা'র কথা মনে পড়ে যায় রানার। কি দুস্তর ব্যবধান!

উপর থেকে নেমে এল এলিভেটর। খালি। দু'পা এগিয়ে ভিতরে উঠল রানা। আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ছয় লেখা বোতাম টিপল রানা। বন্ধ হতে গিয়েও আবার দরজা খুলে গেল। তাকাল রানা। বয়স উনিশ-বিশ। শ্বেতাঙ্গিনী।

লাউঞ্জে দেখেছিল রানা ওকে। পিছু নিয়েছে। মেয়েটির চোখে প্রশংসা চিকচিক করতে দেখল রানা। এলিভেটর উপরে উঠে যাচ্ছে। মুচকি হাসছে শ্বেতাঙ্গিনী। এরা নতুনত্বের পাগল।

ছয়তলায় উঠে এল এলিভেটর। দু'জন দু'দিকে পা বাড়াল। 'রুম নাম্বার সিক্স সেভেনটি সেভেন!' যাবার সময় ফিসফিস করে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল মেয়েটি। রানা হাসল মনে মনে। বিদেশিনীর ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে পড়ত সোহানা, ভাগ্যিস সঙ্গে নেই।

রুম নাম্বার সিক্স টোয়েনটি টু। পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে মাপা পদক্ষেপে এগিয়ে এল রানা। নিশ্চিন্ত মনে চাবি লাগাল, ক্লিক করে খুলে গেল তালা, ঠেলা দিতেই খুলে গেল কপাট।

সুগন্ধ!

শব্দহীন বিদ্যুৎগতিতে মোচড় খেলো রানার শরীর। পকেট থেকে পিস্তলটা চলে এল হাতে। নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষা করল দু'সেকেন্ড। অন্ধকার রুম। কোন শব্দ নেই। কিন্তু অপরিচিত সেন্টের গন্ধ!

সামনে বাড়ল রানা। খালি হাতটা উঠে গেল ধীরে ধীরে। অব্যর্থ আন্দাজ। সুইচ বোর্ড স্পর্শ করল হাত। যাবার সময় জানালা-দরজা বন্ধ করে গিয়েছিল রানা। সুইচ অন করতেই আলোকিত হয়ে উঠল রুম।

'আরে, আরে—করো কি, গুলি বেরিয়ে যাবে যে—উই আর ফ্রে-ফ্রেন্ডস।'

আঁতকানো কণ্ঠস্বর শুনল রানা। চেয়ে দেখল সোফায় বসে আছে আরেকজন রানা। অবাক ব্যাপার। মনের ভিতর চিন্তার তুফান বইছে দ্রুত। কে এই লোক? হুবহু ওর ডুপ্লিকেট! একদম হুবহু।

আসল মাসুদ রানা কে? ও নিজে, না ওই লোকটা?

'কে তুমি?' গমগম করে উঠল রানার গলা।

'হাতুড়িটা জেবে ভরে ফেলো, খোকা। এসো, এদিকে। সিগারেট নাও।' গোটা সোফা জুড়ে বসেছে লোকটা। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো বুকের প্রায় কাছে। আত্মবিশ্বাসী হাসি মুখে। পকেট থেকে সিগারেট বের করল রানার দিকে গর্বিত হাসি ছুঁড়ে দিয়ে। অসহ্য ঠেকল রানার। প্যাকেটটা চেস্টারফিল্ডের। রানার বর্তমান ব্র্যান্ড। গলাটা চিনতে পারল না রানা। ধরা পড়ে গেল উচ্চারণে। ব্যাটা খাস আমেরিকান।

'এতেই ঘাবড়ে গেলে নাকি, হে?' হাসল নকল মাসুদ রানা, 'আরে, এতেই হাঁ হয়ে গেলে চলবে কি করে? জানো, আমাদের অসাধ্য কিছুই নেই? আমরা চাঁদে যাই, শুনেছ তো? এসো এদিকে, বসো।' তীব্র ব্যঙ্গ কণ্ঠে।

আমেরিকান বাংলা মন্দ লাগছে না শুনতে। চোখ পড়ল তেপয়ে। ফোনের পাশেই পড়ে রয়েছে একটা ওয়ালথার পি. পি. কে.। রানার প্রিয় অস্ত্র।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। পাঁচ সেকেন্ড পর গুলি করব দুই চোখের ঠিক মাঝখানে।'

টান করল নকল রানা বুকটা। চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি। রানা আন্দাজ করল ওর চেয়ে

ইঞ্চি তিনেক বেশি লম্বা। এ-লোক খালি হাতে বাঘের ঘাড় মটকাতে পারে। দৈহিক শক্তি রানার চেয়ে অনেক বেশি।

'লোক তুমি সুবিধের নও, এই নাও কার্ড—দেখো, ভিরমি খেয়ো না আবার পরিচয় পেয়ে।' পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। কিন্তু খোঁচা মারতে ছাড়ল না। রানা নির্বিকার। দ্রুত চিন্তা-স্রোত বইছে মাথার ভিতর। বড়সড় কোন ব্যাপার আছে এসবের ভিতর! হুবহু ছদ্মবেশ। পিছনের গেট দিয়ে এসে ঢুকেছে রুমে। আয়োজন অল্প নয়। কি হতে পারে? নিশ্চয়ই নিছক ইয়ার্কি নয়।

পিস্তলের নল একচুলও নড়ল না রানার হাতে। গুনে গুনে দু'পা সামনে বাড়ল ও। তীক্ষ্ণ হয়ে আছে ওর কান দুটো। দ্বিতীয় আর একজনের কথা ভোলেনি ও।

কার্ডটা হাত বাড়িয়ে নিল রানা। সি. আই. এ.-র কার্ড। লোকটা সি. আই. এ. এজেন্ট।

কোন ভাবান্তর ঘটল না রানার মুখচোখের।

'কি চাও?' রানা আগের স্বরেই জানতে চাইল।

নির্জলা বিস্ময় ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল নকল রানার চোখ জোড়া থেকে। সি.আই.এ.-র কার্ড দেখেও গলার স্বর ভেজেনি রানার। ব্যঙ্গ করল লোকটা, 'কি চাই? তোমার পকেটের টিকিট দুটো। প্যান অ্যামের দুটো টিকিট। সন্ধ্যার ফ্লাইটের। মালয়েশিয়া যাবার। ঝটপট দিয়ে দাও—তা না হলে খামোকা বিপদ ডেকে আনবে নিজের।'

অসহ্য লাগল রানার। পিস্তলটা পকেটে রাখল ও। দরজার রাস্তা ছেড়ে পাশে সরে গেল এক পা। বলল, 'ভাল চাও তো সোজা বেরিয়ে যাও রুম থেকে। আমি এখন ক্লান্ত। ঘাড় ধরে বের করার ইচ্ছে নেই।'

উঠে দাঁড়াল লোকটা। বলল, 'তুমি ক্লান্ত তো কার কি? বসের হুকুম। যেতে হবে তোমাকে।' এগিয়ে আসছে লোকটা, 'কথা শোনো, অনেক খারাবি থেকে বেঁচে যাবে। সি. আই. এ.-র অপারেটরদেরকে তুমি চেনো না, খোকা। টিকিট দুটো দাও—আর ওই যে ব্যাগ রয়েছে, চেহারা পাল্টে ফেলো তাড়াতাড়ি। বস্ আবার দেরি দেখলে খেপে যাবে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি আর তোমার বস্। আধ মিনিট অপেক্ষা করছি আমি। পালাও। হাত-পা মটকে অচল করে দেব তা না হলে।' রানা রেগে উঠেছে লোকটার ব্যবহারে।

এগিয়ে আসছিল লোকটা। বলল, 'আচ্ছা, সামলাও দেখি।' কিছু বুঝতে না দিয়েই ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটা রানার নাকে। চকিতে সরে গেল রানা। কিন্তু ঘুসি ফসকাল না। নাকের ডান পাশে লাগল। পর মুহূর্তে লাফ মারল রানা সিলিংয়ের দিকে। উড়ন্ত জোড়া পায়ের লাথি সজোরে আঘাত করল লোকটার বুকে। সোফার উপর গিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড মহীরুহ। রানা নিজের তাল সামলাতে পারেনি তখনও। লোকটা স্প্রিং-এর মত ফিরে এল সোফা থেকে রানার দিকে। হাত নয়, আবারও পা চালাল রানা। নকল রানার ঘুসিটা অব্যর্থ। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। নকল রানা

যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়েছে। রানার লাথি বেচারার হাঁটুর উপর পড়েছে।

শব্দ শুনল রানা বাথরুমের দরজায়। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে ডাইভ দিল ও। এক ঢিলে দুই পাখি।

বাথরুমের দরজার কাছ থেকে ডাইভ দিয়েছিল মেয়েটি। রানাকে লক্ষ্য করে।

লোকটার বুকের উপর উড়ে এসে বসল রানা। মেয়েটি রানার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে করতে মাথার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। দেয়ালে মাথা ঠুকে গেছে ওর।

এলোপাতাড়ি কয়েক জোড়া ঘুসি মারল রানা। হঠাৎ লজ্জা পেল। নকল মাসুদ রানা গোঙাচ্ছে। পরাজিত লোককে আঘাত করা উচিত নয়।

উঠে দাঁড়াল রানা। মেয়েটির দিকে তাকাল। এত কিছুর পরও হাসি পেল রানার। আয়নার সামনে মেকআপ ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত মেয়েটি। মাথার ব্যথা ভুলে গেছে।

শার্টের আস্তিন ঠিক করে নিল রানা। রুমাল বের করে মুখটা মুছল। লোকটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে উঠে বসেছে। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে।

'জেলখানার ব্যবস্থা করছি তোমার জন্যে,' ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল রানা। সি.আই.এ.-র চীফকে ফোন করতে যাচ্ছে ও। রিসেপশনিস্ট উত্তর দিল অপর প্রান্ত থেকে। ভারী গলায় রানা বলল, 'মাসুদ রানা বলছি। চীফকে দাও।'

'ওয়েট এ বিট।' রিসেপশনিস্ট মেয়েটির গলা শোনা গেল।

'হ্যালো···।' অপর প্রান্ত থেকে পরিচয় দিল সেক্রেটারি। একই কথা বলল রানা সেক্রেটারিকে। প্রশ্ন হলো, 'কোন্ মাসুদ রানা, স্যার? বি. সি. আই.-এর···।'

কথা শেষ করতে দিল না রানা, 'আমিই।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এখুনি লাইন দিচ্ছি।'

পাঁচ সেকেন্ড পরই পরিচিত গলা শুনতে পেল রানা, 'কলভিন বলছি। গুডমর্নিং, রানা।'

'গুডমর্নিং! আপনি পিগট নামে কাউকে পাঠিয়েছেন? সঙ্গে একটি মেয়ে?'

'হ্যাঁ, কেন, কি হয়েছে, রানা? পিগট কোথায়? ফোন করার কথা তো ওর।'

রানা উত্তর দিতে দেরি করল না, 'সে ক্ষমতা আপাতত নেই ওর। মেঝেতে বসে গোঙাচ্ছে।'

'হোয়াট!'···রিসিভার একটু সরিয়ে নিল রানা। কানের পর্দা ছিঁড়ে যেতে পারে। এ.পি. কলভিনের অবিশ্বাসী গলা, 'ইমপসিবল···পিগট···কেন, কিভাবে?'

রানা নির্বিকার, 'বাড়াবাড়ি করছিল। পিটিয়েছি।'

নিস্তব্ধতা।

রানা দেখল পিগট মাথা ঝাড়া দিচ্ছে। মেয়েটি পাউডারের পাফ বোলাচ্ছে গালে।

তারপরই রানা শুনল নির্জলা সন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর, 'ওয়েল, তোমাকেই দরকার আমার, রানা। তুমিই আমাদের লোক! চলে এসো, রানা। আর হ্যাঁ, তোমার

প্রশংসা না করে পারছি না। পিগট ইজ ওয়ান অভ দ্য বেস্ট মেন উই হ্যাভ।'

'কিন্তু আপনার কথা···' রানা বুঝতে পারছে না।

'আমার কথা বাদ দাও। আমরা সবাই তোমার কথা ভাবছি, রানা। সময় নষ্ট কোরো না, প্লীজ। চলে এসো। শোনো, সোহানা এখনও অ্যান্টিকস্ কিনতে ব্যস্ত মার্কেটে···' ওয়াশিংটনের এমব্যাসী থেকে বেরিয়ে রানা আর সোহানা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। অ্যান্টিকস্ কেনার শখ সোহানার। রানা ক্লান্তির অজুহাতে কেটে পড়েছিল। রানার ধারণা, মেয়েদের সাথে শপিং করতে যাওয়া বোকামি। কিন্তু এসব কথা মনে পড়ল না রানার। কলভিন সব খবরই রাখেন। তার মানে সি. আই. এ.-র নখদর্পণে সব।

কলভিন বলে চলেছেন, 'সোহানাকে দু'লাইন লিখে রেখে এসো। পিগটের সাথে মালয়েশিয়ায় যাবে ও। তোমার অ্যাসাইনমেন্টে। তুলনামূলক ভাবে সহজ কাজ, পিগট আর সোহানাই পারবে। পিগটের ছদ্মবেশ কেমন দেখলে···থ্যাঙ্কু··· তোমার ছদ্মবেশ সম্পর্কে কিছু বলার অবসর পেয়েছিল ও?···গুড, ভোল পাল্টে চলে এসো কনির সাথে—ইমিডিয়েটলি···লাঞ্চ হয়নি? হাঃ হাঃ, আমার চেম্বারে লাঞ্চ নিয়ে বসে আছি তোমার অপেক্ষায়···না, টপ সিক্রেট। ঠিক আছে, আলাপ করতে ক্ষতি কি?' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সি. আই. এ. চীফ।

নক হলো দরজায়। বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে বের হয়ে এল কনি। মেকআপ পছন্দ হয়নি। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। রানা কি লাউঞ্জে লাঞ্চ সারবে? রুম-বয় জানতে এসেছে। ফেরত পাঠাল রানা।

রানা টেবিলের কাছে এসে পিগটের দিকে তাকাল। দাঁড়াবার চেষ্টা করছে ব্যাটাচ্ছেলে। ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে সোহানাকে দু'লাইন লিখল রানা। লেখা পড়ে ফেটে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে গেল সোহানার মুখ—মানসপটে দেখল রানা।

খালি সোফার উপর থেকে ব্যাগটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। কারও দিকে তাকাল না।

বাথরুম থেকে সাত মিনিট পর বেরিয়ে এল অন্য এক মানুষ। মেকআপ সেরে কনি সেবা করতে যাচ্ছিল পিগটের। পিগটও। দু'জোড়া ঠোঁট এক হবার আগেই নির্দেশ দিল রানা, 'কাট্। আমেরিকান ছাওয়াল, চুমো দিতেও শেখোনি? এদিকে এসো, কনি। দেখিয়ে দিই ওকে।'

রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল কনি। পিগট ছোট ছোট চোখ করে রানাকে মাপছে। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে রানা বলল, 'রাগ করলে নাকি?'

বেরিয়ে পড়ল রানা করিডরে। অনুসরণ করল কনি। এলিভেটরে ওঠার আগে কনি প্রথম কথা বলল, 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, মাসুদ রানা। কিন্তু তুমি একটা জানোয়ার।'

রানা হাসল না, 'আমার নাম মাসুদ রানা নয়,' কথাটা বলে হাসল, 'তোমাকে আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু তুমি একটা নধর জিনিস,' কনির বুকের উপর চোখ রেখে বলল রানা।

এলিভেটর নেমে এল গ্রাউন্ড ফ্লোরে। অটোমেটিক দরজা খুলে যেতেই দেখা গেল 'জানোয়ারে'র বুকের সাথে লেপটে আছে 'জিনিস'।

'ছি ছি, হয়ে গেল? না না, পেট পুরে খাও, খেয়ে নাও—কপালে এমন জুটবে না কিছুদিন।' কলভিন হাসলেন চোখ মটকে। ভুরু উঁচু করে তাকালেন রানার দিকে। ভুরু নয়, যেন বনভূমি। বনভূমির গভীর প্রদেশে এক জোড়া বাঘের চোখ। দামী পাথরের মত আলো বিকিরণ করছে।

খাওয়া শেষ করল রানা। বলল, 'ভূমিকা শুরু করতে চাইছেন বুঝি?'

কলভিন সারাক্ষণ জরিপ করছেন রানাকে। হাসলেন।

'হ্যাঁ। সি. আই. এ. তোমার সাহায্য কামনা করছে, রানা। আশা করতে পারি?'

টেবিল সাফ হচ্ছে। কথা বলল না রানা। একটু পর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কফির পেয়ালায় ছোট করে চুমুক দিল রানা। টুক করে শব্দ হলো পিরিচে কাপটা নামিয়ে রাখতে। কলভিন অপেক্ষা করছেন অধীর হয়ে।

রানা এককথায় জবাব দিল, 'না।'

'এই উত্তরই তোমার কাছ থেকে আশা করছিলাম আমি, রানা।'

কলভিন হাসলেন, 'কিন্তু অস্বীকার করার কারণ?'

কোথায় যেন কি ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। অনুভব করল রানা। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। বলল, 'প্রথম কারণ আমি কাজে এসেছি, বেড়াতে নয়। দ্বিতীয়, আমাকে কেন এবং কিভাবে সাহায্য করতে বলা হবে তা এখনও জানা নেই আমার। তৃতীয়, আমার বসের অনুমতি ছাড়া আমি অচল। চতুর্থ, নীরস কর্তব্য পালন করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি, হাতের কাজটা শেষ করে ছুটি কাটাব তিন মাস। আফ্রিকায় যাব। নায়েগ্রা দেখব আর একবার। হিপ্পিদেরকে যুযুৎসু শেখাব। হলিউডের শূটিং দেখতে যাব। কানাডার গ্রাম দেখবার শখ আমার বহু দিনের...।' রানাকে সিরিয়াস মনে হলো।

'কানাডাতেও যাবে?' কলভিন রানাকে শেষ করতে না দিয়ে কথাটা লুফে নিলেন, 'বেশ। ভাল কথা। কি আর করা, আগে তবে তুমি কানাডাতেই বেড়িয়ে এসো। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।' ভুরু কোঁচকালেন। দামী পাথর দুটো মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে গেল বনভূমিতে, 'বেড়াতে গেলে কত টাকা হলে চলে তোমার, রানা?' কলভিন হাসছেন না। পকেট থেকে আমেরিকান এক্সপ্রেসের চেক বই বের করে সই করলেন, 'দেড় কোটি ডলার আছে অ্যাকাউন্টে, তোমার মর্জি মত অঙ্ক বসিয়ে নিয়ো। তোমার ফি নয়। অ্যাসাইনমেন্টের খরচা বাবদ ধরে নেবে এটাকে।'

'অ্যাসাইনমেন্ট!' রানা বোকা বনে গেল যেন হঠাৎ।

'অ্যাসাইনমেন্ট। বড় ভয়ঙ্কর, জটিল, অদ্ভুত, রানা। আই রিপিট, অদ্ভুত অ্যাসাইনমেন্ট। এর গুরুদায়িত্ব বইতে পারে এমন একজন মাত্র আছে—সে তুমি, রানা। তুমি বন্ধু-দেশের কৃতি সন্তান—আমরা জানি এ কাজ করার উপযুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণতা কেবল তোমার মধ্যেই আছে। তোমার সাহায্য পেতেই হবে

আমাকে, রানা। সবরকম শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত আমি। টাকা চাও তাই, যে-কোন পরিমাণ।'

মন্দ কি? রানা ভাবল। বেড়ানোও হবে, রাতারাতি বড়লোকও হওয়া যাবে। প্যারিসে একটা মোটেল খুলে জাঁকিয়ে বসবে। মহাফুর্তিতে কেটে যাবে বাকিটা জীবন। সুইচ অফ করে দিল রানা। ভবিষ্যৎ-জীবনের টেকনিকালার ছবির রিল কেটে গেল, 'না। টাকা দিয়ে মাসুদ রানাকে কেনা যায় না।' সিদ্ধান্তটা জানাতে গিয়ে একটু বিরূপ শোনাল রানার গলা।

'আমাকে তুমি আনন্দ দিলে, রানা,' কলভিন বুক পকেটে নিকোটিনের দাগ লাগা আঙুল ঢোকালেন, 'কিছু মনে কোরো না। আগেই বলেছি, এ বড় জটিল অ্যাসাইনমেন্ট।' রানার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল কলভিনের পকেট থেকে বি. সি. আই-এর লেটার প্যাডের পাতা বেরোতে দেখে, 'দেখো, মেজর জেনারেল কি লিখেছেন তোমাকে।'

রানা থমকে বসে রইল চিঠিটা পড়ে। নকল? সি. আই. এ.-র অসাধ্য কিছুই নেই। না, হাতে লেখা চিঠি। রানার চিনতে ভুল হয়নি।

বুড়োর মুণ্ডপাত করারও সময় পেল না রানা। কলভিন অকস্মাৎ কফির পেয়ালার নকশা দেখতে মনোযোগী হয়ে পড়েছেন, বহু দূর থেকে যেন বলছেন তিনি, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান আমার বন্ধু। একসাথে পাঞ্জা লড়েছি আমরা।' বাস্তবে ফিরে এলেন কলভিন, 'ওর সাহায্য না পেলে তোমার সাহায্য পেতাম না, কি বলো? রাজি, রানা?'

'ইয়েস, স্যার।' কোনরকমে আওড়াল রানা।

রানাকে সাউন্ড-প্রুফরুমে নিয়ে গেলেন সি. আই. এ.-র চীফ এ. পি. কলভিন।

বেশি কথা ছিল না। পনেরো মিনিট পরে বেরিয়ে এল রানা। ভয়ঙ্কর ক্ষমতা এখন ওর হাতে। কলভিন ওকে মানুষ খুন করার লাইসেন্স দিয়েছেন। লিখিতভাবে। হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে যে-কোন সি. আই. এ. অপারেটরকেও খুন করতে পারবে রানা। আমেরিকাতে বসেই।

সাউথ ডাকোটার ব্ল্যাক হিলস্, ওয়াশিংটন থেকে দেড় হাজার মাইল। পাঁচশো মাইল আরও দক্ষিণে, রানা এল।

আপাতত নিছক ইনভেস্টিগেশন। সাধারণ কাজ।

সি. আই. এ.-র একজন অপারেটরের খবর নেই। নির্দিষ্ট সময়ে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে। রানা ইনভেস্টিগেটর।

অন্ধকার জমজমাট হতেই কানাডা বর্ডার টপকাল রানা।

নির্দিষ্ট মোটেলে এল রানা, প্লেনস ম্যান। নির্দিষ্ট শহরে, নাম রেজিনা। নির্দিষ্ট প্রদেশে, নাম সাসকাবিওয়ান।

নির্দিষ্ট সঙ্কেতে টোকা দিতে হবে দরজায়। তবলায় টোকা দেবার মত করে টোকা দিল রানা। কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

নিঃশ্বাস আটকে কান পাতল রানা। বাতাসের মৃদু আলাপও শোনা যাচ্ছে না।

অভ্যাস মত করিডরের দু'প্রান্ত দেখে নিল চকিতে। পকেটে হাত ভরে প্লাস্টিকের টুকরোটা বের করল। চাবিটা প্লাস্টিকের ক্রেডিট কার্ডের ভিতর লুকানো আছে।

তালা খুলল রানা। দরজার পাল্লা দুটো একটু ফাঁক করল। ভিতরে কালো অন্ধকার। এবার আস্তে আস্তে পাল্লা দুটো দু'দিকে সরিয়ে দিল। পা ফেলল রুমের ভিতর। জমাট বাঁধা অন্ধকারে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

লাফ মারল কেউ, গুলি ছুঁড়ল, এই বুঝি···।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। রানার আশঙ্কা মিথ্যে। নিজের ছাড়া কারও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না ও। খালি হাতটা উপরে উঠল রানার।

সুইচ অন করতেই অন্ধকার পালিয়ে গেল। খাটের উপর পড়ল রানার দৃষ্টি। দৃষ্টি নেমে এল শূন্য খাট থেকে নিচে। খাটের পায়ার কাছে। মেঝেতে পড়ে রয়েছে লোকটা। নিঃসাড়।

অ্যাসিড জব।

রানা পছন্দ করে না। অ্যাসিড রিস্কি। তাছাড়া বোকা মেয়েগুলো ব্যবহার করে। রানা এক-আধবার দেখেছে এর আগে।

এই কি সেই লোক? বলা মুশকিল। অতীতের অ্যাসাইনমেন্টে একবার দেখেছে রানা গ্রেগরিকে। চিনবার চেষ্টা করা বাতুলতা। হাত দুটো মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। সে দুটোও চেনার বাইরে। হাড় বেরিয়ে গেছে। কালো হয়ে গেছে হাড়। রানা দেখল, মুখ বলে কোন জিনিসই নেই এখন গ্রেগরির। গোটা মুখটা জুড়ে দগদগে ফোসকা। ফোসকাগুলো ফেটে যাওয়াতে অদ্ভুত সব রঙের ভিড় সেখানে। গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও।

আস্তে আস্তে সিধে হলো রানা। সুইচ অন করেই বসে পড়েছিল ও। ওয়ালথার পি. পি. কে.-টা ওর হাতে। বর্ডার ক্রস করবার সময় স্বীকারোক্তি দেয়নি রানা।

নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ক্লজিটগুলো চেক করল রানা। ইউ. এস. স্টাইলে বাথরুমে লুকিয়ে থাকাটা প্রচলিত কৌশল। রানা জানে।

নির্জন বাথরুম থেকে ফিরে এল রানা। পিস্তলটা পকেটে ভরে গ্রেগরির সামনে হাঁটু মুড়ে বসল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। বরফ হয়ে গেছে গ্রেগরি। পাঁচশো মাইল ড্রাইভ করতে সময় কম লাগেনি, ভাবল রানা।

সালফিউরিক অ্যাসিড। গন্ধ শুঁকেই বোঝা যাচ্ছে। খুব বেশি ধোঁয়া ওঠেনি। আন্দাজ করল ও। গ্রেগরির ডান হাতে ছোট প্রেসক্রিপশন ও বোতল একটা। লেবেলে লেখা—মাইকেল গ্রীন। ও ব্যবহার করছিল নামটা। ডিরেকশনে লেখা: 'টেক ওয়ান অ্যাট বেড টাইম ইফ নিডেড ফর স্লীপ'। ছিপি নেই বোতলে। খালি। এক জোড়া হলুদ ক্যাপসুল দেখতে পেল রানা। যেখানে অ্যাসিড পড়ে খয়েরী হয়ে গেছে কার্পেটের রঙ সেখানেই গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেছে। সিডেটিভ। নেমবুটাল।

একটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে গ্রেগরি সুটকেসটা। লাগেজ স্ট্যান্ডটা নুয়ে পড়েছে।

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা লাশটার দিকে। আক্রান্ত হবার পর ঘুমের ওষুধ খেয়ে খুন হতে চেয়েছিল গ্রেগরি?

বিশ্বাস হলো না রানার। গ্রেগরি অমন বোকামি করতে পারে না বলে নয়, উপায়টা কোনক্রমেই সহজতম নয় বলে। দ্রুত সন্ধান চালাল রানা। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল ও। অবাক হলো মনে মনে। রিভলভার থাকতে স্লিপিং পিল কেন?

সাজানো ব্যাপার। রানা পরিষ্কার বুঝে ফেলল। কানাডিয়ান পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সাজানো হয়েছে। লাগেজ স্ট্যান্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুর্ঘটনা ঘটায় গ্রেগরি। পোড়া মুখ নিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ হয় না ভেবে সিডেটিভ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে তারপর। এভাবেই সাজানো হয়েছে।

অ্যাসিডে মৃত্যু হয় না সচরাচর। খুনী গ্রেগরির দৃষ্টিহীনতার সুযোগে বোতলে বিষাক্ত ক্যাপসুল ভরে দিয়েছিল সম্ভবত। রানা কল্পনা করল। জাহান্নামে যাক ওসব। ডেড-বডি নিয়ে মাথা ঘামানো কাজ নয় ওর। ফেরার জন্যে তৈরি হলো।

কিন্তু অদ্ভুত লাগল রানার। গ্রেগরি নাম করা অপারেটর ছিল। এভাবে কেন ধরা পড়ল লোকটা?

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে চোখে পড়ল জিনিসটা। আলগোছে তুলে নিল গ্লাভটা চেয়ারের তলা থেকে। কোন মেয়ের গ্লাভ। রঙটা ছিল সাদাই। এখন খয়েরী রঙের ছোপ লেগে রয়েছে। জায়গা বিশেষে কম-বেশি লেগেছে অ্যাসিড।

রানা পকেটে ভরল দস্তানাটা। তারপর বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে।

গ্রেট হাই ওয়েস্টার্ন প্রেইরি অঞ্চল দুটি দেশের উপরই বিস্তৃত। রেজিনা ওয়াশিংটন থেকে দু'হাজার মাইল। বর্ডার থেকে শ'খানেক মাইল উত্তরে।

কানাডার বড়সড় শহর রেজিনা। এখানকার মুদ্রাও ডলার আর সেন্ট। ইউ. এস. এ.-র চেয়ে ডলারের দাম কম। শতকরা দশ আর পাঁচের মাঝে ওঠানামা করে। ফিলিং স্টেশনগুলো গ্যাসোলিন বেচে ইমপেরিয়াল গ্যালন হিসেবে। চারের জায়গায় পাঁচ কোয়ার্টস্। ইতোমধ্যেই এসব জানা হয়ে গেছে রানার।

অন্ধকার রাত। তারাও ফোটেনি।

কুয়াশা ছড়িয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিল না রানা। মোটেলের লাইটের চারপাশে কুয়াশা উজ্জ্বল পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে রানা। অলসভাবে। যেন করার মত কিছু নেই ওর। প্রচুর সময় হাতে। কয়েকটা ব্লকের পরে গাড়িটা পার্ক করা। ছোট, ফোক্সওয়াগেন। কালো রঙের। নাম্বার প্লেট ফ্লোরিডার।

পাঁচশো মাইল ড্রাইভ করে আসতে হয়েছে। ড্রাইভিং সীটে চেপে বসল রানা আবার। ইগনিশন সুইচ অন করে সমালোচকের মন নিয়ে কয়েক সেকেন্ড ধরে এঞ্জিনের শব্দ শুনল। নো ট্রাবল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

রিয়ার ভিউয়ের দিকে বেশিবার চাইল না রানা। চঞ্চলতা প্রকাশ পাবে মনে করে দু'পাশেও তাকাল না। কেউ যদি মোটেল থেকে অনুসরণ করে, রানা খসাতে চায় না। আগে নির্দেশ পেতে হবে ওকে। অনুসরণকারীকে নিয়ে কি করতে হবে জানা নেই এখনও।

শপিং সেন্টারের কর্নারে পার্কিং লট। লোকজনের ভিড় নেই। গাড়ির ভিড়ের

ভিতর চলে এল রানা, দাঁড়িয়ে পড়ল ফোক্সওয়াগেন। চুপচাপ বসে রইল রানা। কারও জন্যে অপেক্ষা করছে যেন। প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল একটা। আনমনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাঝে-মধ্যে তাকাল এদিক-সেদিক। কেউ নেই। নতুন কোন গাড়ি পার্ক করেনি কেউ। আশপাশের গাড়িগুলোতেও কেউ নেই ওকে লক্ষ্য করার মত। খুদে অয়্যারলেস যন্ত্রটা বের করল রানা। সুইচ অন করে বাইরে তাকাল। সি. আই. এ. গবেষণাগারের লেটেস্ট আবিষ্কার এটা। কলভিন বলে দিয়েছেন। ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

দু'হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে এল পরিচিত গলা। আন্তর্জাতিক একটি বর্ডারের ওপার থেকে কথা বলছেন এ. পি. কলভিন, 'ওয়েল, রানা?'

'গ্রেগরি নেই।'

অপর প্রান্তে সংক্ষিপ্ত নীরবতা। রানা অনুমান করল বনভূমিতে বাঘের চোখ দুটো অদৃশ্য হলো মুহূর্তের জন্যে। তারপর, 'আই সি। পুরো ঘটনা?'

সব বলল রানা। কলভিন বললেন, 'দস্তানার বর্ণনা দাও।'

'হোয়াইট কিড। ড্যামেজড। কোন লেবেল নেই। সাইজও লেখা নেই। তবে কোন বামনের হাতের নয়। মেয়েটির আঙুল হবে লম্বা, সরু, আর্টিস্টিক—কিংবা একেবারে উল্টোও হতে পারে।'

'ফ্রেমআপের সম্ভাবনা খুব কম এক্ষেত্রে। কিন্তু জোর দিয়ে বলতে পারছি না।'

'ওভার-অল সিচুয়েশন সম্পর্কে কিছু জানা নেই আমার, স্যার। আপনিই ভাল জানেন।'

'ইউ উইল টেক ওভার,' কলভিন বললেন, 'যে মেয়েটির সাথে ডিল করছি আমরা সে পাঁচ ফিট সাত। খাপ খায় বলে মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে অপর কোন ফিমেল ক্যানডিডেটের কথা ভাবতে পারছি না আমি। পুব দিকে চলেছে ও। সঙ্গে একটি কিশোরী। ওরই মেয়ে। পিকআপ ট্রাক ড্রাইভ করছে। সাথে হাউস ট্রেইলর জোড়া।' কলভিন আশা করে চুপ করলেন। নিরাশ করল রানা। কোন মন্তব্য করল না ও।

'ওয়াশিংটনে বাস করছিল বেশ ক'বছর ধরে। হোয়াইট ফলস্ প্রজেক্টের নাম তুমি শুনে থাকবে। ওর স্বামী ওই প্রজেক্টের উচ্চপদস্থ বিজ্ঞানী।'

রানা বলল, 'পরিষ্কার হচ্ছে ছবি। আস্তে আস্তে।'

'গ্রেগরিকে পাঠানো হয়েছিল ওর সাথে পরিচিত হবার জন্যে। বিশ্বাস অর্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্পর্কে গ্রেগরির রিপোর্ট ভালই ছিল বলা চলে।'

'বিশ্বাস অর্জন করে থাকলে খুন হলো কেন?'

'তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, রানা।'

'একটা কথা, স্যার। আপনার নির্দেশ পাওয়ার উপর নির্ভর করলে কাজ এগোবে না। গোপনীয়তার আর কোন মানে নেই। গ্রেগরির খবর জানার জন্যে মোটেলে না ঢুকে উপায় ছিল না। আমাকে কেউ দেখেছে কিনা জানি না। যদি দেখে থাকে তাহলে তার চোখে এখনও গেঁথে আছি আমি। আমার সাথে গ্রেগরির সম্পর্কের কথা অন্তত গোপন নেই।'

'যদি তাই হয়, সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। যাক, তোমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট সঙ্গে নেবার কথা?'

'সঙ্গেই আছে।'

'ওয়েল, রেজিনার ক'মাইল পুবে ট্র্যান্স-কানাডা হাইওয়েতে তোমার সাবজেক্ট পাবে। ওখানেই ক্যাম্প গ্রাউন্ডটা। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ট্রেইলারটা চেক করো আগে। নাম্বার টোয়েনটি থ্রী। ফোর্ডট্রাক। ব্লু। সঙ্গে সিলভার হাউস ট্রেইলর। ভেহিকেল লাইসেন্স নাম্বার লিখে নাও,' কলভিন পড়ে গেলেন, 'ওরা ওখানে থাকলে কাছেপিঠে ক্যাম্প করো। রাতটা কাটাও। সকালবেলা খবর দাও আমাকে।'

'চলে গিয়ে থাকলে?'

'সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করো। তোমার হয়ে আমরা খুঁজে বের করব আবার। ওর নাম মিসেস গালা র‍্যাটারম্যান। মেয়ের নাম জুনো। বয়স পনেরো, ওয়েল ডেভেলপড। মাইওপিয়া আছে বলে চশমা ব্যবহার করে। দাঁতের গোড়ায় দাঁত আছে বলে রেজিনায় একদিন কাটাচ্ছে ওরা। ডেন্টিস্টকে দেখাবার জন্যে।'

'এ যে লোলিটা।'

'বিজ্ঞানীর নাম ড. হারবার্ট র‍্যাটারম্যান। ফিজিসিস্ট। মিসেস গালা স্বামীর বিছানা ছেড়ে দেখা করতে যাচ্ছে আর একজন লোকের সাথে। কখন দেখা হবে জানা যায়নি। হয়েছে কিনা তাও জানা নেই। লোকটার নাম রিচার্ড ডাক। আকর্ষণীয় চেহারা। ওর আরও অনেক নাম জানতে পেরেছি আমরা। পলিটিক্যাল ব্যাক গ্রাউন্ড আছে। অযোগ্য নয় আর কি।'

গাড়ি পার্ক করল পঁচিশ-তিরিশ হাত দূরে একটি মেয়ে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রানা বলল, 'আর বলার দরকার নেই। অনুমান করার সুযোগটা আমি নিচ্ছি। গালা সাইন্টিফিক ডকুমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে সাথে করে। স্বামীর কাছ থেকে বাগিয়েছে। ডকুমেন্টগুলো টপ সিক্রেট—জাতীয় গুরুত্ব খুব বেশি। যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে সে ওর প্রেমিক। প্রেমের সুড়সুড়ি বাধ্য করেছে ওকে এ-কাজে।' রানা দেখল মেয়েটি কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল চোখের আড়ালে।

'তুমি অসাধারণ মেধাবী, রানা। নির্ভুল।'

'মাই গড। সেই পুরানো সিক্রেট ফর্মুলা রুটিন দেখছি। যতদূর জানি, হোয়াইট ফলসে আণবিক শক্তি নিয়ে ডিল করা হচ্ছে। খুলে বলুন।'

কলভিন বললেন, 'আসলে র‍্যাটারম্যানের স্পেশালিটি হচ্ছে লেসারে। লেসার-মেসার। ল্যাটার ডে ডেথ রে। আলোক তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ বা ওই রকম কিছু।'

'কিন্তু এর মানে কি? হারানো ডকুমেন্ট খুঁজে বের করার জন্যে আপনি আমাকে…'

বাধা দিলেন কলভিন, 'কে বলেছে তোমাকে ডকুমেন্ট খোঁজার কথা, রানা?'

'ওহ্। পার্ডন মি।' রানা দেখল দুটো গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে একসাথে।

'অত সহজ মনে কোরো না, রানা। এর প্যাঁচের ভেতর প্যাঁচ, তারও ভেতর প্যাঁচ আছে। বিরাট বড় আর ভয়ানক জটিল অপারেশন। মাত্র অংশবিশেষ নিয়ে

মাথা ব্যথা আমার। তুমি ক্যাম্পগ্রাউন্ডে তোমার সাবজেক্ট দেখো আগে, রানা। ইতোমধ্যে কানাডা সরকারকে যা জানাবার জানাচ্ছি আমি। গ্রেগরির লাশ আবিষ্কৃত হয়েছে কোন পদস্থ অফিশিয়ালের দ্বারা। একথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জানাতে হবে।'

রানা মন্তব্য করল না। ও দেখল দুটো গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে যাবার পর আর একটা গাড়ি দাঁড়াল। অনেক দূরে।

'স্টাডি দ্য উওম্যান, রানা। আর জানতে চেষ্টা করো কেউ তোমাকে চোখে চোখে রাখছে কিনা। নাম-ধাম বের করার সুযোগ করে নাও। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এতে একা নই। আমাদেরই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের এজেন্টরা এতে রয়েছে। ওরাও কারও চেয়ে কম যায় না। কিন্তু তোমাকে টপকে যেতে হবে। সবাইকে ব্যর্থ করে দিয়েই। ব্যর্থ করে দেবার অস্ত্র দেয়া হয়েছে তোমাকে, রানা।'

'আমরা এতে একা নই। কথাটা আমাদের মত আর সবাইও জানে,' রানা বলল, 'বন্ধুদের হাতে খুন হওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে না জন্মানোটাই ভাল। আমার অন্তত সেই রকম বিশ্বাস।'

'ব্যর্থ করে দেবার অস্ত্র মানে খুন করার লাইসেন্স। এবং লাইসেন্সটা কাজে লাগাতেই হবে হয়তো তোমাকে, রানা।' কলভিন গম্ভীর হলেন এই প্রথমবার, 'অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, অন্য সব ডিপার্টমেন্টের এজেন্সিকে জানানোই হয়নি যে আমরাও এতে যোগ দিয়েছি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?'

'ইয়েস, স্যার।' সহজ কথা বলা সহজ, তাই মিথ্যে বলল রানা। কলভিন আসলে কি বলতে চায় তা বুঝতে পারেনি ও। বুঝতে পারলে হয়তো হার্টফেল করত ও। বুঝতে পারলে কিছুতেই রানাকে ব্যবহার করার অনুমতি দিতেন না মেজর জেনারেল রাহাত খান।

কলভিন বড় ঘড়েল লোক।

দুই

ক্যাম্পগ্রাউন্ড।

ধৈর্য ধরে শুয়ে আছে রানা। শার্ট আর ট্রাউজারের নিচে শুকনো গাছের টুকরো ডাল। বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। টুকরোগুলো বিঁধছে রানার পেটে, উরুতে, বুকে। চারপাশে ঝোপ। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি স্থির। সিলভারের ট্রেইলারটাকে চোখে গেঁথে রেখেছে ও।

কান পেতে শুনছে রানা। পরিষ্কার শব্দ হচ্ছে। পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কেউ হাউস ট্রেইলারের ভিতরে।

রাত দুটো। একটার দিকে এসেছে রানা। ট্রেইলারের দরজা সেই থেকে বন্ধ দেখতে পাচ্ছে। রাতও হয়েছে। ফিরে যাবে কিনা ভাবল একবার। তারপরই শব্দ শুনল।

হাউস ট্রেইলারের দরজা আস্তে আস্তে খুলল। আবছা অন্ধকারে একটি মেয়ের ছায়া-ঢাকা মূর্তি দেখা যাচ্ছে। ঘুম নেই চোখে। বুকে স্বস্তি নেই। মনে অপরাধ। আর কিছু ভাবতে পারল না রানা।

অন্ধকারে সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে একটি ভরাট মুখ। দেহটা লম্বা আর ঢিলে রোব দিয়ে ঢাকা। ওটা হাউস কোটও হতে পারে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাত দূর থেকে দেখছে রানা। ফ্যাকাসে ঘাড়টা দেখা যাচ্ছে। নুয়ে পড়ে হাঁটুর কাছে মুঠো করে ধরল স্কার্টটা। নেমে পড়েছে ও দরজার উপর থেকে। আবছা অন্ধকারে আবার সোজা হতে দেখল রানা ওকে। রাত নিঝঝুম। ছবির মত ভাসছে যেন মেয়েটি চোখের সামনে। হাঁটুর একটু নিচ অবধি অনাবৃত। মাংসল, ভারী পা। কাদা দেখে দেখে এগোচ্ছে ও। কখনও লম্বা একটা পা বাড়িয়ে দিচ্ছে, কখনও দু'পা পাশাপাশি রেখে দেখে নিচ্ছে কাদা। স্কার্ট ছেড়ে দিয়ে আবার নুয়ে পড়ল ও. আরও নিচ থেকে ধরল সেটা দু'হাত দিয়ে। হাঁটু অবধি অনাবৃত হলো। রানা কান খাড়া করল ট্রেইলারটার দিকে। মিষ্টি একটা গলা, ভিতর থেকে কেউ বলল কিছু। স্কার্ট ধরে নারী মূর্তি পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্যে।

'না, জুনো। গাড়ির জানালাটা বন্ধ করছি আমি। বৃষ্টি নেমেছে যে। ঘুমিয়ে পড়ো, ডারলিং,' কথা কটি বলে স্কার্ট ধরে দু'পা আরও এগিয়ে দাঁড়াল ফোর্ড পিকআপটার দরজার সামনে। দরজার হাতল ঘুরিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর একটা পা তুলে দিল ভিতরে। মাথাটা নিচু করে উর্ধ্বাংশ ঢোকাল। দ্বিতীয় পা-টাও উঠে গেল গাড়ির ভিতর। বন্ধ করে দিল দরজা। মৃদু শব্দ হলো বন্ধ করার।

ট্রাকটা রানার দিকে নাক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণহীন। উইন্ডশীল্ডের কাঁচ ভেদ করে রানার দৃষ্টি পড়ছে যুবতীর মুখে। কিন্তু পরিষ্কার ফুটছে না ছবি। বাধা দিচ্ছে কাঁচ। কিন্তু অদ্ভুত নড়াচড়া লক্ষ করল রানা।

হঠাৎ যুবতী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। দুলে উঠল বুকের কোমল এলাকা। দুঃখ পেল রানা। কাঁদছে যুবতী। ফোঁপানো নিঃশ্বাস পড়ায় দুলে উঠছে হাতে ঢাকা মাথা। শব্দহীন কান্নায় ভেঙে পড়েছে ও। স্টিয়ারিং হুইলের উপর নুয়ে পড়েছে।

দুঃখ করার কিছুই নেই। নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। যে-কেউ কাঁদতে পারে। বিশেষ করে যে-মেয়ে নিষ্ঠুর আর জঘন্যভাবে খুন করেছে একজন মানুষকে। কাঁদবে বৈকি। কেউ এখানে নেই প্রশ্ন করার। নিজের মেয়েটিও দেখতে পাচ্ছে না। চুপিসারে এই তো সুযোগ কেঁদেকেটে পাপবোধ ধুয়ে সাফ করে ফেলার।

কিন্তু প্রমাণ হয়নি এখনও। নিজেকে বিরক্তমনে স্মরণ করিয়ে দিল রানা দ্বিতীয়বার। তাছাড়া গ্রেগরির খুনি কে তা খুঁজে বের করা ওর কাজ নয়। ওর কাজ যুবতীর বিশ্বাস অর্জন করা। আরও কাজ আছে। এখনও ওর জানা নেই কি সেই কাজ। কিন্তু আগের কাজ সবচেয়ে আগে। কাঁদছে মিসেস গালা। সহানুভূতির দরকার ওর। রানা সুযোগটা নেবে কিনা ভাবল।

মনে মনে হাসল রানা। মনে মনে চাইল, গাড়ির ভিতরের সুইচ অন করুক একবার যুবতী। ভাল করে চোখের দেখাটা দেখে চুপিসারে কেটে পড়বে ও পিছন দিক দিয়ে। ডালের টুকরোর কামড় খেয়ে থকথকে কাদার উপর শুয়ে থাকার

অভিজ্ঞতা যা হয়েছে তাতেই গোটা কতক মোটা ভলিউমের বই লেখা যায়।

শব্দ।

একপলকে অর্থহীন চিন্তাগুলো দূর হয়ে গেল। একা নয় রানা। পিছনের ভিজে পাতার উপর হাঁটছে দু'জোড়া পা। প্রতিটি মাংসপেশী ঢিল করে দিল রানা। হঠাৎ চারদিকে আবার নিস্তব্ধতা ফিরে এল। মিসেস গালা দরজা খুলছে ট্রাকের। নামল। আপনমনে বন্ধ করল দরজা। টের পায়নি কিছু। ফিরে যাচ্ছে ট্রেইলারের পানে। রানার চোখ ওর উপর। কান পিছনের দিকে।

মিসেস গালা বলেছিল বৃষ্টি এসেছে। তা নয়। বৃষ্টি এল এইমাত্র, আবার। ট্রেইলারের দরজা খোলা রেখে চোখ মুছল ও। মাথার চুল ঝাড়ল। অন্ধকারের দিকে তাকাল খোলা দরজা দিয়ে। ফুলে উঠল বুকটা। শ্বাস নিল বড় করে। দরজা বন্ধ করে দিল এবার। একবারও পরিষ্কার ফোটেনি ওর মুখ রানার চোখে।

বৃষ্টির বিড় বিড় শব্দ ছাপিয়ে দু'জোড়া পায়ের শব্দ আবার আসছে রানার কানে। রানার হাত সাতেক ডানে এসে থামল একজোড়া পা। আর একজোড়া দু'কদম এগিয়ে থামল। প্রথম লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে রানা। পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে দুই মূর্তি। তাল গাছের মত স্বাধীনভাবে লম্বা হয়েছে লোকটা। গোটা দেহ দেখতে পাচ্ছে না রানা। লোকটার কামানো মাথা অন্ধকারেও চকচক করছে। জঙ্গলে অভ্যস্ত নয়, ঘন ঘন শব্দ শুনে বুঝতে পারল রানা। শিস দিল সে মৃদুভাবে। তার পাশ থেকে দু'নম্বর কথা বলে উঠল। রানা তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

'বরফ হয়ে যাচ্ছি, থুথ শালা! বিচ্ছিরি দেশ!'

'রাখ দেখি তোর পাঁচালি। মা-বেটির খবর কি দেখ।'

'নিজের হেফাজতেই আছে মিসেস গালা। এই রাতে চোখে পড়বার জন্যে বাইরে বেরোবার মত বোকা ও নয়। ট্রাকে এসে বসেছিল কেন সেটা একটা প্রশ্ন। কাঁদছিল মনে হলো।'

'অনুশোচনা, বুঝতে পারলি না?' এক নম্বর উপহাস করে হাসল, 'উফ, বেচারা লোকটার মুখ একদম ছারখার করে দিয়েছে ডাইনীটা।'

'জোর দিয়ে বলতে পারিস, গিলফো? তুই ওকে চোখের আড়াল না করলে জানা যেত কাজটা ও করেছে কিনা।'

'কি করব! ডেনটিস্টের কাছে ছিল ওরা মা-বেটিতে। কেউ কখনও শুনেছে ঘণ্টাখানেক না কাটিয়ে রোগী বেরোয় দাঁতের ডাক্তারের চেম্বার থেকে?'

অদৃশ্যমান বলল, 'আমি ভাবছি, নিহত বেচারা কার হয়ে কাজ করছিল।'

'মরে গেছে, চুকে গেছে। অত মাথা ব্যথার দরকারটা কি। ও বিছানা নিয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। চল, ফোন করতে হবে।'

'বসকে জানাতে হবে অপারেশন ক্রমশ বিদঘুটে আকার নিচ্ছে।'

ওদেরকে গায়েব হয়ে যেতে প্রচুর সময় দিল রানা। এই সময়টা কাটাল ও ট্রেইলারটার দিকে চোখ রেখে। মিসেস গালা কেঁদেকেটে শুয়ে পড়েছে। পায়চারির শব্দ কানে যায়নি ওর। সকাল অবধি ছুটি নেয়া যাক। এখন নিজেকে শুকোতে হবে। তারপর পেটের কথাও ভাবতে হবে। কয়েকশো মাইল ড্রাইভ করতে করতে

শেষবার কখন খাওয়া জুটেছে কপালে, শেষবার কবে ঘুমিয়েছে তা মনে পড়ছে না এখন।

ক্যাম্পগ্রাউন্ড দুই শ্রেণীতে ভাগ করা। গ্রামীণ বাসিন্দারা তাঁবু খাটিয়েছে। তারা আলাদা। অভিজাতরা হাউস ট্রেইলার নিয়ে অন্য এক দিকে। রানার তাঁবু দুই তরফের মাঝখানে ঝোপের আড়ালে। গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল ও। দূর থেকেই দেখতে পেল একজন ওর গাড়ির ভিতর সিগারেট ফুঁকছে। আরও কাছে আসতে দেখল পুরুষ নয়, মেয়ে।

অপর কোন মেয়ের কথা বলা হয়নি রানাকে। বেরিয়ে এল মেয়েটা রানাকে পৌছুতে দেখে। ড্রেনপাইপ কালো প্যান্ট পরনে। শক্ত ঊরু প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। শ্বেতাঙ্গিনী। চুল বিটলদের মত। কালো। গায়ে চাপিয়েছে ট্রেঞ্চ কোট। ভিজে গিয়ে ঘন কালো হয়েছে কাপড়ের কালো রঙ। হাতে গ্লাভস।

রানা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'তুমি রাজা?' মেয়েটি কর্কশ গলায় জানতে চেয়ে বলল, 'রেজিস্ট্রেশনে লেখা দেখে জানতে চাইছি। ওতে রয়েছে—মোহাম্মদ এ. রাজা। ডেনভার, ফ্লোরিডা।'

'ন্যাকামি কোরো না,' রানা একপা সামনে বাড়াল, 'তুমি কে?'

'এখানে না,' মেয়েটির কর্কশ গলার পরিবর্তন হলো না, 'জানতে চাইলে যেতে হবে তোমাকে ভিক্টোরিয়া হোটেলে। রুম নাম্বার ফোর-ইলেভেন। নিজেকে ধোয়া-মোছা করে নিতে ভুলো না। লবিতে ঢুকতে দেবে না তোমাকে এই হালে। তোমার যখন ইচ্ছা।'

'ভিক্টোরিয়া হোটেল,' রানা দুই কোমরে হাত রেখে জানতে চাইল, 'কে বলল তোমাকে আমি যাব?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে নেড়ে হাসল। ইঁদুরের মত ছোট আর মুক্তোর মত উজ্জ্বল দাঁত। অন্ধকারেও চোখে পড়ল রানার।

'না গিয়ে পারবে না,' মেয়েটি অকস্মাৎ হাসি নিভিয়ে দিয়ে বলল, 'নাকি পুলিসকে ব্যাখ্যা করতে প্রস্তুত হয়ে আছ প্লেনসম্যান মোটেলের রুমে ডেড বডি নিয়ে কি করছিলে তুমি? অবশ্য ডেড বডি ওখানে ছিল আগে থেকেই। কিন্তু বিদেশে অফিশিয়ালি তোমার আচরণের ব্যাখ্যা তুমি দিতে চাও না, আমার বিশ্বাস। রুম ফোর-ইলেভেন, মি. রাজা।'

রানা দ্রুত চিন্তা করে নিল। বলল, 'কথা দাও, খাওয়াবে? ড্রিঙ্ক অ্যান্ড আ রোস্ট বীফ স্যান্ডউইচ। অ্যান্ড ইটস্ এ ডিল।'

মেয়েটি পুরুষালি ভঙ্গি করে কোমরে হাত দিয়ে হাসল। হাসিটা অদ্ভুত লাগল রানার। ঘুরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে ও।

রানা তাকিয়ে রইল রহস্যময়ীর গমন পথের দিকে। ভুল ধারণাটা ভেঙে গেল, ভালই হলো। ওকে প্রথম থেকেই নজরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে।

একটা কাজ পেল রানা। অনুসরণকারিণীর পরিচয় জানতে হবে। কলভিনের নির্দেশ।

নক করল রানা। ভিতর থেকে ও বলল, 'দরজা খোলা।'

কর্নারের ড্রেসারের কাছে দাঁড়িয়ে বেঁটে একটা বোতল থেকে পানীয় ঢালছিল ও গ্লাসে। দরজা ঠেলে রুমের ভিতর ঢুকেছে রানা।

'টিভির ওপর তোমার স্যান্ডউইচ,' রানার দিকে না ফিরে বলল ও। 'দুঃখিত। আর কিছু দিতে পারল না রুম সার্ভিস।'

রানা এগিয়ে গিয়ে টিভির সামনে দাঁড়াল। বলল, 'যথেষ্ট। এই মুহূর্তে চুল নখ সুদ্ধ তোমাকেও গিলে ফেলতে পারি আমি,' স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে বলল, 'কালো প্যান্ট, লংস্লিভড সাদা সিল্কের শার্ট, তার ওপর ওপেন কালো বেল্ট খুব মানিয়েছে তোমাকে। নাম?'

মেয়েটি তাকাল না। বলল, 'রেজিস্টারে আমার নাম ভিনসেন্ট মারিয়া। ভাল লাগলে ডেকো ওই নামেই। স্কচ কেমন লাগে?'

'ফাইন।' রাত তিনটের সময় একটি অপরিচিত মেয়ের রুমে পানীয় বাছবিচার করার উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি রানা। মারিয়া হঠাৎ ঘুরে তাকাল। চোখ তুলে তাকিয়ে রইল রানা। সাবধান হওয়া দরকার, মনে পড়ল রানার। মারিয়ার চোখ দুটোয় রঙ লেগেছে। রানার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ড্রিঙ্কটা বাড়িয়ে ধরল।

গ্লাসটা নিল রানা। বলল, 'বহুত খুব। তোমাকে গাঁয়ের বধূ বলতে ইচ্ছা করছে।'

'স্যান্ডউইচ কেমন লাগল, মি. রাজা?'

'ভাল। তবে তোমার চেয়ে ভাল নয়।' রানা ওকে প্লীজ করার চেষ্টা করছে। অবশ্য বাড়িয়ে বলেনি ও। মারিয়া অপূর্ব।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছে এখানে। খাবার সময়ও পাওনি।'

'গত পরশু ছিলাম সাউথ ডাকোটায়। অনুমান করো।'

'এখানে আসার কারণ?'

'একটা ফোন কল,' রানা বলল, 'বখাটে এক মানব সন্তান ভেগে এসেছে, হয়তো বিপদ-আপদ ঘটাবে,' রানা তৈরি করে রেখেছে গাড়িতে আসার সময় গল্পটা, 'কান ধরে, দরকার হলে টেনে-হিঁচড়ে, ফেরত পাঠাব বাপের কাছে। এই আমার কাজ এখানে।'

'কোথায় তার বাপ? পরিচয় দাও।'

মাথা দোলাল রানা, 'একটা রোস্ট বীফ স্যান্ডউইচের বদলে অনেক বেশি জানতে চাইছ তুমি।'

হঠাৎ সরাসরি প্রশ্ন করল মারিয়া, 'গ্রীনের সাথে তোমার সম্পর্ক কি ছিল?'

গ্রীন ওকে কি বলেছে রানার জানা নেই। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল ও, 'একই লাইনের লোক আমরা।'

'ও বলেছিল ইন্স্যুরেন্সের এজেন্ট। নাপা, ক্যালিফোর্নিয়ার। বলেছিল, ছুটি কাটাতে এসেছে এখানে। নির্ভেজাল ট্যুরিস্ট।'

'ত্রিনিদাদ, কলোরাডোর একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর কার্ড আমার কাছেও আছে। তুমি গ্রীনকে বিশ্বাস করোনি। আমাকেও বিশ্বাস করবে না। অত বোকা বলে মনে হয়নি তোমাকে আমার।'

'খুব বেশি এগোচ্ছি না আমরা,' গম্ভীর হবার চেষ্টা করল মারিয়া, 'সত্যি কথা বলো। তোমার পেশা কি?'

'ভুল বুঝেছ আমাকে, সুন্দরী। উঁহুঁ, পুলিসের ভয় দেখিয়ো না বোকার মত। আমার চেয়ে পুলিসাতঙ্ক কম না তোমার।'

মৃদু হাসি দেখা গেল ম্যারিয়ার ঠোঁটে, 'হঠাৎ অভদ্র হয়ে উঠছ তুমি, মি. রাজা।'

'মিস্ মারিয়া,' রানা হাসল, 'আমি যাচ্ছি। ফোন রয়েছে তোমার, পুলিসকে খবর দিতে চাইলে সহজেই পারবে।' মুচকি হেসে দরজার দিকে পা বাড়াল রানা, 'সি ইউ ইন জেল।'

'মি. রাজা।'

'মিস্ মারিয়া,' রানা নবে হাত রেখে দাঁড়াল, 'তোমার সময়ের দাম নেই। আমার আছে।'

'আমি ইউনাইটেড স্টেটসের হয়ে কাজ করছি, মি. রাজা। এফ. বি. আই।'

রানা ঘুরে দাঁড়াল। বড় ডাবল বেডের উপর বসেছে মারিয়া। রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যে দম বন্ধ করে আছে। রানা দৃঢ় পায়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, 'ওয়েল, ওকে। তুমি যতটা দেবে, আমিও ততটা দেব। তাতে দু'জনারই লাভ বই লোকসান হবে না। ওয়েস্টার্ন ইনভেস্টিগেটর সার্ভিসে কাজ করি আমি। 3001, Palomas Drive, Denver, Colorado।'

মারিয়ার চোখ বড় বড় হলো, 'এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ?'

'দ্যাটস রাইট। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, প্রাইভেট অপ, প্রাইভেট আই, সুপার—বেছে নাও একটা।'

'প্রমাণ করতে পারো?'

'তুমি পারো?' রানা বলল, 'চেক করা পানির মত সহজ। লং ডিস্ট্যান্সে ফোন করো। দ্বিতীয় ড্রিঙ্ক শেষ হবার আগেই ওয়াশিংটন সন্তুষ্ট করবে তোমাকে।'

ফোনের দিকে আগ্রহ দেখা গেল না মারিয়ার, 'তাহলে মাইকেল গ্রীনও প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ছিল বলতে চাও?'

'হ্যাঁ। আমি কাজে ছিলাম অন্য শহরে। বস্ ডেকে জানাল গ্রীনের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপার কি জানার জন্যে আমাকে পাঠানো হলো,' রানা গড়গড় করে বলল। মারিয়া কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তারপর আধশোয়া হলো বিছানার উপর। বলল, 'গ্রীন একবারও ইঙ্গিত দেয়নি এসব ব্যাপারে। সময় সময় রহস্যময় লাগত ওকে। যাক, মিসেস গালার ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট ছিল কি কারণে? এবং এ-ব্যাপারে তোমার মাথা ব্যথার কারণ কি?'

রানা সত্যি কথা বলল, 'এখনও জানি না।'

'মিসেস গালার ওপর তুমি চোখ রাখছ। অস্বীকার করতে পারবে না, দেখেছি আমি।'

'হ্যাঁ। গ্রীনের ব্যাপারে ডেনভারে খবর পাঠাই, বস্ বলল, মিসেস গালা ক্যাম্পগ্রাউন্ডে আছে কিনা চেক করো। সকাল বেলা কথা বলতে হবে বসের সাথে আবার।' রানা মুচকি হাসল, 'কি রকম সরকারী কাজে এখানে এসেছ তুমি, মারিয়া?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল মারিয়া, 'তোমার বসকে সাবধান করে দিয়ে খবরটা পাঠাতে পারো। মিসেস গালা সায়েন্টিফিক ডকুমেন্ট চুরি করে পালাচ্ছে। জাতীয় গুরুত্ব অসীম। ওর স্বামী একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। সরকারী গবেষণায় নিযুক্ত। বাড়িতে ডকুমেন্ট রেখেছিল বেখেয়াল হয়ে। আত্মভোলা বিজ্ঞানীরা যা করে থাকে। আমরা কাজ করছি ডকুমেন্টগুলো ফিরে পেতে, ওর লাভারের হাতে গিয়ে পড়ার আগেই। লোকটা, আমরা জেনেছি, ফরেন এজেন্ট। মিসেস গালা কানাডার পুবদিকে কোন এক জায়গায় তার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করেছে। ডকুমেন্ট নিয়ে সমুদ্রপথে ভাগবে লোকটা। আসল কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে যদি সম্ভব হয় তাহলে তাকেও আটকাব আমরা।'

'বুঝলাম না। ওর ট্রেইলার চেক করে পাওনি নাকি কিছু? দেরি করছ কেন তোমরা?'

'ক'দিন আগে তন্নতন্ন করে প্রতিটা জিনিস পরীক্ষা করা হয়েছে ট্রেইলারের। ট্রাকটাও বাদ যায়নি। পাওয়া যায়নি কিছু। বাড়ি থেকে বেরোবার পর তিনদিন ওর দেখা পাইনি আমরা। তিনদিন পর ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় আবার পাই। মাঝখানের সময়ে ও নিশ্চয় পূর্বাঞ্চলের কোন ঠিকানায় ডকুমেন্টগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে পোস্ট করে। সেগুলো হাতে নিতেই যাচ্ছে ও। চালাক। তবে চোখের বাইরে মুহূর্তের জন্যেও রাখছি না ওকে আমরা। পেতেই হবে আমাদেরকে ডকুমেন্ট।' তাকাল ও রানার দিকে, 'আর, তোমার বসকে জানিয়ে দিয়ো যে কোন প্রাইভেট এজেন্সি এতে নাক গলালে সিরিয়াস ট্রাবল ফেস করতে হবে।'

রানা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হুমকি আর হুমকি। প্রথমে পুলিসের হুমকি। এখন আবার গোটা ইউ. এস. গভর্নমেন্টের হুমকি—জাঁহাবাজ মেয়ে তুমি। বলব বসকে। কোন সন্দেহ নেই বস্ আমার বাঁশ পাতার মত কাঁপবে ভয়ে। আমার মতই দুর্বল টাইপের লোক সে।'

'অফিশিয়াল না হয়ে উপায় নেই, দুঃখিত। গ্রীন ভুগিয়েছে আমাদেরকে। ওর উদ্দেশ্য জানার জন্যে প্রচুর সময় অপব্যয় করতে হয়েছে।'

'ওর পিছনে সময় অপব্যয় করেছ? তাহলে তো ওর খুনিকে দেখেছ তুমি।'

'না।' একটু কঠিন হয়ে উঠল ওর মুখ। 'না। বিকেলে ওর রুমে ঢুকে দেখি মৃতদেহ, ও আগেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু সন্দেহ নেই বিশেষ, মিসেস গালা ছাড়া আর কে হতে পারে?'

রানা বলল, 'আমার ইনফরমেশন লিমিটেড। জানি না। যাক, চলি, মারিয়া। বাকি সময়টা ঘুমোতে চাই।'

'হাতে কয়েক ঘণ্টা রয়েছে এখনও তোমার। ন'টার আগে রওনা দেবে না মিসেস গালা।' মারিয়া ইতস্তত ভাবটা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল

রানা। ফিরিয়ে দিল মারিয়া একই দৃষ্টি। চাপড় মারল বিছানার উপর। 'বিছানাটা দু'জনার জন্যে ছোট বলে মনে করো নাকি তুমি?' মারিয়ার চোখজোড়া আমন্ত্রণ জানাচ্ছে রানাকে। উঠে দাঁড়াল ও। রানার সামনে এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। রানার কোমর বেষ্টন করল দু'হাত দিয়ে। চড় কষাবার প্রবণতাটা রোধ করল রানা।

কয়েকটি অদ্ভুত মুহূর্ত।

অকস্মাৎ রুমের পরিবেশ বদলে গেছে।

'জোর করব না। তোমার যদি বউ থাকে বা গার্ল ফ্রেন্ড—তুমি যদি সৎ থাকতে চাও তার কাছে—থাকো তাহলে।' তাকিয়ে আছে মারিয়া রানার চোখের দিকে, হাত ফেরত নিল রানার কোমর থেকে, 'ভুলে যাও! ব্যানডনে দেখা করো আজ সকালে। ওটা শহরের নাম, বিরাট জেলখানা আছে একটা। মিসেস গালার পক্ষে একদিনের রাস্তা, যদি সে ড্রাইভিং হ্যাবিট না বদলায়। পুব দিকে। মোসহেড লজ, আমাকে পাবে ওখানে। রুম ফোরটিন। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তোমার আসল নাম আর পেশার আসল কাগজ-পত্র সঙ্গে রাখো। যদি প্রমাণ করার ইচ্ছা থাকে এ কেসে আইনগতভাবে অংশ গ্রহণ করার অধিকার তোমার আছে।'

'আবার সেই হুমকি,' রানা সহজ গলায় বলল, 'গ্রীনও কি এই একই আমন্ত্রণ পেয়েছিল?'

'না।'

'কেন নয়?'

'মারিয়ার সাথে শোবার ভাগ্য সবার হয় না, মি. রাজা।' অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে গেছে মারিয়া। অবাক হলো রানা। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল।

'আমি ভাগ্যবান,' কোমর বেষ্টন করে ধরে আকর্ষণ করল রানা মারিয়াকে।

তিন

পাঁচ তলার জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে মারিয়া দূরে। সূর্য উঠব উঠব করছে। পুব আকাশ রাঙা। সেদিকে ফিরে হাসছে সে আপন মনে।

রানা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

'তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করেছ,' মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল, 'যাচ্ছেতাই ভাবছ আমাকে—ভাবতে পারো। আমি খুশি।'

রানা টেবিলের উপর পা তুলে ফিতে বাঁধল জুতোর।

'কিন্তু ভুল করে বোসো না যেন,' মারিয়া বলল, 'বিছানায় কি ঘটল তা মনে রাখলে তুমি ঠকবে। আমার বিশ্বাস, তুমি বাথরুমে যাবার ফাঁকে আমি যে তোমার হাতের ছাপওয়ালা গ্লাসটা নিরাপদে সরিয়ে রেখেছি তা তুমি জানো।'

রানা সিধে হয়ে দাঁড়াল। হেসে ফেলে বলল, 'স্বীকার করছ বলে ধন্যবাদ। স্কচের বোতলটা আমার পকেটে ঢুকে পড়েছে, তুমি বোধহয় জানো না। ডু-ইট-

ইওরসেলফ ডিটেকটিভ-কিট দিয়ে পরিষ্কার ফোটানো যাবে তোমার হাতের ছাপ। আমার বস্ ওগুলো পেলে ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করবে। গুমোর ফাঁস হয়ে যাবার ভয় কত পার্সেন্ট?'

'দরকার ছিল না। গ্রীন একসেট আগেই যোগাড় করেছিল। যা করেছ ভালই করেছ। কিন্তু দোহাই তোমার, পানীয়টুকু যেন নষ্ট না হয়—নিজের কাজে লাগিয়ো। রাজা?'

'বলো।'

'তোমাকে আমার ভাল লাগুক বা না লাগুক, কিছু এসে যায় না তাতে। কথা শোনো, রাজা। যদি তুমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ না হয়ে থাকো, ডারলিং, তোমার গাড়িতে গিয়ে ওঠো এখুনি, স্টার্ট দাও, তারপর পালাও—খুব জোরে, যেদিকে ইচ্ছা। তা না হলে তুমি জানতেও পারবে না কখন তোমার কপালের ওপর হঠাৎ পাহাড়ী ঝরনা সৃষ্টি হবে একটা। একটা বুলেটের কি ক্ষমতা, তুমি জানো, রাজা।'

'পরিষ্কার করে বলো। কঠিন ভাষা বুঝি না আমি।'

'না, ঠাট্টা নয়, রাজা। আমি···আমি হয়তো তোমার প্রেমে পড়ে গেছি—নেহাত ছেলেমানুষি ব্যাপার। তবে সেজন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে। তোমাকে হয়তো আমিই গুলি করব, রাজা। কর্তব্য হচ্ছে সবার আগে। এমন কি তুমি যদি ডিটেকটিভও হও, তবু আমার উপদেশ, অনুরোধ হচ্ছে—পালাও। আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে চরম উপায়ে দূর করব আমরা সেই বাধা। তার দরকার আছে। তুমি জানো না মিসেস গালা···এমন গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে যার মূল্য স্রেফ কল্পনার বাইরে। ওর ওপর চোখ রাখার ফাঁকে অন্য কোন দিকে তাকাবার সমস্যায় ভুগতে চাই না আমরা। চোখে পড়লেই উপড়ে ফেলব পরগাছা।'

'এ তোমার ডিকটেটরশিপ।' রানা জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো মারিয়াকে। 'সি ইউ ইন ব্যানডন।'

'আমার কথা উড়িয়ে দিয়ো না, রাজা। ছেলেমানুষি কোরো না।'

'তুমিও ছেলেমানুষি করে দরজা খুলে রেখো না, মারিয়া। গ্রীন যেমন রেখেছিল।'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া বলল, 'মোসহেড লজ। রুম ফোরটিন।'

'সি ইউ।' হাত নেড়ে বেরিয়ে পড়ল রানা মৃদু হেসে।

মোটেলের লবি থেকে কাগজ কিনল রানা। বাইরে মেঘলা। মাথার উপর বড় বড় ধূসর মেঘ। দ্রুত চিন্তা করতে করতে ফিরে এল রানা ফোক্সওয়াগেনে। দরজা খুলে সিগারেট ধরাল একটা। দেশলাইয়ের কাঠি দু'আঙুল দিয়ে যতদূর সম্ভব দূরে ছুঁড়ে ফেলে তাকাল সামনের দিকে। দরজার দিকে মুখ করল। আড়চোখে দেখে নিল ডান আর বাঁ দিকটা। সামনের দিকেও কাউকে দেখা গেল না। ভিতরে ঢুকল রানা। পা মুড়ে আধশোয়া হলো ব্যাক সীটের উপর। মাথাটা বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। খবরের কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে। কলভিনকে ডাকার আগে নিজেকে আপ-টু-ডেট করে নিতে হবে। বর্তমান দুনিয়ার হাল-হকিকত সম্পর্কে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কোন ধারণা নেই ওর।

বর্ডারে দক্ষিণ প্রান্তে ইউনাইটেড স্টেটস-এর একটা জেট বিস্ফোরিত হয়েছে মাঝ আকাশে। নেভি ঘোষণা করেছে একটি অ্যাটোমিক সাবমেরিন হারিয়ে গেছে। কোন এক বন্দরে দুটো জাহাজ মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হয়ে ডুবে যাচ্ছে। আরও দক্ষিণে, মেক্সিকোতে, পাহাড়ের উপর থেকে একশো লোক নিয়ে পড়ে গেছে একটি বাস। আন্তর্জাতিক পলিটিকাল দৃশ্যে সেই একই ভাবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলেছে। রানা এ-সবের সাথে কোন যোগাযোগের চিহ্ন দেখতে পেল না ওর মিশনের।

এদিকে কানাডায়, সাগর গর্ভে ডুবে গেছে একটা হোভার ক্র্যাফট। মন্ত্রিয়লে একটা ডিনামাইট বিস্ফোরিত হয়েছে, ফ্রেঞ্চ স্পিকিং লিবারেশন মুভমেন্ট টেরোরিজমে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং আস্তানার কাছে ব্যানডনে, একজোড়া কয়েদী জেল ভেঙে পালিয়েছে।

শেষ খবরটা ভাল লাগল না রানার। হাইওয়েটা সম্ভবত ক্যানাডিয়ান পুলিসে ছেয়ে গেছে ইতোমধ্যে কয়েদী দু'জনকে আটক করার জন্যে। ওদের মুখোমুখি পড়তে চায় না রানা।

ছোট একটা খবর গ্রীনের। রেজিনার একটা মোটেলে লাশ পাওয়া গেছে একটা—আমেরিকান সিটিজেন। মৃত্যুর কারণ সিডেটিভের ওভারডোজ। কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তদন্ত চলবে।

রানা উঠে বসল সীটের উপর। সিগারেট ধরাল আর একটা। ধোঁয়া ছেড়ে আবার আধশোয়া হলো ও। পকেট থেকে ছোট স্পেশাল ওয়েভের অয়্যারলেস বের করল। সুইচ অন করে কথা বলতে লাগল ও।

কথা বলতে বলতে কান পেতে রইল রানা বাইরের দিকে।

'পাঁচ ফিট দুই, স্যার,' রানা বলল, 'একশো দশ পাউন্ড সম্ভবত। বড় জোর চব্বিশ-পঁচিশ। কালো চুল। ধূসর রঙের চোখ। কোন দাগ নেই মুখে। বাঁ উরুতে লম্বা কাটা দাগ আছে। ছোট বেলায় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে। গেছো-মেয়ে ছিল আর কি।'

দু'হাজার মাইল দূর থেকে কলভিনের যান্ত্রিক স্বর শুকনো শোনাল, 'মনে হচ্ছে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করেছ। দরকার ছিল না। আমরা ইতোমধ্যেই গ্রীনের অনুরোধে চেক করেছি। মারিয়া পারফেক্টলি জেনুইন। এফ. বি. আই.।'

'নিশ্চয়ই,' রানা বলল, 'কিন্তু ওকে বিশ্বাস করতে পারিনি আমি। ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়েছি। কাগজে দেখলাম কানাডা পুলিসকে আপনি গরম করে দিয়েছেন। কিন্তু রেজাল্ট কি আশা করেন আপনি? ক্লু নেই কোন। আর যে-কেউ এক্ষেত্রে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে—ব্যক্তিগত প্রতিশোধের কথা বলতে চাইছি আমি।'

'তুমি চাইলে মারিয়ার ফিঙ্গার প্রিন্ট অবশ্যই চেক করব আবার, রানা।'

'না,' ইতস্তত করল রানা, 'মারিয়া জেনুইন, অলরাইট। কিন্তু—'

'তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছ না, রানা। ব্যাপার কি?'

'অ্যাসিড, স্যার। ভাল লাগেনি আমার। আমরা যাকে অনুসরণ করছি—তার কাজ বলে মনে করা সম্ভব এটা, স্যার? কয়েকটা প্রশ্ন আমাকে বিরক্ত করছে। পুরানো অ্যামোনিয়া টেকনিক সম্পর্কে মিসেস গালার মত গৃহিণী নিপুণ হতে পারে

না। অ্যাসিড সাইলেন্ট আর এফেক্টিভ। অন্ধ করে দিয়ে নিজের খুশি অনুযায়ী মারা যায়। জিনিসটা পাবেই বা সে কোথা থেকে? তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না অ্যাসিডে মৃত্যু হয়েছে গ্রীনের।'

'তা হয়নি,' কলভিন বললেন, 'মৃত্যুর কারণ সায়ানাইড। কিন্তু এখনও আমরা জানি না কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এয়ারগান বা স্প্রিং গান, কিংবা কাছ থেকে হলে হাইপোডারমিকও হতে পারে, অ্যাসিডের কথা বলছি।'

'এবং এসব ব্যবহার করে প্রফেশনালরা। আপনি প্রফেশনালদের কথা বলতে চাইছেন।'

'মিসেস গালা প্রফেশনাল নয়,' কলভিন জানালেন, 'কিন্তু তার পুরুষ বন্ধু রিচার্ড ডাক ওরফে মাহলার?—ইয়েস।'

'অ্যাসিড আর পয়জন নিয়ে কাছে-পিঠেই ছিল মাহলার? মাহলার রেজিনাতে আছে?'

'নেই একথা জোর দিয়ে বলবার মত প্রমাণ কই আমাদের হাতে?' কলভিন বললেন, 'এই মুহূর্তে জানা যাচ্ছে না মাহলার কোথায় আছে। রেজিনায় থাকলে সেই-ই হয়তো গ্রেগরির জন্যে দায়ী।'

'এটা একটা সম্ভাবনা,' রানা বলল, 'আরও একটা সম্ভাবনা আছে, স্যার।'

'গো অন।'

'গ্রেগরির পোড়া দেখে আমার ধারণা হয়েছে পেশাগত কারণে এমন নিষ্ঠুরতা দেখানো সকলের পক্ষে অসম্ভব। ব্যক্তিগত ক্রোধ এর পিছনে কাজ করেছে হয়তো। ধরুন, সুন্দরী কোন মেয়ের দেহ ভোগ করতে কুকুরের মত পাগলামি শুরু করেছিল গ্রেগরি, গ্রেগরিকে মেয়েটি উপযুক্ত মনে করেনি।'

মারিয়ার মুখ ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে, মনে পড়ল—'মারিয়ার সাথে শোবার ভাগ্য সবার হয় না।' অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে গিয়েছিল মারিয়ার মুখ।

কলভিনকে আভাসটা দিতে পেরে বেশ কিছুটা হালকা বোধ করল রানা।

দু'হাজার মাইল দূরে অটুট নীরবতা। অবশেষে কলভিন বললেন, 'তুমি মারিয়ার কথা বলছ। সিরিয়াসলি, রানা?'

'না। সম্ভাবনার দিকে আঙুল তাক করছি, স্যার।'

'কি ধরনের প্রমাণ তোমার কাছে আছে?'

'স্ট্রিক্টলি সারকামস্ট্যানশ্যাল। মোটিভ আর সুযোগ—মারিয়া স্বীকার করেছে মোটেলে যাবার কথা। ও গিয়ে দেখে গ্রেগরি মৃত। কিন্তু ওকে বিশ্বাস করার দরকার নেই। একজন এজেন্টের পক্ষেই সম্ভব ওরকম নির্মম হওয়া। পদ্ধতি আর অস্ত্রের কথাও ভুলতে পারছি না।'

আবার নীরবতা। তারপর কলভিন বললেন, 'কোন হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেশন এটা নয়, রানা। তুমি জানো, লোকাল পুলিসের আর মারিয়ার ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব এক্ষেত্রে, যদি ও গিল্টি হয়।'

'ইয়েস, স্যার।'

'এনি আদার প্রবলেম?'

'দু'জন লোক ঘুরঘুর করছে। একজন লম্বা, কামানো মাথা। একজনের নাম কিরনান। দু'নম্বরকে দেখার সুযোগ হয়নি।'

কলভিন বললেন, 'ল্যারি কিরনান। দু'নম্বরের নাম ফ্র্যাঙ্ক গিলফো। সিনিয়র, মিশনের ইনচার্জ। অভিজ্ঞ লোক। মারিয়া সম্পর্কে তথ্য যেখান থেকে পেয়েছি সেখান থেকেই ওদের কথা জানানো হয়েছে আমাকে। ঠিক জানি না ওরা তিনজন একসাথে কাজ করছে কিনা। বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে জগাখিচুড়ি পাকাতে চাই না আমি। এমনিতেই পরিস্থিতি বড্ড নাজুক।'

'এদিকে আর একজন—রিচার্ড ডাক। আসল নাম ওর যাই হোক। কোথায় আছে জানা যাচ্ছে না। কিন্তু মিসেস গালা ওর সাথে কোথায় দেখা করবে...'

'দেখা বোধহয় এরমধ্যে একবার হয়েছে ওদের, রানা। ভাল কথা। ওকে আমরা রিচার্ড ডাক হিসেবে জানি। কিন্তু মিসেস গালা ওকে জানে মাহলার হিসেবে।'

'দেখা হলো কিভাবে?'

'হোয়াইট ফলস্ ছেড়ে যাবার পর চব্বিশ ঘন্টার জন্যে হারিয়ে ফেলেছিল এজেন্টরা মিসেস গালাকে।'

'চব্বিশ ঘন্টা? মারিয়ার কথায় তিন দিন।'

কলভিন বললেন, 'মারিয়ার ডিপার্টমেন্ট আর আমাদের ডিপার্টমেন্ট, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিষ্ঠান, রানা। আমাদের ক্ষমতা বেশি। যতটা জানি, নিখুঁত জানি।'

'ইয়েস, স্যার।'

'মিসেস গালাকে সতর্কভাবে নজরের মধ্যে রাখা হয়েছিল, প্রথম থেকেই। কারণটা তোমাকে পরে বলছি। অনিবার্য উদ্দেশ্য ছিল ও যেন কোনক্রমেই একথা জানতে না পারে। অন্তত প্রথম দিকে। কারও চোখে না পড়ে হোয়াইট ফলস্ ত্যাগ করতে পেরেছে একথা ওকে বিশ্বাস করানোটাই ছিল উদ্দেশ্য। যে এজেন্ট চোখ রেখেছিল ওর ওপর, সে ব্যবহার করছিল একটা পুরানো গাড়ি। গাড়ি বেছে নেবার দায়িত্ব তারই। আর মিসেস গালা ব্যবহার করছিল, তুমি জানো, এখনও করছে, একটা ফোর্ড ট্রাক। ধারণা করো এরপর।'

'রাস্তায় এজেন্টের গাড়ি বিগড়ে যায়। মিসেস গালা স্বপথে এগিয়ে চলে।'

'ঠিক তাই। মিসেস গালা মেয়েকে নিয়ে মাছ ধরতে যায়। এক পাহাড়ী হ্রদে। এটা হয়তো ওর পূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। রাস্তাটা পাহাড়ী, কিন্তু ট্রাকে কোন ট্রাবল দেখা দেয়নি। এজেন্টের সিডানটা খারাপ হয়ে যায়। সে মিস্ত্রিখানার খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মিসেস গালার সাথে স্লীপিং ব্যাগ ছিল। রাতটা হ্রদে কাটায় তারা। পরদিন ফিরে আসে ট্রেইলারে। ট্রেইলারটা ছিল মেইন রোডে।'

'ও তাহলে ফিশার উওম্যান।'

'কিংবা অন্য কেউ। মাছ ধরা ছাড়া ও আর কি করেছে হ্রদে গিয়ে তা জানা যায়নি। গ্রেগরি ক্যাম্পে পৌঁছা মাত্র সেই দুর্ভাগা এজেন্টকে সরিয়ে দেয়া হয়। পরিকল্পনা মত গ্রেগরি ভার নেয় মিসেস গালার উপর দৃষ্টি রাখার।'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এটা একটা পুট-আপ জব, স্যার। অন্যান্যরা ওকে অনুসরণ করছিল ওয়াশিংটন থেকে, যে-কোন মুহূর্তে ওকে আটক করে থরোলি চেক করলেই মূল্যবান ডকুমেন্টগুলোর সন্ধান পাওয়া যেত। কারেক্ট মি ইফ আই অ্যাম রঙ, স্যার।'

'কমবেশি, প্রথম ছয় ঘণ্টার পর।' দু'হাজার মাইল দূরে কাগজের মড়মড় শব্দ হলো, 'আমার পাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী ও যেদিন বাড়ি ত্যাগ করে সেদিনই রাত তিনটে বিশ মিনিটে ছোট একটা শহরে থামে, এবং একটা ম্যানিলা এনভেলাপ পোস্ট করে। ঠিকানা: মিসেস এলিজাবেথ ডে, জেনারেল ডেলিভারি, ইনভারনেস, কেপ ব্রিটল আইল, নোভা স্কোটিয়া। ইনভারনেস আটলান্টিক কোস্টের খনি-শহর। এখন আর খনি-শহর বলা যায় না। সব কয়লা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। গত বছর থেকে খনিগুলো শূন্য। মিসেস গালার মাঝখানের নাম ডে, এলিজাবেথ, মায়ের তরফের নাম।'

'মারিয়া উল্লেখ করেছিল এনভেলাপ পোস্ট হবার কথা। কিন্তু নিশ্চয় করে সে কিছু বলেনি। ঠিকানাটাও জানে না সে।'

'আমি আগেই বলেছি মারিয়ার ডিপার্টমেন্ট যা জানার উপযুক্ত তাই জানে। তার বেশি না।'

'তার মানে বিশেষ সুযোগ ভোগ করছি আমরা। ব্যবস্থানুযায়ী।'

'যথার্থ।'

'মিসেস গালার দিকটা কি রকম? ও জানে ডকুমেন্টগুলো নকল?'

'অবশ্যই জানে না। শেষবার মাহলার ওয়াশিংটনে আসার পরপরই আমরা ষড়যন্ত্রের খবর পাই। হোয়াইট ফলসে ড. র‍্যাটারম্যানের গবেষণার ফল হাতানোই তার মিশনের লক্ষ্য ছিল। তারপর জানা যায়, সে ড. র‍্যাটারম্যানের স্ত্রীর মাধ্যমে কাজ সারতে চাইছে। আগ্রহ বেড়ে ওঠে আমাদের। সতর্ক আর সূক্ষ্মভাবে প্ল্যান করি আমরা। আসল ডকুমেন্ট সরিয়ে ফেলি। নকল ডকুমেন্ট রাখা হয় সেই জায়গায়। এমন সময় অজ্ঞাত পরিচয় একজন লোক এফ. বি. আই.-এ খবর পাঠায় মাহলারের পরিচয় চেক করার পরামর্শ দিয়ে। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চগুলোর প্রতিক্রিয়া কি হয় তা লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষের একটা চালও হতে পারে এটা। আমরা প্রকাশ্যে হাত দিইনি কাজে। এফ. বি. আই. দেয়। মাহলার নিখোঁজ হয়। কিন্তু আমরা আশা করি সে আবার যোগাযোগ করবে মিসেস গালার সাথে। করেও। প্রথম সুযোগেই কাণ্ডটা করে বসে মিসেস গালা। তৈরি করা ডকুমেন্টগুলো হাতের কাছেই পায় ও। ড. র‍্যাটারম্যানের সহযোগিতায় ব্যবস্থা করেই রেখেছিলাম আমরা।'

'স্বামী মহাশয় এ কাজ করলেন?'

'স্ত্রীর ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল সে। তার ওপর তার সম্মান আর মর্যাদার ওপর আঘাত আসবে মনে করে সাহায্য করার পথই সে বেছে নেয়। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। স্বদেশ প্রেমের চমৎকার উদাহরণ সে। সব রকম সহযোগিতা করার ইচ্ছা জানিয়েছে।'

'গুড। ভাবছি ওঁর কাছ থেকে সাহায্য চাইব। স্ত্রী আর মেয়ের কাছে একটা

প্রস্তাব পাঠাতে হবে ওঁকে। আমার মাধ্যমে। কেউ চেক করলে ওঁকে স্বীকার করতে হবে—তিনিই পাঠিয়েছেন প্রস্তাব।'

'ও স্বীকার করবে। কি বলতে হবে বলো আমাকে। আর সব ব্যাপার ছাড়াও, নিজের ক্যারিয়ারের জন্যে চিন্তিত ও। গল্পটা বলি আবার। হোয়াইট ফলস্ ত্যাগ করার পর মিসেস গালা দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকে। একটি রোড-সাইড পিকনিক এলাকায় ওর ব্রীফকেস পুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় একবার। বুঝতেই পারছ, আমরা নই, আমাদেরই অন্য ডিপার্টমেন্টের লোক। সম্পূর্ণ সফল হয়নি চেষ্টাটা। তার পরদিনই এনভেলাপে ভরে ডকুমেন্টগুলো পোস্ট করে ও। একজন এজেন্ট পলকের জন্যে দেখতে পেয়েছিল ঠিকানাটা। সে এফ. বি. আই.-এর লোক নয়। মিসেস গালা তাকে দেখেনি। মিসেস গালা সন্দেহ করলে বা দেখলে ওর মনে বা মাহলারের মনে বা মাহলারের কোন সাহায্যকারীর মনে প্রশ্ন জাগত: কেন এনভেলাপটা উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়নি। এনভেলাপটা নিরাপদে পাচার হোক তাই আমরা চাই। এবং আমরা যা চাই তা ওদেরকে কোনক্রমেই জানতে দিতে চাই না। জানলে ডকুমেন্টগুলো যে আসল নয় তা পরিষ্কার বুঝে ফেলবে।'

মাথা তুলে বাইরেটা দেখে নিল রানা। বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। রানা মাথা নিচু করল সীটের উপর। বলল, 'প্রশ্ন রাখছি, স্যার। মিসেস গালা এ রিস্ক নিল কেন? এনভেলাপ খুলে যে কেউ ভিতরের সাবজেক্ট দেখতে পারে। এ সন্দেহ হয়নি তার?'

'না। একজন লোক, হোক সে যে-কোন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চেরও লোক, কখনোই বাক্স ভাঙতে পারে না পোস্ট অফিসের। তাছাড়া এনভেলাপটা পোস্ট করার সময় আশেপাশে কাউকে দেখেনি ও। এজেন্টটি ছিল আড়ালে। কিন্তু ওকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে তার প্রমাণও পেয়েছে ও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওকে আটকানো হয়, প্রশ্ন করা হয়, চেক করা হয় তন্ন তন্ন করে। মিসেস গালা এটা আশা করছিল। এতে করে দুটো বিশ্বাস জন্মায় ওর মনে। এক, আমরা জানি না এনভেলাপটা পোস্ট করা হয়েছে। দুই, আমরা এনভেলাপটা ফেরত পাবার চেষ্টা করছি। এর ফলে মাহলারের মনে ডকুমেন্টের মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়নি। মারিয়া সার্চ করেছিল ট্রাক আর ট্রেইলার ঠিকই, কিন্তু এজেন্টটির গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার আগে।'

'তার মানে ওর কাছে এনভেলাপটা ছিল হোয়াইট ফলস্ ত্যাগ করার সময়, কিন্তু ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় ঢোকার সময় ছিল না।'

'তাই দাঁড়াচ্ছে। ওয়াটারটাইট মনে কোরো না আবার এটাকে। যে এজেন্সি থেকে আমরা তথ্য পাচ্ছি তারা অবশ্য নিশ্চয় করে বলেছে যে ইনভারনেসের ঠিকানাতেই ইনভেলাপটা পোস্ট করা হয়েছে। এবং মিসেস গালার জন্যে সেখানে জিনিসটা অপেক্ষা করছে।'

রানা বলল, 'এবং আমরা চাই ডকুমেন্টগুলো নিরাপদে পাচার হয়ে যাক?'

'একশোবার তাই চাই। সম্পূর্ণ নিরাপদে পাচার হোক এনভেলাপটা। এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি শুধু আমরা। আর কেউ নয়। আর কেউ এর কথা জানে না। আর কোন ডিপার্টমেন্টকে বলা হবে না আমাদেরকে সাহায্য করো।

অন্যান্য এজেন্টরা মিসেস গালা বা মাহলারের কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করুক। এই চেষ্টার ফলে মিসেস গালা এবং সংশ্লিষ্ট শত্রুপক্ষ জানবে ডকুমেন্টগুলো সত্যি সত্যি মহামূল্যবান। ওগুলো যে আসল নয় নকল, একথা যদি কেউ জানতে পারে তাহলে আমাদের গোটা অপারেশনটার মাথায় বজ্রপাত হবে। আমাদেরই অন্যান্য ব্রাঞ্চের এজেন্টদেরকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা না জানানোর আরও কারণ আছে। এক, বিশ্বাসঘাতক থাকতে পারে ওদের মধ্যে কেউ। দুই, সব কথা ওরা জানলে বোকার মত আচরণ করে বসবে। যার ফলে মিসেস গালার মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে ডকুমেন্টের খাঁটিত্ব সম্পর্কে। সব কথা জানে মাত্র একজন। সে লোক তুমি, রানা। তোমার কাজ ভয়ঙ্কর রকম কঠিন। তোমাকে দেখতে হবে ইনভারনেসে মিসেস গালা যেন সম্পূর্ণ নিরাপদে ডেলিভারি নিতে পারে এনভেলাপটা। এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে হাত বদল করতে পারে।'

'এসবের পিছনে কারণটা কি, স্যার। এনভেলাপে আসলে কি আছে?'

কলভিনের প্রান্তে নীরবতা। অবশেষে শুনল রানা, 'ধরে নাও সে কথা কেউ জানে না। সে কথা আমিও জানি না।'

রানা মাথা তুলে দেখল, বৃষ্টি জোরেশোরে শুরু হয়েছে। চারদিক নির্জন।

'মাহলারের ব্যাপারে ফিরে আসা যাক। মাহলার সম্ভবত আটলান্টিক কোস্টে অপেক্ষা করছে মিসেস গালার জন্যে। তা না-ও হতে পারে। মিসেস গালা, আফটার অল, অ্যামেচার। একা একা তাকে কাজটা করতে দিতে ভরসা পাবে না মাহলার। সে কাছাকাছি থাকতেও পারে।'

রানা বলল, 'আমি যদি ওকে খতম করার সুযোগ পাই, কি করব?'

'কোন ক্রমেই আঘাত করা চলবে না ওকে। এবং ওর মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে ওকে আঘাত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। ইনভারনেসে এনভেলাপটা ডেলিভারি নেবার পর দেখা দেবে ক্রিটিকাল মোমেন্ট। মাহলার যে পথ বেছে নেবে পালাবার জন্যে সে পথেই যেতে দিতে হবে তাকে। এই পর্যায়ে ও কোন বাধার সম্মুখীন হলে তুমি সে বাধা সমূলে উৎপাটিত করবে। কোন কিছুর সাথে তোমার যোগাযোগ নেই এবং তোমার কোন মোটিভ নেই—একথা যেন মাহলার বিশ্বাস করে।'

'প্রশ্ন, স্যার।'

'ইয়েস, রানা।'

রানা মাথা তুলে বাইরে তাকিয়ে কথা বলছে, 'ব্যাপার যদি ঘোলাটে হয়ে ওঠে, কতদূর যেতে পারব আমি? উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্যে?'

'যতদূর দরকার,' নির্বিকার গলা কলভিনের।

দু'হাজার মাইল দূরত্বটা অনুমান করতে পারল রানা। বলল, 'ভেরি গুড, স্যার। কয়েকটা ব্যাপারে চেঞ্জ দরকার। মাইনর চেঞ্জ। আপনার অনুমোদন…।'

চার

ভিজে ক্যাম্পগ্রাউন্ড রোডে ফোক্সওয়াগেনটা। স্পেস টোয়েন্টি থ্রীতে সিলভার ট্রেইলারটা। খুব বেশি দূরে নয় রানা। মাহলারের বর্ণনা আর দীর্ঘ আলাপের সার অংশগুলো মনে মনে ঝালাই করে নিল ও। দেখল কিশোরীটি আসছে হেঁটে হেঁটে। অনেকক্ষণ পর।

ভেঙে খান খান হয়ে গেল রানার ধারণা। মা'র মত মেয়ের পা দুটো মোটা-সোটা নয়। লালচে পাতলা লোম হাঁটুর উপরে। কিশোরী—রানার মনে হলো—তত পাকা নয়, তবে পাকা। ব্রাউন কেশদাম। দুটো বেণী। লকলকে সাপের মত দুলছে পিঠের উপর। প্লাস্টিক পুতুলের মত আঁকা দুটো চোখ। ছোট মুখটার জন্যে উপহার যেন। উপহারের মর্যাদা হানি হয়েছে চশমা পরায়। ঘন লিপস্টিক মাখা ঠোঁট দুটো ছোট ছোট। কেন যেন রানার একটা কথা মনে হলো। অ্যাটম বোমার হুমকি থাকুক বা না থাকুক, আগামী ভবিষ্যতের উপর আস্থা আছে এই মেয়ের। ছোট্ট ললিতা—না। ধারণাটা ভেঙে গেল রানার।

হলুদ রেনকোট আর হলুদ জুতো পরেছে। ক্যাম্প লন্ড্রিতে গিয়েছিল ও। রানা পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে দেখেছিল যাবার সময়। কলভিনের সাথে তখন কথা হচ্ছিল ওর।

ইলশেগুঁড়ির ছদ্মবেশ নিয়েছে বৃষ্টি। দুলকি চালে ছুটে আসছে ও রাস্তার মাঝখান দিয়ে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়াল রানা। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোরী।

'মিস জুনো র‍্যাটারম্যান?'

সন্দেহের চোখে তাকাল ও। বলল, 'কি চাও তুমি?' এক পা-র মত পাশে সরে গেল। দরকার হলে সিধে যেন দৌড়ুতে পারে ট্রেইলারের দিকে। রানা বলল, 'মিস্ র‍্যাটারম্যান হলে তোমার একটা মেসেজ আছে।'

'তোমার সাথে কথা বলব না,' বলে দ্রুত চোখে চাইল ট্রেইলারের দিকে, 'কি মেসেজ? কার?'

'তোমার বাবার।'

'ড্যাডি? ড্যাডি কি…।'

'জুনো।' ট্রেইলারের দরজা থেকে মা'র গলা শোনা গেল। জুনো তাকাল রানার দিকে। হাসল কিনা বুঝতে পারল না রানা। অস্পষ্ট। শ্রাগ করে ট্রেইলারের দিকে তাকাল। এবার আর ছুটল না দুলকি চালে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল ট্রেইলারের দিকে।

রানা জায়গা বেছে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেইলারের জানালা থেকে দেখতে পেয়েছে ওকে। আশানুযায়ী প্রতিক্রিয়া হয়েছে। কিশোরীর পিছু নিল রানা। মিসেস গালা

ব্যগ্রহাতে বন্ধ করে দিচ্ছে ট্রেইলারের ডবল ডোর। দ্বিতীয় দরজাটা একটু ভিতরে। স্ক্রীনের।

'মিসেস গালা?'

সামনেরটা বন্ধ করে দিয়েছে, ভিতরেরটা বন্ধ করা হলো না। কাঁচের ভিতর দিয়ে রানা দেখল। মা আর মেয়ের জন্ম একই দিনে নাকি! তবে একটা কথা স্বীকার করল রানা। মা অপূর্ব। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপের বাহার। এক কথায়—আগুন। মা বড় না মেয়ে বড় বোঝা দায়।

জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো, 'কি, চাও কি? বাঁদরামি করে সুবিধে করতে পারবে না এখানে—বুঝলে?'

'ভিতরে ঢুকতে পারি?' রানা ধৈর্য ধরল।

'কোন দরকার নেই,' পরিষ্কার জবাব। স্ক্রীনের দরজার কাছ থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস গালা। সামনের দরজাটা খুলে দাঁড়াল। পথ রোধ করে।

'আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজব নাকি?' রানা আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'জুনোকে কেন জড়াচ্ছ, মিসেস গালা?' রানা শুরু করল নিজের অভিনয়, 'তুমি ছেলেমানুষ নও। তোমার জীবন নিয়ে জুয়ো খেলো, কার কি। কিন্তু ওর সর্বনাশ করা উচিত নয় তোমার।'

নীরবতা। মিসেস গালা ঘাবড়ে গেছে কিনা বুঝতে পারল না রানা। শক্ত নারী।

'বাহ্‌বা! চমৎকার ঢং রপ্ত করেছ দেখছি! ছোটদের ফেরেশতা বুঝি তুমি?'

'না। ছোটদের জন্যে বড় একটা মাথা ঘামাই না আমি। এটা চাকরির ব্যাপার।' সুযোগটা ব্যবহার করল রানা। একটু নীরবতা। একটু অবোধ্য হাসি। তারপর মিসেস গালা পথ ছেড়ে একটু সরে গেল। আমন্ত্রণ বলা যায় না। রানা পা তুলল। সরে গেল মিসেস গালা পথ করে দিয়ে। ছোটখাট ডবল বেড পোর্টেবল হাউস ট্রেইলার। স্টার বোর্ডের কাউন্টারে স্টোভ ও রান্নাবান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম। সঙ্গে কাবার্ড। পাশে ক্লজিট। কাঠের পাটাতন। সব রকম আরামপ্রদ আসবাব-পত্র চারদিকে সাজানো-গোছানো। কিশোরী জুনো বিছানার এক কোণে বসেছে। চশমা থেকে বৃষ্টির পানি ঝাড়ছে। রেন কোটটা খুলে ফেলেছে ও। সিনেমার নায়িকার মত রাইডিং স্কার্ট পরেছে। সাদা শার্ট। বয়সের তুলনায় বেশি বড় হয়ে উঠেছে বুক। বুকের সাথে মানানসই নিতম্ব আর কোমর। অর্থহীন চোখে তাকাল সে একবার। অর্থহীনভাবে হাসল। মিসেস গালার দিকে ফিরে কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়তে বাধ্য হলো রানা। অসম্ভব ভাল ফিগার। ভাল না ভয়ঙ্কর? এই মহিলা স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালাচ্ছে। সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে একজনের মুখ নিশ্চিহ্ন করেছে এই সুন্দরী। লোকটাকে অসহায়ের মত খুন করেছে। সুন্দরের মধ্যেই অসুন্দর জন্মলাভ করে—রানার জানা আছে। প্রমাণ হয়নি ও দোষী কিনা। তবে খুনের উদ্দেশ্য একমাত্র ওরই আছে। বাঁকা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ভ্যাম্পায়ার লেডি। রানা ভাবল।

'কে তুমি?' মিসেস গালা।

'মহম্মদ এ. রাজা।' রানা।

'তাই? আমেরিকান মুসলিম? ভেরি ইন্টারেস্টিং। কাজ করো কি? কিশোরী মেয়েদেরকে পটানো ছাড়া?'

'ওকে জিজ্ঞেস করো।' রানা জুনোর দিকে তাকাল, 'কি, জুনো, তোমার জন্যে একটা মেসেজ আছে একথা ছাড়া কিছু বলেছি আমি? মেসেজটা তোমার স্বামীর, মিসেস।' মিসেস গালার দিকে ফিরে শেষ করল রানা।

জুনো কথা বলল না। চশমাটা নাকে বসাচ্ছে ও ধীরে সুস্থে। বলল মিসেস গালা, 'আমার স্বামীর মেসেজে কোন আগ্রহ নেই আমাদের।'

রানা বলল, 'শুনেছি তোমার কথা। জুনোর কথা শুনতে চাই আমি।'

সবুজাভ চোখ দুটো ছোট হলো, 'তুমি কি মনে করো জুনোর অনিচ্ছায় কিছু ঘটছে? ভুল। জেনেশুনে এবং স্বইচ্ছায় আমার সাথে রয়েছে ও, তাই না, জুনো? কথাটা তুমি আমার স্বামীকে জানিয়ে দিয়ো। আমি আর জুনো—আমরা পরস্পরকে বুঝি। আমাদের কথা সে কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যেও সময় করে ভেবেছে বলে মনে পড়ে না। আমরা যে এই দুনিয়াতেই বেঁচে আছি, কথাটা তাহলে ইদানীং মনে পড়ে গেছে? ভাল কথা, কি চায় সে?'

'ওকে চায়।'

'শুধু ওকে?' চ্যালেঞ্জ করল মিসেস গালা, 'আমাকে নয়?'

'তোমার কথা আমাকে জানানো হয়নি, মিসেস।'

'হ্যাঁ, মিলছে বটে।' চুপসে গেল মিসেস গালা, 'সারা জীবনে আমার কথা চিন্তা করার সময় তার হয়নি। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ছাড়া আর কবে কি বুঝবে সে। আর কিছু চায় না তাহলে সে?'

নিরীহ চোখে রানা তাকিয়ে আছে, 'সম্ভবত আর কিছু না, মিসেস। অন্তত আমাকে তার তরফ থেকে এ-টুকুই করতে বলা হয়েছে। তবে ড. র‍্যাটারম্যানের অন্যান্য ইচ্ছা পূরণ করছে ইউ. এস. সরকার। কানা-ঘুষা শুনেছি ওসব আমার ক্ষমতা আর সীমানার বাইরে।'

'তুমি ইউ. এস. সরকারের লোক নও, মি. রানা?'

'না। ডেনভারের সাধারণ একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আমি। আপনার স্বামী অন্য এক ফার্মে দিয়েছিল কাজটা। সেই ফার্ম কাজটা করার জন্যে আমাদেরকে রিকমেন্ড করেছে। এ পর্যন্ত তারাই ছিল অপারেশনে।'

'তুমি মি. গ্রীনের কথা বলতে চাইছ? আমি ভেবেছিলাম...'

'হ্যাঁ। মাইকেল গ্রীন।'

'কাজটা হাত বদল হলো কেন? দুটো ডিটেকটিভ ফার্ম পরস্পরের চিরশত্রু বলেই তো জানি। তাছাড়া সাধারণ একজন ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করার জন্যে মি. গ্রীনকে সাহায্য করার জন্যে তোমার দরকার পড়ল কেন?'

রানা বলল, 'গ্রীনকে খুন করা হয়েছে। গতরাতে।'

মুখের রেখা মিলিয়ে গেল। কিছু বলতে গিয়ে থমকাল। মিসেস গালা মেয়ের দিকে পলকের জন্যে তাকিয়ে নিল। অবশেষে বলল, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। একেবারে খুন?'

'কাগজে উঠেছে,' রানা বলল, 'ওরা অবশ্য বলছে সুইসাইড,' রানা জুনোর দিকে ফিরল, 'এক দৌড়ে আমার গাড়ি থেকে কাগজটা আনো তো, খুকি।'

'আমি খুকি নই, তুমি জানো আমার ওজন কত?'

'ওর কথায় এক ইঞ্চিও নড়বে না, জুনো,' মিসেস গালা তাকাল রানার দিকে, 'কাগজে বলছে সুইসাইড, আর তুমি বলছ খুন, মি. রাজা?'

রানা বলল, 'মেয়ে-পাগল ছিল ও। মেয়ে-পাগলরা নিজেদের খুন করে না। অত নিষ্ঠুরতা ওদের ধাতে নেই।'

'যাক, একটা কথা অন্তত সত্যি বললে,' অস্পষ্টভাবে হাসল মিসেস গালা, 'পরিষ্কার বোঝা যায় তুমি ভাল করেই জানতে গ্রীনকে। কে তাকে···খুন করল কে তাহলে?'

'জানতে পারিনি। কাগজে পড়লাম যে পুলিসের নিজস্ব পেট-থিওরি আছে, কিন্তু একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে ওদের সাথে কথা বলতে চাই না আমি।'

'কিন্তু এসব কথা আমাকে তুমি শোনাচ্ছ কেন?'

'মাফ করো। কিন্তু তুমি জানতে চাইলে, কেন এখানে এসেছি আমি। গ্রীনের বদলে এসেছি। গ্রীন পরিচয় ঢাকার জন্যে বলে বেড়াত সে ইন্স্যুরেন্সের লোক। আমার ও-সবের দরকার করে না।'

'আর তুমি এসেছ জুনোর ব্যাপারে? আর মি. গ্রীনও একই উদ্দেশ্যে পিছু নিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ড. ব্যাটারম্যান স্বয়ং আসতে চেয়েছিলেন। শুনেছি আমি। কিন্তু লম্বা যাত্রায় ইউ. এস. সরকার তাঁকে ছাড়তে রাজি হয়নি। বিশেষ করে দেশের বাইরে যাবার অনুমতি তাঁকে দেয়া হবে না। তাই আমাদের সাহায্য নিয়েছেন,' রানা পিছন ফিরে জুনোর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকাচ্ছে না।

রানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে হাসল মিসেস গালা শব্দ করে, 'তোমার কি মনে হয়? ইউ. এস. সরকার সন্দেহ করছেন ওর সাথে আমার কোন রকম বিবাদ ঘটেছে? সে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হবে। খেপে যাবে ও।' মিসেস গালা জোর করে হাসছে আর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। হাসিটা উবে গেল, 'মাফ করো। আমি শুধু···একটা মরাকে নিয়ে ষোলোটি বছর ঘর করেছি আমি। আমি তার স্ত্রী। কথাটা কোনদিন ভেবেও দেখবার দরকার বোধ করেনি সে। কোনদিন কোন কথার উত্তর পাইনি তার কাছ থেকে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা আর গবেষণাগার—দুই সতীন ছিল আমার। আমাকে ছেড়ে ওদেরকেই ভালবাসত সে। বিপদে পড়বে ও, হয়তো চাকরি হারাবে—কিংবা তার চেয়েও ভয়ানক কিছু—যাকগে।' মিসেস গালা মিইয়ে পড়ল। তাকাল মেয়ের দিকে। তারপর রানাকে দেখল। বলল, 'ওর সাথে কোন মেয়ে ঘর করতে পারে না।'

রানা আশা করে চুপ থাকল। কিন্তু পারিবারিক ঘটনা বলা শেষ করেছে মিসেস গালা। রানা বলল, 'মিসেস গালা, তুমি এখানে কি করছ বা তোমার স্বামীর কি হবে, তা আমি জানতে চাই না। তবে একটা কথা। তোমাকে সবাই চিনেছে। তাদের হাত ফসকে তুমি যেতে পারছ না। আগে বা পরে ভুল তুমি একটা করে বসবে।

তখন তোমার রেহাই নেই। সেই বিপজ্জনক সময়টায় জুনো কাছে থাকুক এই কি তুমি চাও?'

কঠিন চোখে তাকাল মিসেস গালা, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি আমি। আর কি বক্তব্য আছে তোমার? আমার স্বামী জোর করে জুনোকে কেড়ে নিয়ে যেতে বলেছে—আমি জানি এবার তুমি একথাই বলবে।'

'তুমি নিয়মিত টি. ভি. সিরিজ দেখো। কিডন্যাপিং দেখে তোমার ধারণা এ রকমই হবার কথা। কিন্তু, না। আমি তা বলছি না।'

'তাহলে কি করার ইচ্ছা তোমার?'

রানা বলল, 'প্রথমে অনুরোধ করছি জুনোকে আমার সাথে যেতে দিতে। ওকে যেতে দাও, মিসেস গালা। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলো। ওর ভাল-মন্দের উপর নজর রাখব আমি। প্রতিজ্ঞা করছি। আগামী কাল রাতের মধ্যে পৌঁছে দেব ওকে হোয়াইট ফল্‌সে। দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এই একই অনুরোধ করব আমি।'

'যদি প্রত্যাখ্যান করি? তারপর কি করবে?' ওর কণ্ঠস্বর রূঢ়।

রানা বলল, 'কালো একটা ফোক্সওয়াগেন চালাচ্ছি আমি। সঙ্গে রয়েছে হালকা সবুজ রঙের তাঁবু। বেশি বড় নয়। রাতে বা দিনে, যেখানে যখন ইচ্ছা কথা বলতে চাইলে—তোমাদের দু'জনার যে-কোন একজন—আশপাশে পাবে আমাকে। আমার কথা শুনলে তো, জুনো?' রানা ঘুরল জুনোর দিকে, 'যখনই তুমি বাড়ি ফিরতে চাও—কাপড় বা টাকার কথা ভেব না—আমার কাছে চলে আসবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাস্তায় গিয়ে উঠব আমরা। মহম্মদ এ. রাজা। নামটা শুধু ভুলো না। ওকে?'

নিখুঁত নীরবতা ট্রেইলারের ভিতর।

তারপর জুনো উঠে দাঁড়াল। রানার চোখে চোখ ওর। এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে রইল রানা। সোজা এগিয়ে এসে একটু পাশ কাটল জুনো। সোজা মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে দুটো হাত উঠল উপর দিকে। মিসেস গালার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকাল ও। মা তাকাল। চোখে আত্মবিশ্বাস আর কঠোরতা, 'দেখলে তো?'

'বেশ,' রানা দরজার দিকে এগোল, 'কিন্তু আমি পাশেই থাকব অপেক্ষায়! পরাজয় তোমাকে স্বীকার করতেই হবে একসময়।'

ব্র্যানডন। মোসহেড লজ। যথাযথ মোটেলের আকৃতি। তবে পুরানো অনাধুনিক আর্কিটেকচার। গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে কয়েকটা ব্লক পর দাঁড় করাল রানা। পায়ে হেঁটে ফিরে এল ও। মারিয়ার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। চিহ্নিত হবার কোন মানে হয় না।

দূর থেকেই ইউনিট নাম্বার দেখা গেল। ফোরটিন। বিরাট দরজা। সুইমিং পুলের দিকে মুখ। অদূরে পার্ক করা গত বছরের একটি V-8 এঞ্জিনের ফোর্ড।

অলসভাবে সুইমিং পুলের চারধারে হেঁটে বেড়াচ্ছে রানা। মিথ্যে বলা শুরু হবে দু'জনার দেখা হলেই, ভাবছে রানা। দু'জন দু'প্রান্তের মানুষ। ডকুমেন্টগুলো নিরাপদে পাঠাবার তদ্বির করার জন্যে রানা। উদ্ধার করার জন্যে মারিয়া। আরও

একটা সমস্যা। গ্রেগরি হত্যা রহস্য। কিন্তু রানার মাথা-ব্যথা নেই সে ব্যাপারে।

চোদ্দ নম্বরের কাছ দিয়ে হাঁটার সময় রানা আন্দাজ করল কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। কিন্তু দাঁড়াল না ও। চোদ্দ নম্বরের দরজায় নব ঘুরছে। ভিতরে কেউ আছে। এগিয়ে চলল রানা। হাজারো প্রশ্ন মনে। ঘুরছিল কেন নব? দরজা খুলল না কেন?-পায়ে পায়ে খোলা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। টাকা বের করল পকেট থেকে।

চুমুক দিল রানা গ্লাসে। মারিয়ার দরজা বন্ধ হয়েই রয়েছে। খালি গ্লাসটা হাতে করে পা বাড়াল রানা। মারিয়ার রুমের হাত দশেক দূরে দাঁড়াল। ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলল কাগজের গ্লাসটা। সিগারেট ধরাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলল গ্লাসের পাশে। কোন সাড়া-শব্দ কানে আসছে না বন্ধ দরজার ভিতর থেকে। ফিরে এল রানা। ডেস্কের যুবতীটি হাসল। পানীয় ভর্তি দ্বিতীয় গ্লাসটা কাউন্টারে না রেখে তুলে ধরল রানার মুখের কাছে। রানা চুমুক দিয়ে হাতে নিল গ্লাস। রানার ঘাড়ে হাত রেখে চুমো খাবার মত শব্দ করল স্বর্ণকেশী। মিষ্টি শব্দটা ফিরিয়ে দিয়ে গাল টেনে দিল রানা। পা বাড়াল ও। মারিয়ার রুম ছাড়িয়ে অফিস-রুমে ঢুকল ও। একটা ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে চোখ রাখল আনমনে।

বড় জানালাটার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল লোকটা। দেখতে পাচ্ছে রানা। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না।

মোটেলের যে-কোন ইউনিট থেকে বেরোতে পারে ও। কিন্তু একজন লোকের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। লম্বায় পাঁচ ফুট এগারো। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবক। কালো চুল। ঢেউ খেলানো। বড় কপাল। টিকালো নাক। নাকের উপত্যকায় তিলটা লক্ষ করেছে রানা। রানাকে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে একটা জিনিস নেই। গোঁফ। পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্ত গোঁফ লোকটার। কিন্তু গোঁফ গজাতে কতক্ষণ!

ম্যাগাজিনটা চোখের সামনে রানার। আড়চোখে লোকটাকে চলে যেতে দেখছে ও। লোকটা ঘুরে তাকালে দেখতে পাবে না রানাকে। কিন্তু রানা জানে লোকটা মাহলার হলে ঘুরে তাকাবে না একবারও। চৌকশ লোক। ট্রেনিং দিয়েই ওকে পাঠানো হয়েছে।

পার্ক করা একটা গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বড় একটা মার্সিডিজ সিডান। নাম্বার প্লেট ক্যালিফোর্নিয়ার। দামী গাড়িটায় চড়ে বসে অদৃশ্য হলো সে। অনুসরণ করল না রানা। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর হিসেবে মাহলারকে চেনে না রানা। অনুসরণ করা তৃতীয় পক্ষের সন্দেহের কারণ হবে।

প্রচুর সময় দিল রানা। মাহলার এখন বহুদূরে।

কোন উত্তর এল না ভিতর থেকে। নক করল না রানা আর। পকেট থেকে প্লাস্টিকের টুকরোটা বের করল ও। তাকাল দু'দিকে। রেস্টুরেন্টের যুবতীকে দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। মদ ঢালছে গ্লাসে। কেউ দেখছে না রানাকে। দরজা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। গা দিয়ে ঢেকে ফেলল তালাটা। প্রথমবার এভাবে তালা খুলে রুমের ভিতর নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর দেখেছিল ও। এবার কি দেখবে?

পানির মত সহজ কাজ। খুলে গেল তালা। কবাট দুটো ঠেলে সরিয়ে দিল

রানা। ঢোকবার সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করল ও। রিভলভারটা নেই সাথে। ফোক্সওয়াগেনেও পাবে না কেউ। অথচ গাড়িতেই আছে। ওটা পেতে হলে টুকরো টুকরো করতে হবে গোটা গাড়িটাকে। বিদেশ-বিভুঁই বলে প্রকাশ্যে সাথে রাখা রিস্কি। মিসেস গালার ট্রাক এবং হাউস ট্রেইলার অনুসরণ করে আসার সময় অসংখ্য পুলিস দেখেছে রানা ট্র্যান্স-কানাডা হাইওয়েতে। আগে থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল ও।

কিছুই ঘটল না। দরজা বন্ধ করল রানা। ক্লজিট আর বাথরূম রুটিন অনুযায়ী চেক করল। তারপর ছোরাটা বন্ধ করল। ফিরে এল বিছানার কাছে। মারিয়া শুয়ে রয়েছে। মৃত।

রানা আশা করেনি। কিন্তু মাহলারকে দেখবার পর অবাকও হলো না। ধন্যবাদ জানাল ও। না, মাহলারকে নয়। নিজের ভাগ্যকে। অ্যাসিড জব নয় বলে। নিষ্ঠুরতা অবশ্যই, কিন্তু জঘন্য বা হীন মনোবৃত্তির পরিচয় নেই কোথাও। শান্তিময় মৃত্যু। কপালের পাশে ছোট একটা ফুটো। রগের উপর। ·২৫ বোরের কৃতিত্ব। পিস্তলটা মারিয়ার হাতে।

সেজেছিল মারিয়া। সম্ভবত রানার জন্যে। বিছানার পাশে কার্পেটের উপর একজোড়া জুতো। মারিয়ার চোখ দুটো বোজা। মাহলার সতর্কভাবে সাজিয়েছে। খাটের পাশের টেবিলে পোর্টেবল টাইপ রাইটারটা। রানা ওটাই খুঁজছিল। মেশিনটার উপর টাইপ করা সাদা কাগজ। লেখা: আমি দুঃখিত। এটা হয়তো পাগলামি হচ্ছে। তবু আমাকে শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র আমারই আছে। গুডবাই।

টেবিলের উপর একটা বোতল। ছিপি নেই। লেবেলের লেখাটা পরিষ্কার পড়া যায়: Acid Sulfuric Conc, U. S. P. বোতলের পাশেই একটি হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। পুলিস কি ভাববে? অপরাধ বোধ বইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ভিনসেন্ট মারিয়া, সব প্রমাণ চোখের সামনে রেখে গিয়ে। রানার মনেও প্রশ্ন জাগল। গ্রেগরির খুনি বলে মারিয়াকে সন্দেহ করেছিল রানাও।

পকেট থেকে গ্লাভটা বের করল রানা। মারিয়ার ডান হাতে খাপ খায় কিনা দেখল। খায়। তবে কি মারিয়াই খুন করেছিল গ্রেগরিকে? ষড়যন্ত্র হতে পারে। মারিয়ার হাতের মাপের গ্লাভ ফেলে যেতে পারে মিসেস গালা গ্রেগরির রূমে। কিংবা মিসেস গালার হাতেও এই গ্লাভ খাপ খাবে হয়তো। ভুলক্রমে ফেলে গিয়েছিল সে। ভুলটা শোধরানো দরকার মনে করে মারিয়ার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে মাহলারকে। মাহলার প্রথম খুন চাপা দেবার জন্যে দ্বিতীয় খুন করল। সম্ভব?

চিন্তার মোড় ঘোরাল রানা। মিসেস গালা বা মাহলার কেউই জানত না গ্লাভটা রানার কাছে আছে। ওরা যদি জানত তাহলে হয়তো মারিয়া মরত না। রানার অপেক্ষায় দরজা খুলে রাখলেও মরত না সে। রানার মনে পড়ল কথাটা। মারিয়াকে দরজার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল ও। ঠাট্টাচ্ছলে। কে জানত ঠাট্টাই এমন রূঢ় বাস্তব রূপ নেবে?

ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সব অপরাধের জন্যেই নিজেকে দায়ী করা যায়, ভাবল

রানা।

দরজার দিকে পা বাড়াল। ফোনটা অসময়ে বেজে উঠল। ইতস্তত করল রানা। কে ফোন করছে জানতে পারলে কাজ দিতে পারে। ফিরে এল তেপয়ের কাছে ও। রিসিভার তুলতেই অপর প্রান্ত থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল, 'মারিয়া? আজ রাতে তুমি মহম্মদ এ. রাজা নামে যে-লোকটার সাথে দেখা করছ তার সম্পর্কে ডেনভার থেকে তথ্য পেয়েছি আমরা। মিথ্যে বলেনি লোকটা। ও একজন সত্যিকার অনেস্ট-টু-গড প্রাইভেট আই···মারিয়া? কে ফোন তুলেছে?'

কিরনান আর গিলফো মারিয়ার কাছে শুনেছে রানার আজ রাতে আসার কথা। কল্পনা করার সুযোগ দিয়ে ফোন ছেড়ে দিতে চাইল রানা। কলভিনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। ওরা তিনজন এক সাথে কাজ করছে। কিন্তু রহস্য সৃষ্টি করাটা ঠিক হবে না। রানা সিদ্ধান্ত নিল, বিরক্ত করবে তাহলে ওরা।

'মহম্মদ এ. রাজা বলছি। তুমি যদি কিরনান হয়ে থাকো তাহলে চলে এসো সিধে এখানে। সাথে একটা কফিন আনতে ভুলো না। কবর দিতে হবে একজনকে। আমার সাথে দেখা করতে চাও? ক্যাম্পগ্রাউন্ডের আশেপাশে পাবে আমাকে।'

'শোনো, যেখানে আছ সেখানেই থাকো···।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। বিছানার উপর চোখ পড়ল। কথা বলার কেউ নেই। বিদায় অভিবাদন গ্রহণ করে না কোন লাশ। বেরিয়ে পড়ল রানা।

পাঁচ

বেরিয়ে এল রানা। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী সূর্যের গোলাপী আভা। গাড়িতে উঠল। ফিলিং স্টেশনে গাড়িটা থামল ওর তিন মিনিটের মধ্যে। অ্যাটেনডেন্ট গাড়িতে গ্যাস ভরার ফাঁকে রেস্ট-রুমে ঢুকে পড়ল রানা। দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। পকেট থেকে বের করল গ্লাভ আর ছোরাটা। ওর প্রাইভেট মার্ডার কুটা কেটে টুকরো টুকরো করল ও। জানালা দিয়ে ফেলে দিল টুকরোগুলো পিছন দিকের ঝোপে।

গ্লাভটা মিসেস গালার। রানার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। তা না হলে মাহলার আর কাকে কাভার করতে চায়? গ্লাভটা সঙ্গে রাখা রিস্কি। মাসুদ রানা বা মহম্মদ এ. রাজা হিসেবে—কোনভাবেই কোন উপকারে আসবে না ওটা। কাজে লাগাতে গেলে মিসেস গালা জেলে ঢুকবে। রানার কর্তব্য মিসেস গালাকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখা। একজন কেন, দশজনকে খুন করলেও কিছু করবার নেই।

ক্যাম্পগ্রাউন্ড।

শেষ প্রান্ত অবধি গাড়ি নিয়ে গেল রানা। আশা করছিল ও। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক গিলফোকে চোখে পড়ল না। আবছা অন্ধকার জমছে ইতোমধ্যেই ঝোপ ঝাড়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু কিরনানের প্রকৃতি অস্থির। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না লোকটা। গাড়ি থেকে নামার আগেই দেখতে পেল ওকে রানা।

গ্যাসোলিনের লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে গাড়ির লাইট অফ করল রানা। তাঁবুটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ল।

রানা গাড়ি থেকে বেরোতেই গিলফোকে দেখা গেল। রিভলভার হাতে এল ও গাছের আড়াল থেকে। নিরীহভাবে ঘুরে তাকাল রানা। মাথার উপর হাত তুলল। কিরনানও এল। দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। ঘুসিটা সজোরে লাগল রানার চোয়ালে।

মাটিতে পড়ল রানা ছিটকে। এক ঘুসির আঘাতে কখনও মাটিতে আছাড় খায়নি ও। এই ঘুসিটার আঘাতেও মাটিতে পড়েনি ও। আছাড় খেয়েছে স্বেচ্ছায়। কমের উপর দিয়ে মারামারির পালাটা চুকিয়ে ফেলতে চায় ও।

'তুই ব্যাটাই খুন করেছিস,' কিরনানকে রানা এক ইঞ্চিও তাড়া করে নিয়ে যায়নি, তবু হাঁপাচ্ছে লোকটা হাপরের মত, 'ব্যাটা পরগাছা, খুন করেছিস। বল সত্যি কথা!' লাথিটা আসতে দেখল রানা। প্রচুর সময় পেল ও। কায়দা করে মারতে চেয়েছিল কিরনান। মাথাটা উঁচু করল রানা একটু। সেই মুহূর্তে কিরনান কি ভাবল কে জানে। লাথিটা দিচ্ছিল মাথা লক্ষ্য করেই। পিছন দিক থেকে। রানা রিস্ক নিল না। এক লাথি খেলে দেহটা এতিম হয়ে যাবে। রানা ধরে ফেলল দু'হাত দিয়ে কিরনানের জুতোসুদ্ধ ডান পা-টা। মোচড় দিয়ে নিজের গোটা শরীর উপুড় করল। ককিয়ে উঠল কিরনান। মুচড়ে ধরেছে পা-টা রানা। 'বাপরে, গেলাম রে' করে কিরনান মাত্ করছে চারদিক আমেরিকান আঞ্চলিক ভাষায়। শেষ মোচড়টা দিয়ে ধাক্কা দিল রানা। ছিটকে পড়ল কিরনান। মাথাটা ঢুকে গেল ঝোপের মধ্যে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই পকেটে হাত ভরল রানা। গুলি করল না গিলফো। ছোরাটা চলে এল রানার হাতে। গিলফোর চোখের সামনে ছোরা-নাচাতে নাচাতে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'খামোশ থাকতে বলো ওকে, বুঝেছ, গর্দভ? নয়তো কেটে আলাদা করে দেব একটা পা।'

'টেক ইট ইজি,' গিলফো বলে উঠল, 'শান্ত হও, মি. রাজা।'

'জাহান্নামে যাও, বুদ্ধু কাঁহিকে!' গাল দিল রানা। এগিয়ে আসছে কিরনান। গিলফো বাধা দিল হাত নেড়ে। স্বভাব বিরুদ্ধ অভিনয় করে চলল রানা। গিলফোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তড়পাচ্ছে ও, 'সাহস থাকে তো আসতে বলো, হয়ে যাক এক চোট্। ল্যাঙড়া করে না দিয়েছি তো আমার নাম রাজা নয়। আর তুমি, মিয়া, জেবে ভরে রাখো তোমার পিস্তল। এই পাবলিক ক্যাম্পগ্রাউন্ডে ওসব দিয়ে চালাকি খাটে না। গুলি করো, ক্যানাডার প্রতিটা পুলিস জেরা করবে, মজাটা টের পাবে তখন। কই, কিরনানউদ্দিন, এসো। আহা, খোঁড়াচ্ছ বুঝি!'

গিলফো অস্বস্তি বোধ করছে। বলল, 'বড় বেশি বকো তুমি। কাজে তো প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ, দম্ভটা বেশি কেন?'

রানা বলে উঠল, 'আর ঠাট দেখিয়ো না। তোমরাও তো নেহাত কাউন্টার স্পাই, এত ভড়ং দেখাতে চাও কেন?'

'আমরা কি তা তুমি জানলে কেমন করে? নামটা জানলে কোথা থেকে কিরনানের?'

'তোমার বোয়াল মাছের মত মুখ থেকেই শুনেছি। গতরাতে, মনে নেই?

বৃষ্টিতে, ঝোপের মাঝখানে? কিরনানের নাম শোনোনি তুমি?'

গিলফো ভুরু কোঁচকাল, 'তুমি ছিলে সেখানে?'

'সশরীরে ছিলাম।'

'বাকি কথা জানলে কোথা থেকে শুনি?'

'কাজ নিয়ে আসার সময় আমাকে জানানো হয়েছে। এই কেসে গভর্নমেন্ট ইন্টারেস্টেড। তাছাড়া মারিয়ার কাছ থেকে জেনেছি গতরাতে। সে কাজ করছিল ইউ. এস. সরকারের। তোমরাও। কি, পকেটে ভরলে না পিস্তল?'

'তুমি খুন করেছ ওকে।'

সাথে সাথে উত্তর দিল না রানা। কিরনান আর একবার চেষ্টা করল। গিলফো হাত নেড়ে বাধা দিল আবার। ছোরাটা ভাঁজ করে পকেটে ভরল রানা। রোষ কষায়িত চোখে তাকাল গিলফোর দিকে, 'কি বলতে চাও?'

'আমার পার্টনার একবার বলেছে। আমিও। তুমি খুন করেছ।'

'পুরানো প্যাঁচ অচল। খাটবে না। জোর করে দোষ ঘাড়ে চাপাতে চাও? ভেবেছ কাত হয়ে যাব তাতে? পালাব? সহ্য হচ্ছে না আর কাউকে আশপাশে, তাই না? ওসব ধারণা ঝেড়ে ব্রেন খালি করে ফেলো। বুদ্ধিমানের মত কথা বলো, আমি আছি সাথে। দরকার হলে জোগান দেব বুদ্ধি। মারিয়া নিজেই খুন হয়েছে। তুমিও জানো—আমিও। ওই বুদ্ধুও জানে। পিস্তলটা ওরই ছিল।' ওদের নীরবতার মানে করল রানা, হ্যাঁ, 'ও, কে, তাহলে প্রশ্নটা কি? একমাত্র জিজ্ঞাস্য আমার: তোমরা আমাকে ফাঁসাতে চাও, না চাও না?'

'তোমাকে ফাঁসিয়ে আমাদের লাভ কি?' গিলফো একাই কথা বলছে। কিরনান পাঁয়তারা করছে বদলা নেবার। ঘামে চিকচিক করছে কামানো মাথা। রানা বলল, 'ইনকাম ট্যাক্সের লোক, ট্রেজারীর লোক, জি-ম্যান, তোমরা—কি কারণে কি করো কেউ জানে না। ভাল মনে করে তোমরাই হয়তো ওকে সরিয়ে ফেলেছ, দোষ চাপাচ্ছ এখন আমার ঘাড়ে।'

কিরনান 'ওরে বাপরে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। পাগলের মত মাথা নাড়ছে। লাফাচ্ছে ছটফট করে। না, পিঁপড়ে কামড়ায়নি ওকে। রানার স্পর্ধা দেখে সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছে ওর। সেই জ্বালাতেই চেঁচাচ্ছে ও, 'ওরে বাপরে—এ যে ন্যাকা! ওর কথা শুনছিস কেন, গিলফো? ছেড়ে দে আমার হাতে, স্বীকার করাচ্ছি বাপ বাপ করে। মারিয়া—অসম্ভব! আত্মহত্যা করতে পারে না মারিয়া। গ্রীনকে—না, সে-ও অসম্ভব। ওভাবে অ্যাসিড ব্যবহার করতে পারে না মারিয়া।' কিরনান ঝাঁপিয়ে পড়ল। রানা জানত। তৈরি হয়েই ছিল ও। সরে গেল বিদ্যুৎ বেগে। ডাইভ দিয়ে পড়ল কিরনান। মাটির সাথে কোলাকুলি করছে এখন।

'তুই ব্যাটাই খুন করেছিস!' কিরনান যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে বলে উঠল। বুকে লেগেছে ওর। রানা কিরনানের দিকে আঙুলের ইঙ্গিত করে গিলফোর দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল নিরাশ ভঙ্গিতে। ভাবটা যেন, দেখো নিজেকে কেমন কষ্ট দিচ্ছে বেচারা।

কিরনান হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল, 'তুই ছাড়া আর কেউ ওকে…'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'আমি খুন করেছি মারিয়াকে। তারপর ফোন করে তোমাদেরকে নিজের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছি। যাতে আমাকে চিনতে পারো।'

'হয়তো একটা চাল তোমার ওটা,' কিরনান বলল, 'স্মার্টনেস দেখিয়ে ধোঁকা দেবার চেষ্টা। আর কেউ নেই তুমি ছাড়া। মোটেলের ধারেকাছে একবারও আসেনি মিসেস গালা। শহরে সে যতক্ষণ ছিল আমি তাকে চোখে চোখে রেখেছি।'

সাথে সাথে জানতে চাইল রানা, 'শহরে তাহলে গিয়েছিল ও?'

'হ্যাঁ, মেয়েটা ডিনার তৈরি করছিল, মা গিয়েছিল ট্রাকে গ্যাস ভরতে। কিন্তু...' কিরনান থামল।

'একমিনিটের জন্যেও চোখের আড়ালে যায়নি ও?' কিরনানের ইতস্তত ভাবটা অর্থবহ হয়ে উঠল রানার কাছে, 'গ্যাস স্টেশনে রেস্টরুম থাকেই। ভিতরে ঢোকেনি ও?' ঘন ঘন চোখের পাপড়ি পড়া দেখে রানা বুঝল দিক্‌ভ্রান্ত হয়নি ও, 'রেস্টরুমে বেশ খানিকটা সময় কাটায়নি?' কাটিয়েছে। রানা বুঝল পরিষ্কার। কিরনান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে বর্তমান প্রসঙ্গে।

রানা অবাক হচ্ছিল। অনেক আগে থেকেই। মিসেস গালা দেখা করছে কিভাবে মাহলারের সাথে? উত্তরটা পেয়ে গেছে রানা। এ অঞ্চলের গ্যাস স্টেশনগুলো বিল্ডিংয়ের কর্নারে। রেস্টরুমে ঢোকা যায় দু'দিক থেকে। আগে থেকেই নির্দিষ্ট গ্যাস স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করার কথা ছিল ওদের।

কিরনানের দিকে মনোযোগ দিল রানা। কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বয়স কম। বাইশ পেরোয়নি সম্ভবত। রানাকে হাসতে দেখে কিরনান দম বন্ধ করে বলে উঠল, 'মানে, আসলে রেস্টরুমে উঁকি মেরে দেখিনি আমি। কিন্তু, গিলফো, ও পিছনের দরজা দিয়ে কেটে পড়ে আবার ফিরে আসতে পারে না—অসম্ভব। গ্যাস স্টেশনটা মোটেল থেকে কয়েক মাইল দূরে—অত সময় পাবে কেমন করে...।' থেমে গেল কিরনান।

'তোমার চোখের আড়াল হয়নি? তাহলে মাইলের কথা ওঠে কেন? আসলে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছ। মিসেস গালাকে তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে। সেই ফাঁকে সে...'

গিলফো বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি তাহলে মিসেস গালাকে খুনি বলতে চাইছ? কিন্তু খানিক আগে ব্যাপারটাকে সুইসাইড...'

রানা বলে উঠল, 'এখনও তাই বলছি। খুন বলছে তোমার ছেলেমানুষ পার্টনার। আমি শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছি। এটা যদি খুন হয় তাহলে সন্দেহের মধ্যে আমাকে একা ফেলা যায় না।'

আরও চলল ঠাণ্ডা যুদ্ধ। কিরনান বিশ্বাস করল না রানাকে। আর গিলফোর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই, রানা বুঝতে পারল। সঙ্গীকে অকাজের কাজ করার সুযোগ দিয়ে বেকায়দায় পড়েছে সে। বলল, 'এই কেসে কোন প্রাইভেট এজেন্সিকে বরদাস্ত করতে চাই না আমরা। তবে তুমি যখন এতদূর এসেই পড়েছ...'

'ধন্যবাদ। তোমরা বরদাস্ত করো আর না করো—আমি আছি,' রানা বলল, 'দূরে দূরে থাকবে আমার গায়ের কাছ থেকে—তোমরা দু'জনাই। তোমাদের পেছনে সময় নষ্ট করা ছাড়াও কাজ আছে আমার। যদি কিছু জানতে পারি, দেখা করার চেষ্টা করব আমি।'

'সে দেখব আমরা। চলো, কিরনান।'

রানা দেখল অন্ধকারে দু'টি মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। মাহলারের গন্ধ লুকিয়ে রাখতে পেরেছে রানা। ওদের নাকে ঢুকতে দেয়নি। অন্তত আপাতত সামলানো গেছে।

খেয়ে নিল রানা। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

সিলভার ট্রেইলারে আলো জ্বলছিল। নক করল রানা। কোন উত্তর এল না। আবার নক করল রানা। জুনো দরজা খুলে মাথা বের করল খানিক পর। রানা বলল, 'তোমার মা'র সাথে কথা বলব।' রানা অবাক হলো। জুনো ভয় পেয়েছে। না, রানাকে দেখে নয়। মুখের চেহারা থমথমে। ইতস্তত করল ও। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'সেই ভদ্রলোক। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তোমার সাথে কথা বলতে চায়, মামি।'

রানা বলল, 'ওকে বলো ব্যাপারটা একটা খুন সম্পর্কে।' নীরবতা ফিরে এল আবার। জুনো সরে গেছে। ভিতরে শব্দ হলো। মিসেস গালা মাথা গলিয়ে দিলেন দরজা সামান্য একটু ফাঁক করে, 'কিসের খুন-খারাবি আবার, মি. রাজা?'

'ভিতরে ডাকবেন না আমাকে?'

মিসেস গালা ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে গেল। যেন নির্দেশ চায়। কিন্তু রোধ করল ইচ্ছাটা। বলল, 'কি চাও তুমি?'

রানা পরিষ্কার বুঝল—ভিতরে আছে কেউ। লোকটার পরিচয় সম্পর্কে রানার অনুমান সত্যি হলে ব্যাপারটা এখানেই ইতি করা দরকার। কিরনান আর গিলফো হয়তো কোথাও থেকে লক্ষ করছে ওদেরকে। হাসল রানা হালকাভাবে হাত নেড়ে, 'ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি। গ্রীনের ব্যাপারে শেষ খবরটা শুনেছ তুমি? ও খুনই হয়েছে, যেমন আমি বলেছিলাম। যে মেয়েটি করেছিল কাণ্ডটা সে-ও খতম। ব্র্যানডনে সুইসাইড করেছে সে। খবরটা পেয়ে তুমি স্বস্তি পাবে মনে করেছিলাম, তাই।'

'তোমার অমন মনে করার কারণ কি জানি না আমি।'

'গুডনাইট, মিসেস।' ইতি করল রানা। ঘুরে দাঁড়াতেই ট্রেইলারের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল ও। আশ্চর্য হয়েছে রানা। মাহলার এতটা বোকা? ট্রেইলারে কেন লুকিয়েছে সে?

কর্তব্য দেখতে পেল সামনে রানা। সকালবেলা কারও চোখে পড়বার আগেই মাহলারকে সরে যাবার সুযোগ করে দিতে হবে।

ঘুম থেকে উঠল রানা ভোর চারটেয়। কিন্তু তৎপরতা দেখল না ও মিসেস গালার

ট্রাক বা হাউস ট্রেইলারে। সাতটা অবধি অপেক্ষা করল রানা। মিসেস গালাকে দেখা গেল। মুখ ধুয়ে ভিতরে চলে গেল আবার। সাত মিনিট পর ট্রাকে এসে বসল। ছেড়ে দিল ট্রাক।

ট্রেইলারের পিছু পিছু গাড়ি করে উন্মুক্ত হাইওয়েতে পৌঁছুল রানা। আজ কোন অসুবিধে হচ্ছে না। মিসেস গালা ওভারটেক করছে না। ঘাড় বের করে ঘন ঘন দেখছে আজ রানাকে। ধীরেসুস্থে চালাচ্ছে ও। যেন সিলভার ট্রেইলারের ভিতর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

মানিটোবা প্রদেশে ঢুকে পড়ল ওরা। সাসকাচিওয়ানের বনভূমি বিস্তারিত হয়েছে এদিকেও। প্রেইরি অঞ্চল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। হাইওয়ের ধার ঘেঁষে যাচ্ছে মিসেস গালা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। রানা পাশ কেটে এগিয়ে চলল। কর্নারটার আড়ালে গিয়ে থামবার ইচ্ছা। কিন্তু জলাঞ্জলি দিতে হলো ইচ্ছেটাকে। কর্নারের পর ব্যারিকেড। একদল পুলিস। মাউন্ট গার্ড। ফোক্সওয়াগেনের ভিতর উঁকি মেরে হাত নাড়ল ঘোড়সওয়ার। একবার তাকিয়েও দেখল না রানাকে। কিন্তু গাড়ি ছাড়ল না রানা সাথে সাথে। কৌতূহলী হয়ে মুখ বের করল ও বাইরে। বলল, 'কি ব্যাপার? জেল-ভাঙা কয়েদী দু'জনকে পাওয়া যায়নি বুঝি? দক্ষিণ দিকে গভীর জঙ্গল থাকতে খোলা হাইওয়েতে ওরা আসবে বলে মনে হয় না।'

'ওদের একজন স্থানীয় লোক, স্যার। আমাদের ধারণা কেউ হয়তো দু'একদিনের জন্যে লুকিয়ে থাকতে দিয়েছে ওদেরকে। গতরাতে ওদেরকে দেখা গেছে ব্র্যানডনে। রিপোর্ট পেয়েছি আমরা।'

'আচ্ছা!' রানা বলল, 'তাহলে তো বাছাধনেরা ফাঁদে পড়বেই।'

'ইয়েস, স্যার।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। দ্রুত চিন্তার স্রোত বইছে মাথার ভিতর। মিসেস গালার কিছু একটা হয়েছে। গতরাতে এবং আজ সকালে ওর ব্যবহার স্বাভাবিক ঠেকেনি। পরবর্তী মোড়ে গাড়ি থামাল রানা। বিনকিউলারটা সাথে নিল। গাড়ি থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে জঙ্গলের ভিতর ঢুকল রানা। রোড-ব্লকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ট্রাকে মিসেস গালা একা। দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক আর হাউস ট্রেইলার। ঘোড়সওয়ার উঁকি মেরে দেখছে ট্রেইলারের জানালা দিয়ে। সিধে হলো লোকটা। সন্তুষ্ট। দু'জন পুলিস ট্রেইলারের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। বেরিয়ে এল খানিক পর। ঘোড়সওয়ার হাত নাড়ল। ছেড়ে দিল ট্রাক। বিনকিউলার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। মিসেস গালা পাশ দিয়ে চলে গেল ড্রাইভ করে। ফোক্সওয়াগেনের কাছে ফিরে দেখল মিসেস গালা অপেক্ষা করছে গাড়ি থামিয়ে। পিকআপের উপরে বসে আছে ও। স্টিয়ারিং-এর উপর নুয়ে পড়েছে মাথাটা। দু'হাতে মুখ ঢাকা।

জানালার কাছে দাঁড়াল রানা। টের পেয়ে মাথা তুলল মিসেস গালা। ঠিক কাঁদছিল না ও। চোখ দুটো শুকনো। কিন্তু করুণ দৃষ্টি। দৃষ্টির ভাষায় অসহায় মিনতি।

কথা বলল প্রথম রানা, 'ভিতর ভিতর চলছে কি, মিসেস? মেয়েটা কোথায়? জুনো?'

উত্তর নেই। মিসেস গালা শুধু দেখছে পরিস্থিতিটা কতটুকু খারাপ। ভাবছে ও, সব কথা রানাকে বলা যায় কিনা। শ্রাগ করল রানা। ট্রেইলারের দরজার সামনে চলে এল ও। নক না করে ঠেলা দিয়ে খুলল সেটা। ঢুকল ভিতরে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখল ট্রেইলারটা খালি। কেউ নেই। ক্লজিট পরীক্ষা করল রানা। কেউ নেই। ড্রয়ার নিয়ে পড়ল এবার। বাজে কমিক বুকস্, কাপড়-চোপড়। আর কিছু না। তোষকের তলা দেখল। মেয়ের বয়স পনেরো কিন্তু খেলার সরঞ্জাম কম বয়সীদের। খেলনা পিস্তল প্লাস্টিকের। লুডু। ছোট ছোট রবারের পুতুল। বিছানার পাশে মিনিয়েচার ড্রেসারে দ্রুত হাত লাগাল রানা। কি খুঁজছে সে সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই নিজেরই। বাইরে পদশব্দ। শেষ ড্রয়ারটা খুলল রানা। পেয়ে গেল ও। মনে পড়ল এটাই খুঁজছিল ও। একটা গ্লাভ। একজোড়া নয়। অপরটি পাওয়া যাবে না জানে রানা। গ্রেগরির রুমে ফেলে এসেছিল সেটা মিসেস গালা। কেটে টুকরো টুকরো করেছে রানা সেটাকে। জুনোর হাতের নয়। বড় অনেক। মিসেস গালার হাতের। গ্লাভটা রেখে দিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিল। ভিতরে ঢুকল মিসেস গালা, 'জুনোকে খুঁজছ নাকি? পাবে না।'

'জুনোকে ছাড়া আর কাকে খুঁজব বলে মনে করো? হয় জুনো, নয় কোথায় সে আছে সে সম্পর্কে কোন ক্লু। ডিটেকটিভরা সবসময় ক্লু খোঁজে।'

থমথম করছে মিসেস গালার মুখ। বলল, 'বলব? বিশ্বাস করবে তুমি? না, তুমি সে-কথা বিশ্বাস করবে না।'

ট্রাই মি।'

'জুনো ওদিকে আছে, জঙ্গলের ভিতরে কোথাও।' খোলা দরজা পথে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল মিসেস গালা। ইতস্তত করল একটু, বলল, 'তোমাকে সবার শেষে সাহায্যের জন্যে বলতাম আমি। বাঁচাবার মত কেউ নেই। তুমি ছাড়া। এখন তোমার সাহায্যই আমার একমাত্র সম্বল। ওরা যা বলেছে তা যদি আমি অক্ষরে অক্ষরে না করি…ওরা খুন করবে জুনোকে। তোমার সাথে কথা বলছি আমি ওরা যদি দেখে—তাহলেও খুন হবে মেয়েটা।'

'কারা?'

সরে এল মিসেস গালা। ম্লান মুখ। রানার ইচ্ছে করল ওর মাথায় একটা হাত রাখতে। লম্বা নিঃশ্বাস পড়ল মহিলার। রানার দিকে তাকিয়ে আছে। করুণ হাসি ফুটে উঠল সারা মুখে, 'দুনিয়ার সব বিপদ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। দু'জন কয়েদীর খপ্পরে পড়েছি আমি। হাসছ না কেন তুমি? মজা লাগছে না?'

সন্দেহ করতে শুরু করেছিল রানা। যাক, সুযোগ পাওয়া গেছে। কাজে লাগাতে হবে। এর বিশ্বাস অর্জন করাই কাজ রানার। ওকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবার চেষ্টা করা নয়। মাহলারের উপর ঈর্ষা হলো। এই আশ্চর্য নারীর প্রেম পেয়েছে লোকটা। ভাগ্যবান লোক।

'বলেছিলাম না, বিশ্বাস করবে না তুমি আমাকে।'

রানা বলল, 'বিশ্বাস করার মত কথা নয়। ওরা লুকোবার আর জায়গা পায়নি

বলতে চাও?'

মাথা নেড়ে রানার দিকে তাকিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলল, 'ওদের একজনের গার্ল ফ্রেন্ড আছে ব্র্যানডনে। সেখানেই লুকিয়েছে ওরা। মেয়েটি ট্রেইলার পরীক্ষা করে ওদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল জায়গা বদল করার। পুলিসের ভ্যান থেকে পালাবার প্ল্যান ছিল ওদের। আমাদের সাথে কোন পুরুষ নেই। দুটো মেয়েমানুষকে সামলানো সহজ হবে মনে করে ওরা বেছে নিয়েছিল আমাদের ট্রেইলারটাকে।'

'বলে যাও।'

'সন্ধ্যার পর পরই নক হয় দরজায়। তোমার কথা কিংবা অন্য দু'জন সরকারী লোকের কথা ভেবেছিলাম আমি। পরের ব্যাপারটা ডিটেলস্ মনে করতে চাই না আমি। ছোরা হাতে আমার পাশে এল অল্পবয়েসীটা।' কব্জির কাটাটা দেখাল ও। 'নিষ্ঠুর লোক। আমি তো আর সত্যি সত্যিই হিরোইন নই···তাছাড়া জুনোর কথা ভাবতে হচ্ছিল আমাকে। গতরাতে তোমার যাবার কয়েক মিনিট আগের ব্যাপার। বুঝতে পারলে কেন তোমাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে চাইনি?' একটু কি নরম শোনাল মিসেস গালার গলা? রানা বুঝতে পারল না। চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে রইল রানা, 'তার মানে রাতটা ওরা তোমাদের সাথে কাটায়। কোন ঝামেলা বাড়াবার চেষ্টা করেছিল তোমার ওপর বা জুনোর ওপর?'

'ওভাবে নয়, যেভাবে তুমি ভাবছ,' লাল হলো মহিলা, 'ছোকরাটা তার গার্ল ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করেছিল, বললাম না তোমাকে? আর বুড়োটা হুইস্কির বোতল নিয়েই শান্ত ছিল।'

'বর্ণনা দাও ওদের।'

'বিশ্বাস করছ তুমি?' দ্রুত কণ্ঠ ওর, 'ছোকরাটার বয়স কুড়ির মত। স্লিম। লম্বা। দেখতে সুন্দর। ওর হাতে ছোরা ছিল একটা। মেয়েটি দিয়েছিল ওকে।'

'কত বড়?'

'ছয় ইঞ্চির মত ব্লেড। ছোরা হাতে থাকলে সিংহকেও ভয় পায় না সে, গর্ব করে বলছিল। একজনকে খুন করে ফেলে গিয়েছিল। বুড়োটা পঞ্চাশ বা ষাট পেরিয়েছে। আকণ্ঠ পিপাসা লোকটার। বোতল বোতল হুইস্কি গিলতে পারে। হুইস্কির ব্যাপারে ঝগড়া বাধে ওদের। আর একটু হলেই বুড়োটার মুণ্ডু আলাদা করে ফেলত ছোকরাটা। বুড়োটার হাতের ছোরা আরও বড়। দশ ইঞ্চির মত হবে ব্লেড। খুব ধার।'

'দুটো ছোরা,' রানা বলল, 'ব্যস? নো গানস্?'

'বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথা, মি. রাজা?'

'ফায়ার আর্মস্-এর কথা জানতে চাইছি।'

'নো ফায়ার আর্মস্। ওরা ট্রেইলারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল। সম্ভবত রাইফেল বা পিস্তল পাবে মনে করে।' হাসল মিসেস গালা। তিক্ত হাসি। বলল, 'গভর্নমেন্টের লোকজনও সার্চ করেছে আমার ট্রেইলার।'

'আর তোমার মেয়েকে ওরা শেষ পর্যন্ত সাথে নিয়ে চলে গেল?' রানা টেবিলের উপর তাকিয়ে আছে। একটা চশমা পড়ে রয়েছে। আনমনে সেটা তুলে নিয়ে

চোখের সামনে তুলল রানা। বলল, 'এটা ছাড়া দেখতে পায় জুনো? চশমার পাওয়ার দেখছি খুব বেশি।'

'ওটা পুরানো প্রেসক্রিপশনের,' মিসেস গালা চোখ তুলে বলল, 'নতুনটা আছে ওর সাথে। স্পেয়ার হিসেবে ওটা এনেছিল সঙ্গে।'

'ওকে সঙ্গে না এনে পারতে না? বাড়িতে নিরাপদে থাকত।'

গ্রে-গ্রীন রঙের চোখ জোড়া ছোট হলো মিসেস গালার, 'নিরাপদ? ওর মহান পিতা বিশেষ এক ধরনের লাইট ছাড়া সারা জীবনে আর কিছু দেখেনি, ভাবেনি, বলেনি। কেউ বুঝবে না সে কথা। তাছাড়া কে জানত এমন উটকো বিপদে পড়ব আমরা?'

রানা বলল, 'তবু, কোন নারী স্বামীকে ছেড়ে অন্য একজনের কাছে যাবার সময় সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে যায় না।'

'তুমি মাহলারের কথা জানো,' শ্রাগ করল মহিলা, 'কিন্তু ওকে আমি বলেছি আমাদের দু'জনার ভারই নিতে হবে তাকে। এবার বুঝি তুমি জানতে চাইবে কোথায় দেখা করব আমি তার সাথে?'

'তুমি উত্তর দেবে না আমি জানি।'

'তোমার সে কথায় দরকারও নেই। একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ তুমি। জুনোর ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ। সে-জন্যেই তোমাকে সাহায্য করতে বলছি। মি. রাজা, প্লীজ, সেফলি জুনোকে ওদের হাত থেকে...'

রানা বলে উঠল, 'দুর্বোধ্য মেয়ে তুমি, মিসেস গালা। গভর্নমেন্টের কাজে আমাকে জড়াচ্ছ। যাক, সময় নষ্ট কোরো না। স্বপ্নের কয়েদী দু'জন কি আদেশ করেছে তোমাকে?'

আপত্তি করল মিসেস গালা। বলল, 'স্বপ্নের কয়েদী বলছ কেন? দেখতে চাও শরীরের কোথায় ছোরার নখ দিয়ে আঁচড় কেটেছে?' গলা বদলে বলল, 'ওরা সামনের রাস্তায় দেখা করবে আমার সাথে। পুলিস ব্যারিকেড রচনা করছে বুঝতে পেরে সাড়ে তিনটের দিকে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। ঘুর-পথে সামনের রাস্তায় চলে এসেছে ওরা হয়তো এতক্ষণে। সামনের রাস্তা মানে হাইওয়ে নয়। হাইওয়ের বাঁ দিকের সরু রোড দিয়ে বেশ খানিকটা যেতে হবে আমাকে। একটা লেক পাব। সেখানে থাকবে ওরা। বা সময় হলে পৌঁছুবে এক সময়। যদি ওরা আমাকে না দেখতে পায়, আর যদি পুলিসের খবর দিই...' ও থামল।

রানা বলল, 'জানি। ওরা তাহলে জুনোকে খুন করবে। শোনো। তুমি সরু রাস্তাটা ধরে এগোতে থাকো। হাইওয়ের আড়ালে গিয়ে একবার থামবে। আমি পিছনে থাকছি।'

'কি করতে চাও তুমি?'

'হাইওয়ে থেকে সরে গিয়ে বলব।'

মিসেস গালাকে নিরাশ মনে হলো। রানার ওপর ভরসা করতে পারছে না ও। ট্রাকে গিয়ে উঠল ধীরে ধীরে। ট্রেইলারের দরজাটা বন্ধ করার ভার রইল রানার ওপর।

ছয়

ক্যাম্পের হালকা কুড়ুল দিয়ে ক্রিসমাস গাছটা কাটল রানা। মিসেস গালা লক্ষ্য করছে ওকে। মাথার দিকটা এক ইঞ্চির চেয়ে একটু কম হলো। ডায়ামিটারের হিসেবে। নিচের দিকটা দেড় ইঞ্চির মত। পিচ্ছিল করে নিল ওটাকে চেঁছে। ছড়ির মত হলো। তিন ফুটের চেয়ে একটু কম লম্বায়। ছোট কুড়ুলটা চামড়ার থলিতে ভরে গাড়িতে উঠিয়ে রাখল রানা।

'তোমার পিস্তল নেই? ডিটেকটিভ হলেও থাকবার কথা, সিক্রেট এজেন্ট হলেও—যাই হও না কেন তুমি।'

রানা বলল, 'টি. ভি. সিরিজ দেখলে ও রকম ধারণাই হয়। বাস্তব জীবনে আগ্নেয়াস্ত্র বিপদ থেকে রক্ষা করে না খুব বেশি। বিপদে ফেলে। তাছাড়া এটা বিদেশ। রিভলভার বা পিস্তল ব্যবহার করলে ঝামেলায় পড়তে হবে। এমনকি নিরুদ্দেশ দু'জন কয়েদীকে বাধা দেবার জন্যে ব্যবহার করলেও। চিন্তা কোরো না তুমি। একজন ভাল মানুষ একটা ছড়ি নিয়ে দু'জন খারাপ মানুষকে কাবু করতে পারে। থাক না তাদের কাছে দুটো ছোরা।'

'সাহসী লোককে খারাপ লাগে না আমার। তুমি চৌকশ মনে করছ নিজেকে। সত্যি হলেই ভাল,' শুকনো গলায় বলল মিসেস গালা।

রানা বলল, 'মনে করে দেখো। ওরা বলছে তুমি আদেশ অমান্য করলে জুনোর গলায় ছোরা চালাবে। রিভলভার দেখে ওরা নার্ভাস হয়ে গেলে করার কিছু থাকবে না। অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে হয়তো। সামান্য একটা ছড়ি দেখলে তেমন কিছু ভাববে না,' রানা গলার স্বর বদলে বলল, 'না হয় তুমি একটা পন্থা ঠিক করো। তোমার কথা মতই যা করার করি।'

মিসেস গালা ইতস্তত করল। বলল, 'হাইওয়েতে অসংখ্য পুলিস রয়েছে। ওরা হয়তো ব্যর্থ হবে না। ওদের দু'জনকে ধরার জন্যেই তো জমা হয়েছে সবাই।'

'ওদের সাহায্য চাইলে দেরি করলে কেন? দাঁড় করিয়েছিল যখন, তখনই তো চাইতে পারতে।'

'সাহায্য চাই তা তো বলছি না। তুমি যেন জানো না! পুলিসদের সাথে পরিচিত হতে আপত্তি আছে আমার।'

রানা তীব্র চোখে তাকাল, 'নিজের মেয়েকে বাঁচাবার প্রশ্নেও সে আপত্তি উড়িয়ে দেয়া যায় না?'

প্রসঙ্গ বদলে ফেলল মিসেস গালা দ্রুত কণ্ঠে, 'পুলিস তাদের কয়েদীদের সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন। জুনো পরের সমস্যা। তুমিই জুনোর ভালমন্দ দেখবার জন্যে এসেছ। তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।'

'তুমি এতক্ষণ রাজি হচ্ছিলে না আমাকে ডিটেকটিভ বলে স্বীকার করতে। অথচ

এখন তুমি স্বীকার করছ আমি এসেছি সেই কাজেই। সব গুলিয়ে যায় তোমার কথা শুনে।'

'আমাদের দু'জনারই,' গম্ভীর হলো ফর্সা মুখটা, 'সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

'পুলিসে তোমার যদি আপত্তি থাকে, কেন তাহলে ওদের কথা তুললে?'

চিন্তিতভাবে লক্ষ করছে মিসেস গালা রানাকে, 'তোমার কথা ভেবে। তুমি কেন পুলিসকে এড়িয়ে চলতে চাইছ, মি. রাজা? মর্যাদাসম্পন্ন প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিদেশে কোন কাজের জন্যে এলে অফিশিয়ালি সাহায্য পায় সে। তুমি পাচ্ছ না কেন?'

প্রশ্নটা উপযুক্ত। রানা বলল, 'বিশেষণটা তোমার দেয়া, মিসেস। আত্মমর্যাদা আছে এমন অহেতুক দাবি করিনি কখনও। দেশে, হ্যাঁ, পুলিসদের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু বিদেশে, না, মিশতে চাই না ওদের সাথে।'

মিসেস গালা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে, 'সব কথার উত্তর জানা আছে তোমার। যাকগে। তুমি তাহলে এই করবে? দু'জন বেপরোয়া খুনিকে ওই ছড়িটা দিয়ে বাধ্য করতে চাও? একটা কথা বলব? হয় তুমি সাহসী লোক, নয়তো স্রেফ নির্বোধ একটা। আসলে যে কি তুমি, তা জানা থাকলে খুশি হতাম।'

'খুব সহজ একটা উপায় আছে জানবার,' মুচকি হেসে বলল কথাটা রানা।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মিসেস গালা। চোখে দ্বিধা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ও। সরু, এবড়োখেবড়ো রাস্তা। শ্রান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে ট্রাকের দিকে। করুণ প্রতিচ্ছবির মত আকর্ষণীয় লাগল রানার। অদ্ভুত ভাল ফিগার মিসেস গালার। ছন্দবদ্ধ হিল্লোল দেখল রানা। পিছন থেকে ডাকল ও, 'মিসেস গালা!'

দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বলল, 'বলো?'

'তোমার মাঝখানের নামটা কি?' জানা থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডে,' এক মুহূর্ত নীরবতার পর বলল মিসেস গালা, 'কেন?'

'এমনি,' রানা বলল, 'কৌতূহল হচ্ছিল জানার। যাও তুমি, এলিজাবেথ ডে।'

কথা বলতে গেল ও, হয়তো জিজ্ঞেস করতে চাইছিল গোটা নামটা কেমন করে জানল রানা, কিন্তু মৃদু শব্দে হেসে উঠল তার বদলে। ঘাড় ফিরিয়ে নিল। উঠে পড়ল পিকআপে। ছড়িটা আর একবার পরীক্ষা করল রানা। গাছের আড়ালে দাঁড় করানো ফোক্সওয়াগেনটা দেখল মুহূর্তের জন্যে। তারপর উঠে পড়ল ট্রেইলারে। ট্রাকের এঞ্জিন শব্দ করে উঠল। দরজা বন্ধ করল রানা ট্রেইলারের। এগিয়ে চলল ট্রাক আর হাউস ট্রেইলার।

ভিতরের জিনিস-পত্রের দিকে তাকিয়ে রানা একটা কথা ভাবল। মারিয়ার রূমে অ্যাসিডের বোতল পাওয়া গেছে। তার মানে এই নয় যে সবটুকু অ্যাসিড খরচ করা হয়েছে। অবশিষ্ট খানিকটা থেকে যেতে পারে। হয়তো আলাদা শিশিতে রাখা হয়েছে।

খুব বেশিক্ষণ লাগল না রানার, পেয়ে গেল ও। প্লাস্টিকের অলিভ-অয়েলের একটা শিশি চোখের সামনে দেখা গেল। টেবিলের উপর। সেটাই তুলে নিল রানা। লুকিয়ে রাখা হয়নি। প্রকাশ্যে থাকলে কেউ সন্দেহ করবে না ভেবে এভাবে রাখা

হয়েছে। মিসেস গালার সাইকোলজি বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। দাহ্য পদার্থটুকু ফেলে দিয়ে পানি ভরে রাখার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এবং কি ভেবে সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিল। খানিক পর গতি হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেইলার। জানালা দিয়ে তাকাল রানা। সাবধানে। ট্রাকের স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছে মিসেস গালা। লেকটা দেখতে পেল রানা। মিসেস গালা ট্রাক থেকে নেমে এল।

অপেক্ষার পালা। রানার চোখ নিষ্পলক। মাথা হেঁট করে বসে আছে মিসেস গালা। ট্রেইলারের ভিতর নিস্তব্ধ। একটা ভোমরা এল। শব্দ করল ভোঁ ভোঁ করে। তারপর চলে গেল জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে। মিসেস গালা মাথা তুলল একবার। সহ্য করতে পারল না রানার অপলক দৃষ্টি। সময় কাটছে না। রানা তাকিয়ে আছে। ভিতরে নীরবতা। বাইরে নিস্তব্ধতা। তারপর ওরা এল।

'ট্রাক ওই যে ওখানে। এই যে, শুনছ, বেরিয়ে এসো।' গলাটায় মিশেছে চিৎকার, খানিকটা ভীতি আর ফিসফিসানি। জানালার ধারে গেল না রানা দ্বিতীয়বার। ট্রেইলারের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ও। এখন শুধু অপেক্ষা।

'ঠিক আছে, জানালা দিয়ে উঁকি মারলে কাজ হবে না—এসো, দরজা খুলে দাও, ভিতরে ঢুকে দেখব আমরা। এই তো ভদ্রমহিলার মত হলো কাজটা। না, না, থাকো ওখানেই। তেড়িবেড়ি করেছ কি খুন হয়ে যাবে তোমার বুকের ধন। কিডনি বরাবর ছোরা চালাব। ও. কে, মাউজি, চেক করে দেখে এসো ট্রেইলারটা।'

'দাঁড়াও!' মিসেস গালা আতঙ্কিত। দারুণ নকল করেছে ও গলাটা। চৌকশ লোক মাহলার। ট্রেনিং দিয়েছে কাজ চালাবার মত। রানা ভাবল।

'দাঁড়াও,' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'ভিতরে যে একজন লোক রয়েছে—কি করি আমি! সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভটা। আমাকে বাধ্য করেছে ও। উপায় কি! আমাকে দাঁড় করিয়ে দাবি করল কোথায় আছে বলতে হবে···জুনো কোথায় আছে বলতে হবে! না বলে কোন উপায় ছিল না, পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছিল ও। না বললে সর্বনাশ হয়ে যেত তোমাদেরও। ও কথা দিয়েছে···জুনোর যদি ক্ষতি না হয় তাহলে কোন বিপত্তি ঘটবে না তোমাদেরও।'

'ও কথা দিয়েছে!' দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলল আগের কণ্ঠস্বর জঙ্গল থেকে, 'চলবে না ওসব। চালাকি তাহলে না খাটিয়ে পারলে না!'

'তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। ও তো শুধু প্রাইভেট ডিটেকটিভ একজন—তাও বিদেশী। তোমাদের ব্যাপারে ওর মাথা ব্যথা নেই কোন। জুনোর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে ও। ওকে বাইরে বেরোবার অনুমতি দাও, কথা বলো ওর সাথে, জুনোর কোন ক্ষতি কোরো না। শুধুমাত্র এ কারণে···আমার আর কোন পথ খোলা ছিল না। হয় ওকে আনতে হত, না হয় পুলিসকে···।'

উত্তর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ। তারপর সেই একই কণ্ঠস্বর, 'ঠিক আছে, বেরিয়ে আসতে বলো ওকে, হাত দুটো লুকিয়ে রাখে না যেন আমাদের চোখের আড়ালে। ওর হাতে অস্ত্র দেখলে—তোমার মেয়ে খতম হয়ে যাবে সাথে সাথে, পরিষ্কার?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, পরিষ্কার। মি. রাজা, এসো—বেরিয়ে এসো। বি কেয়ারফুল—প্লীজ।

জুনোর পিঠে ধরে রেখেছে ও ছোরাটা।'

দরজা উদার করে মেলে ঘাসের উপর নেমে এল রানা। জুনোর পাশ থেকে অল্পবয়েসী চেঁচিয়ে উঠল, 'ছড়িটা ফেলে দাও বলছি।'

তিনজনকে পরখ করল রানা। অল্পবয়সীটা গোঁয়ার শ্রেণীর। গায়ে কয়েদীদের পোশাক নয়। ইস্ত্রিহীন ট্রাউজার। নীল শার্ট। বুড়োটার চোখ জোড়া ঢুলুঢুলু। মাথার সামনে চুল নেই। ট্রাউজার ওর না। বেখাপ্পা দেখাচ্ছে ফিট করেনি বলে। টি-শার্ট গায়ে চড়িয়েছে। সেটাও ফিট করেনি। গায়ের জোর এখনও কম নয়। জুনোর পরনে গতকালকের শর্ট-স্কার্ট আর সাদা শার্ট। হাঁটুতে, পায়ের গোড়ালিতে কাদা। বড় বড় গ্লাসের ভিতরে চোখ দুটোয় ভয়। শুকিয়ে গেছে মুখ। আর কিছু না।

'ফেললে না ছড়িটা?' অল্পবয়েসীটা ধমক দিল রানাকে।

'ভীতুর ডিম কোথাকার!' রানা সহজভাবে কথা বলল, 'এই সামান্য ছড়িটা কি করতে পারে তোমার? শক্তসমর্থ পুরুষ না তুমি? এর একহাজার বাড়ি খেলেও তো তোমার মত ষণ্ডার মরা উচিত হবে না।' ট্রেইলারের দরজা থেকে কয়েক পা সামনে বাড়ল রানা। বলল, 'ঠোঁট-কাটা, তোমাকে বলছি,' বুড়োটার নিচের ঠোঁট কাটা, 'এদিকে এগিয়ে এসো—এসে দেখো মোবাইল হোমের ভেতরে ক'হাজার পুলিসকে বসিয়ে রেখেছি। দেরি কোরো না, তোমার বালকবন্ধুর প্যান্ট ভিজে যাবে আবার!'

জুনোকে শক্ত করে ধরল অল্পবয়েসী, 'মুখে লাগাম দাও, মিস্টার,' বলল সে। ইতস্তত করল একটু। তারপর আদেশ দিল, 'অল রাইট, মাউজি। যেভাবে বলেছিলাম, মনে আছে তো? সেই ভাবে দেখে এসো ভেতরটা।' ওদের দু'জনার মধ্যে একটা সঙ্কেত আদান-প্রদান হলো। খেয়াল না করার ভান করল রানা। মাউজি পাশ কেটে গেল রানাকে। শব্দ হলো ট্রেইলারে ঢোকার এবং খানিক পর বেরিয়ে আসার। রানার পিছন থেকে বলল সে, 'ওকে, ফ্র্যাঙ্কি। সব খালি।'

'অল রাইট, ইউ,' ফ্র্যাঙ্কি বলল, 'কি বলার আছে আমাদেরকে তোমার?'

'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও, তোমাদেরকে দেখেছি একথা বেমালুম ভুলে যাব আমরা,' রানা বলল। কোন দ্বিধা নেই ওর। চঞ্চলতা নেই। পিছনে বুড়োটা পা ফেলছে তা যেন বুঝতেই পারছে না ও। লোকটা নড়াচড়ায় পটু নয়। শব্দ চাপা দিয়ে কাজ সারতে পারে না। লোকটার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবার জন্যে কথা বলে চলল রানা, 'কি ঠিক করলে, ফ্র্যাঙ্কি? মুক্তি দাও জুনোকে, কোন বিপদ ঘটবে না আমাদের তরফ থেকে!'

ফ্র্যাঙ্কি বলল, 'বিপদ? আরে লম্বু মিয়া, তুমি কেমন করে বিপদ ঘটাবে শুনি? কি, বলতে চাও কি তুমি? তোমরা মজা করে ড্রাইভ করে কেটে পড়বে আর আমরা পা সম্বল করে বসে বসে কাঁদব? তাহলে ব্যানডনে থেকে গেলেই পারতাম।'

'ঠিক আছে, ট্রাকটা সঙ্গে নিয়ে যাও। ট্রেইলারটাও নিয়ে যাও। শুধু ছেড়ে দাও মেয়েটাকে। আমি কথা দিচ্ছি…।' সঠিক সময়ে থেমে গেল রানা। নিখুঁত টাইমিং। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলো রানার গোটা দেহটা এক মুহূর্তে। ঘুরে দাঁড়িয়েই বেঁটে হয়ে গেল ও। ছোরার কোপ মারল লোকটা। মাঝপথে কব্জিতে আঘাত করল ছড়ি। দেহটা ছোট করে প্রায় বসে পড়েছিল রানা। আক্রান্ত হয়ে ককিয়ে উঠল লোকটা।

আকাশ পানে মুখ-তুলে ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে পিছন ফিরে। মাথার পিছনটা পেয়ে ছড়ি দিয়ে মারল রানা। জোরে, তবে মাপা মার। জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে পড়ে গেল প্রকাণ্ড দেহটা ঘাসের উপর। ঘুরে দাঁড়াল রানা। সহজ ভাবেই বলল, 'যা বলছিলাম, ফ্র্যাঙ্কি, ছেড়ে দাও ওকে। দৌড়ে গিয়ে তোমাকে ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলার আগে ভালটা বেছে নাও। আবার বলছি।' রানা দেখল, জুনো দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে। ছোরার ডগা বিঁধছে পিঠে।

'ভাল করোনি, মিস্টার!' ফ্র্যাঙ্কি ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছে, 'ফেলো এবার ছড়িটা। এই শেষবার, আর বলব না। ফেলো ওটা, তা না হলে…।'

'তা না হলে মেয়েটাকে খুন করবে। এই তো? বদলে তোমার ভাগ্যে কি আছে ভেবে দেখেছ? তোমার চেয়ে আমার পা লম্বা। জঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করার অভ্যাসও আছে। ছোরার আঁচড় জুনোর চামড়ায় দাগ বসাবার সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি। পালাতে পারবে না, বিশ্বাস করো। ধরব, তারপর খুন করব তোমাকে।'

'যা বলছি করো।'

রানা ফেলে দিল ছড়িটা, 'হয়েছে এবার? নো স্টিক।'

কাজ হলো। ধরা পড়ে যাবে এই ভয়টা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারেনি ফ্র্যাঙ্কি। তা ছাড়া জুনোকে খুন করে কোন লাভ নেই। ট্রাকটা দরকার ওর পালাবার জন্যে। খুন করতে চাইলে খুন করতে চায় একমাত্র রানাকে। জুনোকে ঠেলা দিল ও। পা বাড়াল জুনো। ছোরাটা বাগিয়ে ধরেছে খুনেটা। জুনোকে ধরে রেখে এগিয়ে আসছে। এক পা দু'পা করে। ঘুম ভেঙে গেছে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের।

একটু সরে গিয়ে জায়গা করে দিল রানা আরও। যা ভেবেছিল তাই। জায়গা বেশি দেখে দ্রুত হলো ফ্র্যাঙ্কি। প্রথম মুহূর্তেই চেষ্টা চালাল রানা। গোটা শরীর শক্ত করে রেখেছিল আগেই। টেনিস বলের মত যেন ড্রপ দিয়ে উড়ে গেল দেহটা। মাটিতে পা ফেলার আগেই কারাতের কোপ চালিয়েছে রানা।

অস্ত্রহীন হলো ফ্র্যাঙ্কি। মাটিতে নামল রানা। অর্ধবৃত্তাকার কারাতের ঘা খেয়ে ছিটকে পড়েছে খুনেটা। লাথি চালাল রানা। তারপর আর ফিরেও তাকাল না। তলপেটে এ লাথি খেয়ে অজ্ঞান হতেই হবে বাছাধনকে।

'ছোরাটা বোধহয় তোমারই, মিসেস?' ঘাসের উপর থেকে কিচেন নাইফটা তুলে বাড়িয়ে ধরল রানা। জুনো মা'র বুক থেকে মুখ তুলল। মেয়ের পিঠে হাত চাপড়ে আদর করল মিসেস গালা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরে-সুস্থে এগোল। দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। অদ্ভুত এক টুকরো নীরবতা। বন্ধুত্ব দরকার রানার। ট্রেইলারে অলিভ-অয়েলের শিশিতে কি আবিষ্কার করেছে ও তা ভুলে যেতে হবে। খুনে দু'জন সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বস্ততা অর্জন করার। ধন্যবাদ দিল রানা ভাগ্যকে। মিসেস গালা কৃতজ্ঞতা বোধ না করে পারবে না এরপর।

মিসেস গালা বলে উঠল, 'সত্যিকার হিরো তুমি, মি. রাজা। খুব দেখালে বটে,' অদ্ভুত গলা ওর, কান্না আর হিস্টিরিক্যাল হাসির মধ্যে ভারসাম্য আনতে চাইছে যেন। ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপছে। রানা এতটুকু প্রস্তুত ছিল না, ওর হাতটা যখন কাঁপতে কাঁপতে নড়ে উঠল। হাতটা সজোরে এসে চড় মারল রানার গালে, 'মিথ্যুক,

মিথ্যুক কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস গালা।

'এটা কিসের,' রানা জানতে চাইল, 'পুরস্কার দেয়া হলো?'

নিজেকে সামলে নিয়েছে মিসেস গালা কঠোরভাবে। তীক্ষ্ণ হাসি ফুটেছে ওর ঠোঁটে, 'তুমি ভাল অভিনেতা। অস্বীকার করছি না। কিন্তু তার বেশি কিছু নও।'

রানা বলল, 'দেখো, মিসেস...।'

মিসেস গালা অচেতন দুই মূর্তির দিকে তাকাল। ঘাসের উপর পড়ে আছে দু'জন। বলল, 'তোমার বন্ধুরা কষ্ট পাচ্ছে। উঠে দাঁড়াতে বলছ না কেন ওদেরকে? অভিনয়ে ওরাও কম যায় না। মানতেই হবে। কিন্তু ধরা পড়ে গেছ তোমরা, মি. রাজা। কি মনে করো তুমি আমাকে? বোকা?' আবার হাসল মিসেস গালা ব্যঙ্গাত্মকভাবে, 'ব্যাপারটাকে বুদ্ধি খরচ করে সাজিয়েছিলে। কিন্তু লাভ হলো কোন? ধরা পড়ে গেলে তো! সামান্য একটা ছড়ি—তখনই আমি সন্দেহ করেছিলাম। লোকটা পিছন থেকে ছোরা মারতে যাবার সময় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর একটু হলে—কিন্তু তার দরকার হত না—লোকটা তোমাকে সঙ্কেত দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, তাই না? তারপরই তো তুমি বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ালে।'

'না,' গম্ভীর রানা। 'সঙ্কেত পেয়েছিলাম জুনোর কাছ থেকে। ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠতেই আমি টের পেয়েছিলাম ব্যাপারটা।'

বিশ্বাস করল না মিসেস গালা। 'উত্তর তোমার মুখে সব সময় তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু আর না, অনেক হয়েছে। কচি খুকি নই আমি। আমাকে তুমি ধোঁকা দিতে পারোনি। আসল কয়েদী দু'জন ধরা পড়বে হয় ল্যাবরাডরে, নয়তো ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়। খবর দু'দিন আগে-পরে পাবই। চলে আয়, জুনো। যাওয়া যাক।' জুনোর বাহু ধরতে গিয়ে অকস্মাৎ জুনোর হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ট্রেইলারের ভিতর। জুনোকে ট্রেইলারের ভিতর উঠিয়ে দিয়ে ট্রাকে গিয়ে বসল মিসেস গালা। ফিরেও তাকাল না রানার দিকে। ছেড়ে দিল ট্রাক।

সাত

এত খেটেও উদ্দেশ্য পূরণ হলো না রানার। অবাক হয়নি ও। কিন্তু এতটা আশাও করেনি। মিসেস গালা ব্যাপারটাকে সাজানো ষড়যন্ত্র ধরে নিয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রানা চিন্তিতভাবে। তারপর ফিরে এল নিজের গাড়ির কাছে। গাড়ির বনেটের উপর বসে রয়েছে ফ্র্যাঙ্ক গিলফো। রানা দেখল বড় সাইজের একটা সিগারেট টানছে সে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে গিলফো বলল, 'কি হচ্ছিল ওদিকে? মিসেস গালা আধঘণ্টা আগে চলে গেছে গাড়ি নিয়ে। কিরনান অনুসরণ করছে ওদেরকে, যদি হারিয়ে ফেলে না থাকে।' কি বলবে ভেবে নিল গিলফো, 'ভাবলাম আমার পার্টনারের সাথে তোমার বনে না যখন, তখন আমি কথা বলে আসি। দেখো, ছোরা বের করে ভয় পাইয়ে দিয়ো না যেন আবার। কি হচ্ছিল ওদিকে?'

ঠিকানা জানিয়ে বিদায় করতে চাইল রানা, 'গো টু হেল।'

সিগারেট ঠোঁট থেকে খুলে নিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল গিলফো। বলল, 'দেখো, মি. রাজা, সব কথা চেপে রাখবার চেষ্টা কোরো না। লোককে পোষ মানানো আমার পেশা নয়। হিমশিম খাচ্ছি এমনিতেই একজনকে নিয়ে। বলো?'

বলল রানা ঘটনাটা। হাস্যকর বলে মন্তব্য করল গিলফো। পাল্টা কোন মন্তব্য করল না রানা। রানাকে নীরব দেখে বিদায় নিল গিলফো।

পুব দিকে যাত্রা। লেক সুপিরিয়র। তারপর গ্রেট লেকস, দক্ষিণ দিকের রুট। বিগউড্‌স অবধি বিস্তৃত। মাহলার তার উপস্থিতির কোন ইঙ্গিত দেয়নি সারাটা রাস্তা। সে সম্ভবত সৌখিন মার্সিডিজ চালিয়ে আসছে লেকের ধার ঘেঁষা রুট বরাবর। অনুমান করল রানা। গাছের পাহারার মাঝখান দিয়ে সীমাহীন হাইওয়ে ধরে সিলভার ট্রেইলার অনুসরণ করে চলেছে ও। মাহলার হয়তো পূর্বাঞ্চলে পৌঁছবে গালার আগেই। পালাবার জন্যে প্রস্তুতি সারতে বাকি রাখবে না সে। রানা আশা করল প্রস্তুতিটা স্বয়ংসম্পূর্ণই হবে। তাহলে ওকে আর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না।

লম্বা, একঘেয়ে যাত্রা। আশপাশে অসংখ্য শহর। কিন্তু এগিয়ে চলেছে কাফেলা হাইওয়ে ধরে। গাছের ফাঁক দিয়ে কতটুকু আর দেখা যায়। চির সবুজ বনভূমির দেখা কদাচ পাওয়া যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সাইন বোর্ডে সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ: বন্য পশুর আক্রমণ থেকে সাবধান।

রাতে ক্যাম্প। দিনে গড়পড়তায় তিনশো মাইল অতিক্রম। এভাবে চলেছে ভ্রমণ। এভাবেই ওন্টারিও প্রদেশ অতিক্রম করল রানা। প্রবেশ করল কুইবেক প্রদেশে। কুইবেকের গ্যাস স্টেশন অ্যাটেনডেন্টরা শুদ্ধ ইংরেজি বোঝে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছে প্রায় এক সপ্তাহ হলো রানা। এটা অপর একটি দেশ এবার প্রথম মনে হলো।

আবার বৃষ্টি। মন্ট্রিয়লে ঢোকার সময় অবধি বৃষ্টিপাত চলল। ঝড়ের পূর্বাভাস পেল রানা খুদে ট্র্যানজিস্টারে। কিন্তু ঝড় এসেও এল না। দমকা হাওয়া দিয়ে গাছের পাতা খসিয়েই ক্ষান্ত দিল প্রকৃতি। তাঁবুর ভিতর সারারাত জেগে থেকে ভিজতে হলো।

মিসেস গালা পরদিন ক্যাম্প করল শহরতলিতে। কিন্তু মোবাইল হোম ত্যাগ করল ওরা। শহরের সবচেয়ে সৌখিন হোটেলে গিয়ে উঠল। রাতটা ওখানে কাটাবে মনে হলো। কারণটা ঠিক বুঝল না রানা। রান্নাবান্না করার ঝামেলা এড়াবার জন্যে? কারণটা সম্ভাব্য মনে হলেও রানা ভাবল মিসেস গালার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মিসেস গালার রুমের কাছাকাছিই একটা স্যুইট পেয়ে গেল রানা।

দুপুরের পর নক হলো দরজায়।

রানা ভোলেনি গ্রেগরি আর মারিয়া দরজার ব্যাপারে অবহেলা দেখিয়েছিল। খোলার সময় সাবধান হতে ভুলল না ও। কিন্তু দরজার সামনে কিশোরীটির হাতে কিছু দেখতে পেল না রানা। চশমার কাঁচ ভেদ করে রানার দৃষ্টি পড়ল ভিতরে। চোখ দুটো হাসছে। বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না আশা করি; মানে, আমি

ভেতরে আসতে পারি?'

রুমের ভিতর ঢুকল জুনো। রানা লক্ষ করল ওর পোশাকটা। নাইলনের জাম্পার। নীল। সঙ্গে সেমি-ট্র্যান্সপারেন্ট সাদা ব্লাউজ। গলার ধার অবধি আর হাতের কনুই অবধি ঢেকে রাখার কর্তব্য পালন করছে। টেকনিক্যালি ও এখনও শিশু। কিন্তু বেশিদিন এ অবস্থায় থাকবে না, রানা ভাবল। দরজা বন্ধ করে দিল ও। জুনো ডবল বেডের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ মেলে। বিছানা সম্পর্কে গল্প জানা আছে ওর। ভয় না পাওয়ার মত বয়স এখনও হয়নি ওর। আবার কৌতূহলী না হওয়ার মত বয়সও নয়। রানা বলল, 'তোমার বাবার কাছে যেতে চাও?'

'না...না...আমি,' সামান্য নীরবতা। ওর দুটো হাত নাভির নিচে পরস্পরকে কচলাচ্ছে। নার্ভাস দেখাচ্ছে ওকে। বলল, 'আমি বিশ্বাস করিনি—সত্যি। মামিকে প্রথম থেকেই বলছি আমি, কথাটা বিশ্বাস করিনি আমি।'

'কি বিশ্বাস করো না তুমি?'

'মারামারিটা,' জুনো বলল, 'ওটা আপনার অভিনয় নয়। আমি জানি। ওরা দু'জন জেল ভাঙা কয়েদীই ছিল। মামিকে এত করে বলছি! জঙ্গলে ওদের সাথে ছিলাম আমি—ওরা অভিনয় করছিল না।'

'শ্রীমতী, আমাকে বিশ্বাস করানোর দরকার নেই। তোমার মামিকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করো।'

'বলেছি তো!' জুনো দ্রুত কথা বলছে, 'মামি বলছে আমি নাকি বাচ্চা মেয়ে। বড়সড় ফোলা-ফাঁপা বেবি। ও বলতে চায় আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতেই পারেন না। আপনি আসলে গভর্নমেন্টের লোক। আপনাকে এক মিনিটের জন্যেও বিশ্বাস করা যায় না।'

'তোমার মামির সুর পাচ্ছি, অলরাইট। তুমি কি ভাব, জুনো?'

হাত দুটো পরীক্ষা করল জুনো আবার। বলল, 'আমি জানি... আপনি খুব সাহসী...খুব সাহস আপনার, মি. রাজা। আমি কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারি না—সত্যি। আর, অন্তত, একটা সুযোগ আপনাকে আমাদের দেয়া উচিত—আপনার ভূমিকা প্রমাণ করার জন্যে, আর বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত হবার একটা সুযোগ...'

'সুযোগ কে দেবে? তুমি না তোমার মামি?'

'মামি বলে আমার ব্যাপারে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই—ড্যাডিরও নেই। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে এটা আপনার ছুতো।'

'কেউ যদি সত্যকে বিশ্বাস না করার গোঁ ধরে—করার নেই কিছু। জুনো, তুমি যদি প্রমাণ করতে চাও তাহলে এক্ষুণি জিজ্ঞেস করো তোমার ড্যাডিকে। ফোন করো।'

এক মুহূর্ত পর জুনো হাসল। বলল, 'আমার মামিকে বিশ্বাস করাতে হবে আপনাকে—আমাকে নয়।' লম্বা করে শ্বাস নিল জুনো। দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকাল, 'বেশ তো, আমাদের সঙ্গে ডিনারে আসুন। বিশ্বাস করান ওকে।'

রানাকে অবাক দেখাল। ওর এখন অবাক হওয়াই দরকার। জানা আছে রানার। বলল, 'কি?'

'সে কথাই বলতে এসেছি আমি। আপনি হয়তো মিথ্যেবাদী বা সত্যবাদী। কিন্তু জঙ্গলে যে উপকার আমাদের করেছেন তা জীবনেও ভোলা সম্ভব নয়। আপনাকে শুনানীর একটা সুযোগ দেয়া উচিত। ভয়েজার ক্লাবে ডিনার খাবেন আপনি আমাদের সাথে। সাড়ে-সাতটায়।' ছোট কব্জির দিকে তাকাল জুনো, 'আধঘণ্টা মাত্র সময় পাচ্ছেন হাতে। এর মধ্যেই সব প্রমাণ-পত্র জোগাড় করে ফেলতে হবে আপনাকে। মামিকে বোঝানো খুব একটা সহজ কাজ ভাববেন না। দেখবেন, দেরি করে ফেলবেন না যেন।'

ভয়েজার ক্লাব। হোটেলের পুব দিকে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে।

পুরানো ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডা স্টাইলে পোশাক পরা ওয়েটার। মৃদু আলোকিত গ্রাউন্ড ফ্লোরের রুমে পা দিয়ে একটা জিনিস লক্ষ করল রানা। চারদিকে বন্যতার ছাপ। পোশাক, অয়েল পেন্টিং, আসবাব—সবই পুরানো এবং বন্য ধাঁচের। হরিণের মাথা, বাঘের ছাল, শিকারের ছবি দেয়ালে দেয়ালে লটকানো। শিকার করার প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রও বাদ পড়েনি। আমেরিকান ওয়াইল্ডারনেস।

লবি থেকে ওয়েটার নির্দিষ্ট রুমে পৌঁছে দিল রানাকে। টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মিসেস গালা মুখ তুলে হাসল। মিসেস গালা মেয়ের মতই জাম্পার আর ব্লাউজ পরেছে। চুলগুলো ফাঁপানো। মা ও মেয়ে নয়, যেন দুই বোন সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। রানা বলল, 'এটাই তোমার আসল পরিচয় বলে আশা করছি আমি।'

'বসো। আইডিয়াটা আমার নয়। আমার পাকা বুড়ি মেয়ের। বীরের যথোচিত সম্মান না দেখানোটা অভদ্রতা, খুকির ধারণা।'

'আমি,' ব্যথা পেয়েছে জুনো, 'আমি খুকি নই। তুমি তো জানো আমার ওজন কত।'

মিসেস গালা হেসে বলল, 'পরামর্শ-পরিষদ আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে তোমাকে শুনানীর একটা সুযোগ দিতে হবে। কোর্টে তোমার প্রমাণ-পত্র আর বিবৃতি দেবার আগে ড্রিঙ্ক করা যেতে পারে।'

'ভাল কথা,' মা ও মেয়ের মাঝখানে বসে পড়ে বলল রানা, 'আমার জন্যে মার্টিনি। তোমার?'

'আমার জন্যেও মার্টিনি, জুনোর জন্যে কোক। বৃষ্টি হচ্ছে নাকি এখনও বাইরে? ফর এ চেঞ্জ সূর্যের মুখ দেখতে পেলে ভাল লাগত…।'

আবহাওয়া সম্পর্কে, দেশটা সম্পর্কে এবং যে রাস্তা অতিক্রম করে এসেছে ওরা—এই তিন বিষয়ে আলাপ চলল। শেষ মন্তব্যটি রানার, 'গাড়ি চালানোতে তোমার মত এক্সপার্ট মেয়ে আর দেখিনি।'

'হব না এক্সপার্ট!' মিসেস গালা বলল, 'আমার বাবা ছিলেন ট্রাকের কন্ট্রাক্টর। গোডাউনে এমন কোন পার্টস ছিল না যেটা আমি নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করিনি। আমরা বড়লোক হবার আগে ট্রাক চালিয়ে সারাটা বছর চলত!' হঠাৎ হেসে উঠল ও, 'তুমি কাজের লোক। মানুষের পেটের কথা বের করে নিতে পটু।' গম্ভীর হবার

চেষ্টা করল হাসি নিভিয়ে দিয়ে, 'এবার শুরু হোক শুনানী। কই, প্রমাণ-পত্র দেখাও। আমি জানি জাল ক্রেডিট কার্ড তোমার সাথে না থেকে পারে না। সেগুলো দেখিয়ে আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইবে যে তুমি ইউ. এস. গভর্নমেন্টের কোন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক নও। কেমন?'

জুনো বলে উঠল, 'ওহ্, মামি! তুমি কথা দিয়েছিলে…।'

'ইটস অল রাইট, ডারলিং।' রানার হাত থেকে ক্রেডিট কার্ডটা নিল মিসেস গালা। দেখল। তারপর বলল, 'নিখুঁত, কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ করে কার বাপের সাধ্য। এবার, পিস্তলের পারমিট দেখাও। নিশ্চয়ই একটা পিস্তল আছে তোমার। গভর্নমেন্টের লোকের থাকে জানি।'

রানা বলল, 'আমার ক্রেডিট কার্ড জাল বলছ তুমি? বেশ, এটা দেখো।' রানা একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ দিল পকেট থেকে বের করে। ভাঁজ খুলে মিসেস গালা প্রথম পাতায় চোখ রাখল। খবরটা চোখে পড়ল সাথে সাথে। সন্দিহান চোখে রানার দিকে চাইল সে পড়া শেষ করে। বলল, 'এটা দেখিনি তো কোথাও আমি।'

'তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। জঙ্গলে ব্যাপারটা ঘটার পরদিন রোড সাইড কাফেতে কেউ ফেলে গিয়েছিল। আমি রেখে দিই কাছে,' বলল রানা। কথাটা সত্যি নয়। কলভিনকে ফোন করেছিল ও। সামনের রাস্তায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায় প্রকাশিত সব কাগজ জমা করে রাখার অনুরোধ করেছিল ও।

জুনো চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ওটা!'

রানা বলল, 'একটা খবর। ব্র্যানডনে দু'জন জেল ভাঙা কয়েদী ধরা পড়েছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়া বা ল্যাবরাডরে নয়। ছবিও ছাপা হয়েছে। কিন্তু তোমার মামি বোধহয় বিশ্বাস করতে রাজি হবে না। ওর বোধহয় ধারণা যে আমি আমার পোর্টেবল প্রিন্টিং প্রেসে গোটা খবরের কাগজটা ছেপেছি।'

'আমাকে দেখতে দাও,' জুনো ছোঁ মেরে কেড়ে নিল কাগজটা। বলল, 'আরে! এই লোক দু'জনই তো…।'

'লেট মি সি দ্যাট এগেন,' মিসেস গালা মেয়ের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নিল। তারপর বলল, 'ছবি দুটো যদি জেনুইন হয় তাহলে তোমার কথা সত্যি। তুমি সত্যিই অভিনয় করোনি। লোক দু'জন কয়েদীই ছিল। এবং তোমাকে অবিশ্বাস করেছিলাম বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

'যদি সত্যি হয়?' রানা বলল।

'বলো, সত্যি?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'সত্যি।'

'বিশ্বাস করি না তোমাকে আমি।' মিসেস গালা হঠাৎ গলা চড়াল, 'এক সেকেন্ডের জন্যেও বিশ্বাস করি না আমি। হয়তো, সত্যি সত্যি তুমি দু'জন আসল কয়েদীর হাত থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছ। সে জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণিত হয় না।' মিসেস গালা চুপ করে গেল ওয়েটারকে আসতে দেখে।

জুনো ওয়াইনের একটা গ্লাস দখল করার অনুমতি পেল খানার পালা চলাকালে। খাওয়া-দাওয়া চুকতে ঘুমে ঢুলুঢুলু হলো ওর চোখ জোড়া। আশ্চর্য হলো না

রানা। রুম-কী নিয়ে চলে গেল ও। কনিয়াকের অর্ডার দিল রানা। হালকা পানীয়ের জন্যে বলল মিসেস গালা। নিজের গ্লাসটা তুলল ও রানার দিকে। বলল, 'কিছু বলো, মি. রাজা।'

এক মুহূর্তে পড়ে নিল রানা মিসেস গালার মুখটা। বলল, 'দু'জন লোক ইতোমধ্যেই নিহত হয়েছে এ অপারেশনে। আক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেবার আগেই জুনোর ব্যাপারে ব্যবস্থাটা মেনে নাও না কেন? পাঠিয়ে দাও ওকে আমার সাথে, মিসেস।'

'বড় একগুঁয়ে লোক তুমি, রাজা।' মিস্টারটা বাতিল করে দিয়ে বলল মিসেস গালা, 'এখনও তুমি চাইছ প্রাইভেট আই হিসেবে নিজেকে দাঁড় করাতে।'

রানা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি...'

'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তুমি আমাদেরকে দু'জন খুনে কয়েদীর হাত থেকে বীরোচিত ভাবে রক্ষা করেছ। জুনো এতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু তুমি এবং আমি দু'জনেই জানি যে এতে করে প্রমাণ হয় না তুমি গভর্নমেন্টের লোক নও। আসলে তুমি যদি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক না হতে তাহলে খুনে দু'জন লোককে অমন কায়দা করে ব্যর্থ করে দিতে পারতে না। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা এমন চৌকশ হয় না। তোমার বুদ্ধি, সাহস প্রমাণ করে দিয়েছে যে তুমি ইউ. এস. গভর্নমেন্টের লোক।'

'তোমার ব্যাখ্যা কৌতুককর,' রানা বলল। 'তাহলে এসব কেন? বিনা পয়সায় খাওয়ানো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ...?'

'কারণ, এখনও আমার সাহায্য দরকার,' মিসেস গালা বলল। 'কিংবা বলা উচিত, আমার সাহায্য দরকার হবে। ভয়ঙ্কর ভাবে দরকার পড়বে। এবং আবারও একমাত্র তোমার শরণাপন্ন হতে হবে আমাকে। তুমি কার হয়ে কাজ করছ তা আমি কেয়ার করি না। গভর্নমেন্টের লোক হলে তুমি হয়তো সাইন্টিফিক ডকুমেন্টগুলো ফেরত চাইবে। সে দেখা যাবে পরে। তার আগে আমার জন্যে কিছু করতে হবে তোমাকে।'

রানা এতটা ভাবেনি। বলল, 'প্রস্তাবটা গিলফো আর তার সহকারীকে দাও, মিসেস। ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। আমার প্রসঙ্গে, আমি সিক্রেট ডকুমেন্টের জন্যে এখানে আসিনি। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে কপালে ভয়ানক বিপদ ঘটে। গিলফো আর কিরনান ওদের নাম। রাস্তায় দেখেছ নিশ্চয়ই ওদেরকে। তুমি চাইলে ওদেরকে ডেকে আনতে পারি। কনফারেন্সের জন্যে।'

অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ল মিসেস গালা, 'বোকার মত কথা বোলো না। দু'জন ভাঁড়ের সাথে আমি কথা বলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'গিলফো ভাঁড় নয়। অভিজ্ঞ অপারেটর ও।'

'যাই হোকগে, সে চুক্তি করবে না। হুমকি দিয়ে নিজের কাজ আদায় করে নিতে শিখেছে ও। ওকে দিয়ে হবে না,' মিসেস গালা শেষ করল।

রানা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, 'অথচ তোমার ধারণায় আমি গভর্নমেন্টের লোক। তা সত্ত্বেও আমি গিলফোর মত হুমকি দিতে পারি না—দেব না। তোমার ধারণা আমি ডিল করব? কিভাবে ডিল করতে পারি আমি?'

মিসেস গালা ইতস্তত করছে। সবুজ পানীয় ভর্তি গ্লাসের দিকে চোখ নামিয়ে নিল ও। বলল, 'আমি মনে করি তুমি খুব স্মার্ট লোক, রাজা।'

'শিওর,' রানা বলল, 'থ্যাঙ্কস্। কথাটার মানে কি হলো?'

ধীরে ধীরে, নিচু গলায়, আরক্তিম হয়ে উঠে মিসেস গালা বলল, 'তোমাকে বলেছি আমার বাবা বিরাট ধনী কন্ট্রাক্টর। তুমি একজন স্মার্ট পুরুষ, আমি এক ধনী নারী, এবং···এবং-আশা করি খুব খারাপ নই দেখতে।'

কথা বলল না রানা।

মিসেস গালা মাথা তুলে তাকাল। হাসল। বলল, 'বলো? কিসে তোমার দুর্বলতা, রাজা? টাকা না সেক্স?'

অদ্ভুত সুন্দর লাগল রানার মিসেস গালার লাল হয়ে ওঠা গাল দুটো।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে হল অতিক্রম করল ওরা। মিসেস গালার রুম পেরোল। মিসেস গালা দরজাটা পরীক্ষা করল। মা'র ভূমিকা পালন। রানা হাসল মনে মনে। নিচে থেকে উপরে আসার সময় জুনো হারিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছিল নাকি ও?

রানার রুমের সামনে দাঁড়াল ওরা এসে। মিসেস গালা হাত ধরল রানার, 'রাজা।' ওর গলায় দ্বিধা।

রানা বলল, 'কি?'

'তুমি আমাকে···আমাকে শেখাবে! এ ধরনের ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞতা আমার নেই।'

রানা তাকিয়ে রইল মিসেস গালার মুখের দিকে। ওর মাথায় কোন চালাকি আছে, রানা জানে। বিছানায় যাওয়াটা নিছক বিলাস নয়। ওর রেকর্ড এবং বয়েসের কথা ভুলতে পারছে না রানা।

'আমি বলতে চাইছি,' মিসেস গালা বলে চলল, 'কোন পুরুষকে এর আগে আমন্ত্রণ জানাইনি আমি। কিভাবে চলে··· নিয়ম···আমি জানি না।'

যার মেয়ের বয়েস পনেরো সে জানে না বিছানায় কি নিয়ম চলে। রানা হাসল। অজ্ঞতা প্রমাণ করার এই ভঙ্গির প্রচলন ছিল প্রাচীন কালে। তালা খুলল রানা। দরজা খুলল। কথা বলার আগে ভিতরে ঢুকল। সুইচ অন করল। আলোয় ভরে উঠল রুম। তারপর বলল রানা, 'তুমি একজন লোকের নাম বলেছিলে আমাকে। মাহলার। প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাজটা কি···'

'আমি বলিনি কুমারীত্ব বজায় আছে আমার, রাজা।'

'তাহলে?'

'আমি বিবাহিতা। আমার একটি কিশোরী মেয়ে আছে। আমি একজন লোকের প্রেমে পড়ি। কিন্তু সে আমাকে বাধ্য করে। সে আমার প্রেমে আগে পড়ে। আমি বাধ্য হই। যদিও আমি জেনে-শুনেই লোকটাকে ভালবেসেছিলাম···আমার দেহ আর আমার রূপের প্রেমেই পড়েছে সে। দেহদান করেই ভালবাসাটা বুঝিয়ে দিই তাকে। বললে বুঝতে পারবে তুমি। আমার স্বামী বাইরে নিয়ে যাবে বলে আমার সতীনের কাছে চলে গিয়েছিল—গবেষণাগারে। প্রত্যেকবারই এরকম ঘটত। খেপে

যাই আমি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করি—স্বামী মহাশয় ফিরে আসেন না। মাহলার সবসময় আমার সেবা করার জন্যে ঘুরঘুর করতে থাকত কাছেপিঠে। ওকে আমি ডাকি। সেদিন প্রথম দিন, ওকে ভাল করে চিনতাম না আমি, বিশ্বাস করতাম না,' একটু থেমে বলে চলল, 'তোমাকে চিনি না আমি, বিশ্বাসও করি না। ভাল করেই জানি তুমি শুধু আমার প্রস্তাব শুনে এখানে আমাকে নিয়ে আসোনি দেহ ভোগ করার জন্যে। গভর্নমেন্টের লোকেরা সব সময় ভিতরের কথা জানতে চায়। তুমিও মনে মনে জানতে চাও আমার নির্লজ্জ প্রস্তাবের অভ্যন্তরে আসল ব্যাপার কি। তাই তুমি রাজি হয়েছ।' আবার একটু বিরতির পরে মিসেস গালা বলে চলল, 'দেহদান আমি পছন্দ করি না। মাহলারকে প্রাণমন দিয়ে ভালবাসি—এই রকম ভাব দেখিয়েছি সব সময়। আসলে তা সত্য নয়। আমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। আমার স্বামীর অবহেলা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। আমার উকিলকে দিয়ে ডিভোর্সের আবেদন পাঠিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমি।'

রানা একটু অন্যমনস্ক হবার ভান করে বলল, 'যে লোককে তুমি অন্তর দিয়ে ভালবাসো না…'

'তার ওপর ভরসা করে বেরিয়ে পড়েছি কেন? লেটস্ নট টক অ্যাবাউট ইট ইয়েট।' থামল মিসেস গালা। আবার বলল, 'আমি বলতে চাই, ব্যাপারটা খুব একটা রোমান্টিক নয়। যাকগে, আমি এখানে আমার বিপদ-আপদের পাঁচালী শোনাতে আসিনি।' ইতস্তত করল ও, 'রাজা!'

'বলো।'

'আমাকে উদ্ধার করো,' মিসেস গালা হাসবার চেষ্টা করল, 'চুপ করে আছ কেন? কথা বলো—আমি সহজ হতে পারছি না। তুমি বুঝতে পারছ না?' লম্বা করে হাসল ও, 'একজন পুরুষের রুমে ঢুকেছি আমি। পুরুষটি জানে কারণটা। এরপর কি করার আছে মেয়েটির? স্রেফ কাপড়-চোপড় খুলে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়বে—নগ্ন বাহু তুলে আহ্বান জানাবে পুরুষটিকে? তার চেয়ে একটু ড্রিঙ্ক করে নিলে ভাল হয় না?'

'তার আগে আলোচনাটা সেরে নিলে হয়। তোমার যৌবন বেচে কি কিনতে চাও, গালা?'

দ্রুত দম আটকে অধৈর্য হয়ে উঠল মিসেস গালা, 'তোমাকে নিয়ে দেখছি সত্যি মুশকিল। তুমি কাজটা করতে রাজি হলেও বিশ্বাস করব না তোমাকে আমি। আমি জুয়ো খেলতে চাই। আমার দেহের বদলে তোমার কাছ থেকে সততা আশা করি আমি। আগে আমাকে নাও—তারপর সেকথা হবে। বিশ্বাস করো, ষোলো বছর ধরে আমি এমন একজন লোকের সাথে ঘর করেছি যার কাছে সবচেয়ে আগে ছিল সাইন্স, তারপর সেক্স। বিশ্বাস করো, রাজা, যা দেব তারচেয়ে বেশি দামী কাজ তোমাকে আমি করতে বলব না।'

রানা অনুভব করছে, কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন সত্যতা আছে। কিন্তু কি ধরনের? জানা নেই রানার। বলল ও, 'তোমার কথা হৃদয় স্পর্শ করছে বলে মনে হচ্ছে।'

সিধে তাকাল ও রানার চোখে, 'সে চেষ্টাই করছি আমি। তোমাকে দেশের

সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলব না, কিংবা তোমার কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করতে পরামর্শ দেব না। ওরকম কিছুই না। আমি চাই যখন শো-ডাউনের সময় আসবে তখন…তখন আমার দিকে কেউ থাকুক। তার কাজ হবে দেখা। আমি চাই সে দেখুক কি চমৎকার ডিল করি আমি। ব্যক্তিগতভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ করুক সে। আমি খুশি হয়েছি এই জন্যে যে তুমি টাকার ওপর ঝুঁকে পড়োনি। টাকা যারা নেয় তাদের কাছে কিছুই আশা করা যায় না।'

'মূল্য তুমি দিচ্ছ—তার বদলে কাজের চুক্তি,' রানা বলল, 'মূল্যটা তুমি যেভাবেই দাও না কেন, সে যে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে এমন আশা করতে পারো?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ও, 'বুঝতে পারছ না তুমি, রাজা। তোমাকে কিনতে চাইছি না আমি। আমি যা চাই তা হচ্ছে শুধুমাত্র তোমার দৃষ্টিটুকু। চোখের নয়, মনের দৃষ্টি। আমি চাই "আসল আমাকে" তুমি দেখো। এক ঝুড়ি ইনফরমেশন পড়ে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা তোমার হয়েছে তা ভুলে যাবে তুমি, রাজা। দোহাই তোমার, তুমি আমাকে তোমার মনের চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করো; তুমি যা শুনেছ আমার সম্পর্কে—আমি তা নই। তুমি, ড. র‍্যাটারম্যান, সেই দু'জন এজেন্ট, মাহলার—তোমরা সবাই আমাকে যা ভাব আমি তা নই। রাজা, আমি অত খারাপ মেয়ে নই—আর অত চালাকও নই।' করুণ হয়ে উঠল ওর মুখের চেহারা, 'আমি একটা মেয়ে, সাধারণ মেয়ে। তোমাকে দেহদান করে এই সামান্য কথাটাই বোঝাতে চাই আমি… কি যে হলো…কই, তুমি লিকার রাখো কোথায়? প্রথম পদক্ষেপ ওটাই হওয়া উচিত, তাই না?'

'শিওর,' রানা বলল, 'প্রথম পদক্ষেপ।' সুটকেস খুলে একটা পেপার ব্যাগ থেকে স্কচের বোতলটা বের করল রানা। কথাটা মনে পড়ে গেল। শেষবার এই বোতলটা থেকে মদ ঢেলে পান করার কথা। ওর সঙ্গে সেই রাতে ছিল একজন। তার সঙ্গে কি ঘটেছিল রানার। এবং পরে তার কপালে কি ঘটেছিল। সব মনে পড়ল।

রানা বলল, 'বরফ আনিয়ে রাখার কথা ভাবিনি সঙ্গত কারণেই। রিং করব?'

'দরকার নেই,' গ্লাসটা নিল মিসেস গালা রানার হাত থেকে, 'এবার তুমি বসো এই চেয়ারটায়। যাতে করে বেসামাল হয়ে গিয়ে তোমার কোলের ওপর ঢলে পড়তে পারি।' তাকিয়ে রইল ও গ্লাসে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে। রানা কথা বলছে না। মিসেস গালা আবার বলল, 'এদিকে এসো, রাজা, সাহায্য করো না ছাই আমাকে। বিছানায় গিয়ে আমার তরফ থেকে করণীয় আছে নাকি কিছু?…আর কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারটা কিভাবে কি হবে?'

'সে কি! র‍্যাটারম্যান বা মাহলার কি কখনও তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল না—এই সময়টায়?'

'না, ডিয়ার।' মুখ কোঁচকাল মিসেস গালা, 'ওরা দু'জনই পারফেক্ট জেন্টলম্যান, সব সময়—জাহান্নামে যাক ওরা। এদিকে দেখো, রাজা, আমার মধ্যে ভুল-ত্রুটি দেখছ কোন? তবে—তবে কেন দেরি করছ তুমি? জানো, এখানে এসেছি আধঘণ্টা হয়ে গেছে—মানে, সেই রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তুমি আমাকে চুমোও

খাওনি।'

খেলো রানা। বলল, 'তুমি চাইছ যখন। ও-কে।'

'এরপর?'

রানা বলল, 'দু'টি নিয়মে তুমি এগোতে পারো। ধীরে ধীরে, চেখে চেখে, রসিয়ে রসিয়ে—নম্বর এক। দু'নম্বর—স্লেভ-অভ-সাডেন-প্যাশন রুটিন। প্রথমটায় আরও মদ আরও সময় লাগবে। দ্বিতীয়টায় কোন সময়জ্ঞান নেই—যখন-তখন।'

'খোলার ব্যাপারটা কিভাবে চলে? আগে জুতো না কাপড়?'

রানা হাসল, 'ড্রেস, বাই অল মীনস্। জুতো যতক্ষণ সম্ভব পরে থাকো।' রানা দেখল মিসেস গালা পিছন দিকে জিপারে হাত দিচ্ছে, 'হোল্ড ইট।'

'কি হলো?' গ্লাসটা রেখে দিয়ে অবাক হয়ে তাকাল গালা।

'নিয়ম ভুল করছ। পুরুষের কাজ ওটা। ঘুরে দাঁড়াও।'

সামান্য একটু ইতস্তত করল, তারপর পিঠ করল রানার দিকে মিসেস গালা। লিনেনের ব্লু জাম্পারের হুক খুলল রানা। বোতাম খুলল ব্লাউজের। কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না রানার। মিসেস গালার দেহ ভোগ করার তাড়না ওর নেই। জটিলতা বাড়িয়েই তোলা হবে তাতে। বুঝতে পারছে রানা। গালা বোকা নয়। একসাথে বিছানায় শোবার সুযোগ দিচ্ছে ঠিক। কিন্তু নিজের ধারণা বদলাবে না। রানা জানে।

মসৃণ নগ্ন কাঁধে হাত রেখে রানা বলল, 'হয়েছে।'

মিসেস মাথা ওঠাতে পারছে না। বলল, 'তুমি অন্তত কোটটা খুলে রাখো। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র একজন মেয়ে চায় তার সঙ্গের পুরুষটিও...।'

রানা হাসল। মিসেস গালা বলল, 'এই যে তোমাকে সাহায্য করছি আমি।' কোট খুলতে সাহায্য করল ও। রানা ডাকল, 'গালা।'

রানার টাইয়ের নট নিয়ে ব্যস্ত মিসেস গালা, 'বলো।'

'খেলাটা অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। এ খেলায় কি জিততে চাও তুমি?'

হাতটা স্থির হয়ে গেল মিসেস গালার। রানার সরাসরি প্রশ্ন চমকে দিয়েছে ওকে। কথা বলার সময় নির্বিকার শোনাল ওর গলা, 'জানি না কি বলতে চাইছ তুমি।'

'শুধু একটা কথাই বলতে চাই, দেহ দিয়ে মানুষের বন্ধুত্ব কেনা যায় না। ভালবাসা তো নয়ই। আমি একটি অত্যন্ত উদার লোক। এসব ভণিতা না করে যা চাইবার সরাসরি চাও। খুব সম্ভব আমি রাজি হয়ে যাব।'

'এমনিতে ভরসা পাব না আমি। তোমার বন্ধুত্ব চাই আমি তীব্রভাবে। কিছু দিয়ে আগে কৃতজ্ঞ করতে চাই আমি তোমাকে। যৌবন ছাড়া এই মুহূর্তে দেবার কিছুই নেই আমার।'

'বেশ। শো-ডাউনের সময় তুমি একজন বন্ধু চাও। যে-কোন মূল্যে। বিশ্বাস করলাম। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হলো। ঠিক আছে, কোটটা নাও আমার।' খানিকক্ষণের নিস্তব্ধতা। ফিরে এল মিসেস গালা। ব্যস্ত দেখাল ওকে বোতল নিয়ে। রানা বলল, 'এবার তুমি বিছানায় উঠতে পারো, গালা। সহজভাবে বসো।'

'এভাবে?'

রানা এগিয়ে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল ওর বসাটা। দুটো পা সমান্তরালভাবে মেলে দিয়েছে। হাতদুটো পিছনে। বিছানার উপর হাতের ভর দিয়ে বুকটা তুলে ধরেছে। চুলের কাঁটা খুলে নিয়ে বিশৃঙ্খল করে দিল রানা চুলগুলো। বলল, 'ভদ্রমহিলার ছাপ তোমার মধ্যে থেকে ঘুচছে না।'

রানা বসল ওর পাশে, 'একটি মেয়ের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটি তার রুমে আমাকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। দেহের লোভ দেখিয়ে। এদিকে তার দুই বন্ধু আমার রুমে ঢুকে একটা জিনিস খুঁজছিল। চুরি করার জন্যে। মেয়েটির কাজ ছিল আমাকে আমার রুমে যেতে না দেয়া। আমার একটি প্রশ্ন আছে, গালা। তোমার রুমে কি ঘটছে?'

আন্দাজে তীর ছুঁড়েছে রানা। লেগেছে জায়গা মত। মিসেস গালার চোখ দুটো সামান্য ছোট হতে দেখে বুঝতে পারল রানা।

মিসেস গালা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটির বন্ধু দু'জন যা খুঁজছিল তা পেয়েছিল কি?'

'পেয়েছিল,' রানা বলল, 'তাই আমি চাইছিলাম। এমন জায়গায় রেখেছিলাম জিনিসটা যাতে সামান্য খোঁজার পরই পেয়ে যায় সেটা। ওরা জানত না ব্যাপারটা আমি চাইছিলাম।'

প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল রানা। সন্তোষজনক। মিসেস গালাকে কেমন যেন থতমত খেতে দেখা গেল। বলল, 'তুমি খুব চালাক, রাজা, খুব চালাক,' সাবলীলভাবে বলল মিসেস গালা নিজেকে সামলে নিয়ে, 'মেয়েটির কি হলো?'

'দেখাচ্ছি,' রানা বলল, 'মেয়েটির কি হলো দেখাচ্ছি তোমাকে।' হঠাৎ প্রায় জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিল রানা মিসেস গালার নরম দেহটা।

দুই হাঁটু এক সাথে চেপে ধরে মিসেস গালা ককিয়ে উঠল, 'রাজা, প্লীজ···।' তারপরই রানা অনুভব করল মিসেস গালার হাতের আঙুলগুলো ওর পিঠের মাংস খামচে ধরছে। গালার কথা শোনা গেল, 'রাজা!'

'বলো।'

'তুমি আমাকে ভালবাসো?'

'পাগল—না। আমি কেবল একটি বোকা মেয়ের বোকামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি।' ঠোঁট দুটো ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানার। মিসেস গালা দম বন্ধ করে এপাশ ওপাশ করতে লাগল মাথাটা। এমন সময় ভেঙে পড়ল ওদের ব্যক্তিগত সুখ-সাম্রাজ্যের ছাদ। মেঝেটা ধসে গেল। দেয়ালগুলো ঢলে পড়ল। কে যেন নক করল দরজায়।

'মামি,' দ্বিধাভরা কিশোরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে, 'মামি, তুমি কি ভেতরে আছ? মি. রাজা, তুমি জানো আমার মা কোথায় আছে?'

নয়

'কংগ্রাচুলেশন,' রানা বলল। উঠে বসল ও বিছানার ওপর। মুখে এক টুকরো হাসি। চেয়ে রইল ওর পাশে বিছানায় শুয়ে থাকা মিসেস গালার দিকে। 'দারুণ টাইমিং। সময় মতই তোমার মেয়ে বাধা দিয়েছে।—কীহোল দিয়ে নজর রাখতে বলে দিয়েছিলে নিশ্চয়? আর ক'মিনিট দেরি হলেই তো তোমার সর্বনাশ হয়ে যেত।' রানা মাথার চুলে আঙুল চালাল।

মিসেস গালা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। বলে উঠল, 'কি বলছ, রাজা! তুমি কি সন্দেহ করছ মাঝ পথে এভাবে বাধা দেয়াটা…।'

টোকা পড়ল আবার দরজায়। রানা বলল, 'ওকে ভিতরে ডাকলেই তো পারো। বলো ওকে যে তোমাদের প্ল্যান সফল হয়েছে।'

'রাজা!' প্রায় চিৎকার করে উঠতে চাইল মিসেস গালা, 'রাজা, কসম খেয়ে…লাভ কি, তুমি বিশ্বাস করবে না,' উঠে এদিক ওদিক তাকাল ও, 'ফর গডস্ সেক, জুনো, হোটেলের সবাইকে জাগাবার দরকার নেই। আমাকে দু'একটা কাপড় অন্তত পরে নেবার মত সময় দে!'

একটু চমকে উঠল রানা। বলল, 'মেয়েকে কি বলছ সে খেয়াল আছে?'

'আমার আর জুনোর প্ল্যান, তুমি বললে না?' মিসেস গালা দ্রুত গলায় বলে উঠল, 'তাছাড়া বর্তমান দুনিয়ায় একটা পনেরো বছরের মেয়ে কি জানে না একজন পুরুষের বন্ধ রুমে একজন যুবতী মহিলা কি কাণ্ড করতে পারে? কাপড়গুলো দাও, প্লীজ। রাজা!'

'বলো।'

'তোমার ভুল। এভাবে বাধা পাবার কথা কল্পনাও করিনি আমি। তুমি যদি আমার কথা এখনও অবিশ্বাস করো তাহলে…এসো, শুরু করি নতুন করে—জুনো দরজা ভেঙে ফেলুক, চেঁচিয়ে হোটেল মাত করুক।'

'সেটা অতি-বাস্তব হয়ে যাবে,' রানা বলল।

'তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমার কি লাভ বলো। তাছাড়া নিজেকে কেন বঞ্চিত করব আমি? কি যে হচ্ছে আমার ভিতর, তা যদি তুমি জানতে। হাজার টুকরো হয়ে উড়ে যেতে চাইছে আমার শরীর।'

'মামি, প্লীজ!' জুনোর গলা। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ও। মিসেস গালা রানার দিকে ফিরে বলল, 'পাজীটাকে ঢুকতে দাও ভিতরে।' কাপড় পরতে শুরু করল ও। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল রানা। ব্লাউজের বোতাম আঁটছে মিসেস গালা। খুলে দিল দরজা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল জুনো ভিতরে। রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে।

'ঘরে কি বাজ পড়েছে? আমি ফিরলে খবরটা দেয়া যেত না?'

'মামি!' জুনো আতঙ্কিত, 'সেই…মানে সেই লোকটা, মামি!' জুনো সংক্ষেপে

সারল। তাকাল দ্রুত চোখে রানার দিকে।

মিসেস গালা ধমক লাগাল, 'বলে যা,' মোজা পরছে ও, 'ইউ. এস. গভর্নমেন্টের লোকগুলোর মত মি. রাজাও সব কথা জানে। হ্যাঁ, প্রায় সব কথাই। বলে যা।'

রানা অপেক্ষা করে রইল জুনোর দিকে তাকিয়ে।

'মানে, যেমন কথা ছিল, নির্দেশ মত এসেছে সে···বলল মামি. বলা কি ঠিক হবে?'

মিসেস গালা অধৈর্যভাবে হাত নাড়ল, 'মি. রাজা বোকা নয়, জুনো। ও জানে একজন লোককে সঙ্গে রেখেছি আমি···কোনও এক উদ্দেশ্যে।'

'তোমার মোজা উল্টো পরেছ, মামি···।' জুনো তবু বলতে রাজি নয়।

মিসেস গালা বলে উঠল, 'মোজা উল্টো করে পরলে দুনিয়া উল্টে যাবে না, জুনো। মাহলার তাহলে সময় মত পৌঁছেছে?'

'হ্যাঁ। মি. মাহলার এসেছে। সে আমাকে বলল···যে কথাটা তোমার জানা আছে,···যে কাজটা তোমার করতে হবে। সে চলে যাচ্ছিল এমন সময় নক হয় দরজায়। মি. মাহলার ক্লজিটে লুকোয়। দরজা খুলি আমি, ঘুম থেকে মাত্র উঠেছি এই ভান করে। লোকটা সেই গভর্নমেন্টের দু'জন লোকের একজন, যারা অনুসরণ করে আসছে আমাদেরকে···।'

'বুড়ো লোকটা, গিলফো?' প্রশ্ন করল রানা।

'না মাথা কামানোটা।' রানার দিকে তাকাল না জুনো উত্তর দেবার সময়, 'লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করেনি। মি. মাহলারকে নিশ্চয় দেখেছিল ঢোকার সময়। আমি···ভীষণ ভয় পেয়ে যাই, মামি! তার হাতে ছিল রিভলভার। বাধা দিতে পারিনি আমি! সে রিভলভারটা ক্লজিটের দরজার দিকে তুলে ধরে আর মি. মাহলারকে বেরিয়ে আসতে বলে মাথার উপর হাত তুলে···।'

জুনো থামতেই মিসেস গালা ধমকে ওঠে, 'তারপর কি হলো? থামলি কেন?'

'আমি জানি না!'

'জানি না মানে?' রানা দ্রুত প্রশ্ন করে উঠল।

'জানি না আমি!' জুনো আপত্তি জানাল, 'তোমরা দু'জন এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ো না আমার ওপর,' প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল জুনো, 'গভর্নমেন্টের লোকটা আমার দিকে খেয়াল দেয়নি। আমি চুপ করে পালিয়ে এসেছি···তোমাকে খবর দিতে। আর কিছু জানি না, মামি। মামি, ওরা আমাদের রুমেই আছে এখনও। বেরোলে দেখতে পেতাম আমি।'

কিরনান কি করছে গালার রুমে মাহলারকে নিয়ে রানা বুঝতে পারল না। মাথার ভিতর হাতুড়ির বাড়ি দিচ্ছে একটা কথা: মাহলার ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে। কলভিন বলেছে, 'মাহলারকে অক্ষত রাখতে হবে।···নিরাপদে যেন পালাতে পারে সে।'

মা আর মেয়ের মধ্যে দ্রুত একটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো। ফিসফাস করল ওরা আধ মিনিটের মত। শেষ হয়ে গেল কনফারেন্স। বেরিয়ে পড়ল ওরা। সকলের শেষে বের হলো রানা।

মিসেস গালা নিজের রুমের সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়ের দিকে তাকাল দ্রুত। জুনো মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে নক করল দরজার গায়ে মিসেস গালা।

অটুট হয়ে রইল নিস্তব্ধতা। তারপরই নবটা ঘুরল ভিতর থেকে। দরজা খুলে গেল দু'ফাঁক হয়ে। মিসেস গালাকে অনুসরণ করল জুনো। বেশ একটু দূরত্ব রেখে ভিতরে ঢুকল রানা।

ক্লজিটের দরজার কাছে অলসভাবে দাঁড়িয়ে আছে মাহলার। স্পোর্টস কোট আর স্ল্যাকসে স্বতন্ত্র চেহারা লোকটার। ওর পায়ের কাছে একটা ছোট অটোমেটিক পিস্তল পড়ে রয়েছে। কারও দখলে নয় সেটা। স্প্যানিশ, লম্বা ব্যারেল। সাইলেন্সার লাগানোর জন্যে ব্যারেলে খাঁজ কাটা। সাইলেন্সারটা জায়গা মত নেই। তাড়াহুড়ো করে লাগাতে গিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেনি মাহলার ক্লজিটের অন্ধকারে।

রুমের অপর অংশে, হলের দিকের দরজাটার কাছে. মাথা কামানো কিরনান। ঘামে ভিজে গেছে ওর মুখ। কামানো মাথাটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় চকচক করছে। মাহলারের দিকে রিভলভার তাক করে অনড় দাঁড়িয়ে আছে কিরনান। এক চুল পরিমাণ নড়াচড়া নেই ওর মধ্যে।

ভিতরে ঢুকেই মিসেস গালা মুখ-চোখ বিকৃত করে কিরনানের দিকে তেড়ে গেল, 'এটা আমার রুম। কি হচ্ছে এখানে জানতে পারি? তোমার পরিচয় যাই হোক কেয়ার করবার দরকার নেই আমার! কোন্ সাহসে তুমি আমার মেয়ে আর···আর আমার বন্ধুদের হুমকি দিতে ঢুকেছ?'

অধৈর্য ভাবে মুখ বাঁকাল কিরনান। বলল, 'আর একটাও কথা নয়। মুখে উত্তর দেব না এরপর। পিস্তলটা উত্তর দেবে আমার হয়ে।'

'মানে আমি একশোবার···।'

'খবরদার বলছি!'

মিসেস গালা মুখ খুলল, সাথে সাথে রাগে উন্মত্ত হয়ে চুপ করে গেল। শক্ত ঘানি। বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। কিরনান ঠোঁটের কোণে হাসল রানার দিকে একবার তাকিয়ে। কথা বলার সময় ওর চোখ মাহলারের উপর নিবদ্ধ। 'আশা করছিলাম, তুমি আসবে।' রানা অবাক হয়ে ভাবল, লোকটা আমাকে বন্ধু বলে ধরে নিচ্ছে। কিরনান বলছে, 'সেজন্যেই খুকিটাকে বেরিয়ে যেতে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়, যাবার সময় দেখেছিলাম বৈকি আমি। বুঝতে পারছিলাম ওর মাকে ডাকতে যাচ্ছে ও। সঙ্গে তুমিও থাকতে পারো ভেবে অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ। ভালই হলো। আমাকে একটা হাত ধার দিতে পারবে, রাজা?' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর। কিন্তু শেষের দিকটা আবেদনমূলক। এক ঘর শত্রুর মধ্যে শক্তিমানের মিত্র হতে আপত্তি করল না রানা। দ্রুত ভেবে নিল ও। বলল, 'কি করতে বলো, পার্টনার?'

'আগে অটোমেটিকটা তোলো, ওই যে। আমি সুন্দরীর কাছ থেকে কিছু তথ্য টেনে বের করি, জোকারটাকে ততক্ষণ কভার করে রাখো তুমি। সাবধান, আমাদের মাঝখানে এসে পোড়ো না। গোখরা সাপ ও। তাও আবার বুনো।'

এগিয়ে গেল রানা। বিপদের আশঙ্কা জানা আছে বলে সতর্কভাবে এগোল ও। নিরাপদ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'নির্দেশ দিলে সরবে, ছত্রিশ ইঞ্চির বেশি

না। পালন না করলে ডান গায়ে কিক মারব। সাঁইত্রিশ ইঞ্চি সরনে দু'বার কিক করব। তারপর তোমার দিকেই আগুন ঝাড়ব। রক্তে ভিজে যাবে সারা গা। শিফট।' মিসেস গালা দেখছে, রানা সচেতন সে ব্যাপারে। সকলের দিকে পিছন করে রয়েছে রানা, মাহলারের দিকে মুখ ওর। কথা বলার সময় চোখ টিপে ইঙ্গিত দিল রানা। মাহলার অভিজ্ঞ এবং সেই সাথে ভয়ঙ্কর। খুব সামান্য হলেও, একটু বড় হলো ওর চোখ দুটো। ইতস্তত করল এক সেকেন্ডের জন্যে। তারপরই সামলে নিল। সরে গেল ও। রানা পিস্তলটা তুলে নিল। সতর্কভাবে পিছিয়ে এল ও। পিস্তলটা চেক করল। আর কোন সমস্যা দেখতে পেল না রানা। করার মধ্যে দুটো কাজ এখন। ঘুরে দাঁড়ানো। তারপর গুলি করা। লুটিয়ে পড়বে কিরনান কিছু টের পাবার আগেই। রিভলভার হাতে একজন নার্ভাস লোককে সামলাবার সহজ আর একমাত্র নিরাপদ উপায়। কিন্তু ছি, একটা বাচ্চা ছেলেকে এভাবে মারবে ও?

শুধু একটি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না রানা। কুড়িয়ে নেয়া পিস্তল দিয়ে গুলি করার দৃশ্য শুধুমাত্র সিনেমায় চাক্ষুষ করা যায়। বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। অপরিচিত একটা অস্ত্রকে বিশ্বাস করা যায় না। কথা বলে উঠল রানা, 'ও. কে.' ঘুরে তাকাল না রানা, 'আমি ভার নিচ্ছি এর। চোখ গরম করে একবার তাকালেই গুলি করব,' মাহলারকে ইঙ্গিত করল আবার রানা। মাহলার মাথা নাড়ল অস্পষ্টভাবে। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে গেছে ও।

'অল রাইট, মিসেস গালা,' কিরনানের কর্কশ আনন্দিত গলা, 'ওই চেয়ারটায় বসো তুমি।'

রানা বাঁ দিকে আরও সরে গেল। মাহলারকে কভার করার সাথে সাথে আর সবাইকে দেখার সুযোগ হলো। সঙ্গত পদক্ষেপ। কারও কোন সন্দেহ হবার কথা নয়। এদিকে কিরনানের দিকে কয়েক পা সরে আসতে পারল রানা। দ্বন্দ্বে দুলছে সে। এই কুৎসিত হত্যা করতে হবে ওকে? ও দেখল মিসেস গালা চেয়ারটার কাছে গিয়ে ইতস্তত করছে। কিরনানের দিকে তাকাল একবার। বসে পড়ল কোন কথা না বলে। কিরনান জুনোর দিকে রিভলভার তাক করল এবার, 'তুমি এগিয়ে এসো আমার মুখোমুখি,' কর্কশ হতে চাইছে কিরনান, 'বহুত খুব। এবার ঘুরে দাঁড়াও আমার দিকে পিছন করে। হাত দুটো এবার পিছন দিকে আনো।' কিরনান এবার কিছু একটা করতে যাচ্ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। চোখের দৃষ্টিতে গোয়ার্তুমি। তারপর হঠাৎ জুনোর একটা কব্জি ধরে বাঁকা করে হাতটা তুলল বিপরীত দিকের কাঁধ বরাবর। হাত মুচড়ে ধরায় আর্তস্বরে ককিয়ে উঠল জুনো। বসে পড়ল তীব্র যন্ত্রণায়। আপত্তি করল রানা। বাঁ দিকে আর এক পা সরল ও। বলল, 'দেখো, পার্টনার, তুমি শুধু এই কারণে⋯।'

'এসবের বাইরে থাকো তুমি। তুমি সাধারণ একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। যেমন বলেছি, লোকটাকে সামলে রাখো শুধু। আমাদের কাজে নাক গলিয়ো না!' দ্রুত বলে উঠল কিরনান রানাকে বাধা দিয়ে, 'মিসেস গালা, তুমি এমন কিছু জানো যা আমরা জানি না। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা। আর না। ডকুমেন্ট সহ তোমাকে আমাদের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছি না। এটা

পরিষ্কার। তুমি এনভেলাপটা ফেরত নেবে পোস্ট অফিস থেকে। এই পূর্বাঞ্চলের কোন জায়গা থেকেই। এখন বলো জায়গাটার নাম। নয়তো শোনো তোমার নিজের মেয়ের একটা হাত কেমন মট্ করে ভেঙে যায়।'

মিসেস গালা ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জিভ দিয়ে। পাণ্ডুর হয়ে গেছে ওর মুখের চেহারা। বলল, 'তোমরা? তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেছ? আমি তো তোমাকে একা দেখতে পাচ্ছি। তোমার লীডার কই? হ্যাঁ, নেই তোমার লীডার এই মিশনে? সে জানে তোমার এই কাণ্ড?'

চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিকভাবে বদলে গেল কিরনানের, 'গিলফোর কথা ভেবো না এখন। আমার কথা ভাব। গিলফো এখন ওয়াশিংটনের সাথে জরুরী আলাপে ব্যস্ত। আমার নিজস্ব ধাঁচে হাত লাগিয়েছি আমি এতে।' কিরনান হঠাৎ সজোরে মোচড় দিল জুনোর হাতে, 'জিজ্ঞেস করো তোমার মেয়েকে, কেমন আরাম লাগছে।' জুনোর মুখে রক্ত উঠে গেছে, টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সারা মুখ। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মামি, মরে যাব···মামি···বলো ওকে···মামি···।'

কি করবে বুঝতে পারছে না রানা। অল্পক্ষণেই মৃত্যু ঘটবে কিরনানের। বেচারা ছেলেমানুষ। বীরত্ব আর ভয় মিশে বেসামাল হয়ে পড়েছে। বড় মায়া লাগল রানার। কিছু যেন টের পেয়েছে ছেলেটা। বিপদের গন্ধ পেয়েছে ইতোমধ্যে। দ্রুত তাকাল কিরনান রানার দিকে। ভরসা করা যায় না লোকটার উপর? তাকাবার সময় ঢিলে হয়ে গিয়েছিল বোধহয় জুনোকে ধরা হাতটার মুঠো। মুহূর্তে জুনো ওর গোটা শরীরটা বাঁকিয়ে ফেলল পলকের মধ্যে। শিকার হাত ছাড়া হয়ে যায় দেখে ঝুঁকে পড়ল কিরনান।

অকস্মাৎ একসাথে ঘটে গেল সব। মাহলার পকেটে হাত ভরে দিল দ্রুত। কিরনান লাথি মারতে গিয়ে তাকাল সেদিকে। জুনো তার পা-টা জড়িয়ে ধরল। মিসেস গালা উঠে দাঁড়িয়ে ডাইভ দিল—কিরনানের দিকে নয়। রানার দিকে।

আশ্চর্য হলো না রানা। মিসেস গালা রানার ভূমিকা সম্পর্কে জানে না কিছু।

মাহলার পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে ফেলেছে। কিন্তু সিগারেটের প্যাকেটটাকে ধরেছে ও রিভলভারের মত করে কিরনানের দিকে। কিরনান জুনোর হাত থেকে পা ছাড়াতে গিয়ে বসে পড়েছে মেঝেতে। একটা হাত ব্যস্ত সে কাজে। জুনো ওর পাশে। কিন্তু কিরনানের রিভলভার ধরা হাতটা মাহলারের দিকে লক্ষ্য স্থির করছে।

তৈরিই ছিল রানা। সরে গেল সাথে সাথে। মিসেস গালা কিসের সাথে ধাক্কা খেলো দেখবার সময় পেল না। আসল ঘটনা দেখতে চায় ও।

কিরনানের একটি মাত্র শট খুব ভাল হয়েছে। কিংবা খুব খারাপও বলা যায়। দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। মাহলারের বুকের কাছে শার্টটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে: মরে যাচ্ছে ও। কলভিনের মুখটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। কলভিন বলেছিলেন: মাহলারকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

হ্যাঁ, মাহলারের শটও সার্থক। কিরনান বেঁচে নেই। কপাল ফুটো হয়ে গেছে ওর।

ঠিক একই সঙ্গে গুলি করেছে কিরনান ও মাহলার। রানার পিস্তল গুলিবর্ষণ করেছে সিকি সেকেন্ড পর। দেয়ালের দিকে।

দশ

ঠোঁট ভিজিয়ে নিল গালা, 'কিন্তু তুমি…তুমি মারলে একজন ইউ.এস. এজেন্টকে।' মিসেস গালা দম নিল, 'আমি ভেবেছিলাম…মাথায় ঢুকছে না আমার…।' থেমে গিয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে রানার পিছন দিকে তাকিয়ে রইল ও। তারপর অদ্ভুত তীব্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার, 'নতুন কোন চাল, রাজা? তোমার বন্ধুকে বলো উঠে দাঁড়িয়ে মুখের রঙ মুছে পরিষ্কার হতে।'

'তুমি বলো।' রানা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাকাল। জুনো হাত পা মেলে দিয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। সেদিকে একমুহূর্ত তাকাল রানা। কথা বলল না। দ্রুত চিন্তা করছে ও। হোটেলের কেউ জাগেনি গুলির শব্দে। গুলির শব্দ হয়েছিল একটি মাত্র। কিরনানের। মাহলারের সিগারেটের প্যাকেটটা আগ্নেয়াস্ত্র কিনা জানে না মিসেস গালা। ভেবেছে রানার গুলিতে মরেছে কিরনান।

রুমাল বের করে পিস্তল থেকে হাতের ছাপ পরিষ্কার করল রানা। মাহলারের কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল ও। মাহলার দেয়ালে হেলান দিয়ে বুকে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে। রানা যখন দরজা খুলে করিডরে চোখ রেখেছিল তখনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে ও। মাহলারের হাতে পিস্তলটা ধরিয়ে দিল ও। প্যাকেটটা ঢুকিয়ে দিল পকেটে।

'কি করছ তুমি?' পিছন থেকে গালা জানতে চাইল।

'পরস্পরকে গুলি করেছে ওরা,' বলল রানা, 'একই সময়ে ট্রিগার টিপেছিল দু'জন। ভেরি নিট। পুলিস মেনে নেবে হয়তো।'

'কিন্তু সত্যি নয় ওটা,' বোকার মত বলে উঠল গালা, 'তুমি ওকে গুলি করেছ। গভর্নমেন্ট ম্যান! আমি দেখেছি!' বোকার মত তাকিয়ে রইল গালা, 'কেন?'

'বোকার মত প্রশ্ন কোরো না, গালা।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' ঠোঁট ভেজাল আবার গালা।

রানা বলল, 'অলরাইট, অলরাইট। তোমার কোন দোষ নেই। আমি খুন করেছি ওকে। ধরো, ওর ন্যাড়া মাথাটা পছন্দ হয়নি বলেই গুলি করেছি ওকে আমি। কে দোষ দিচ্ছে তোমাকে? শো-ডাউনের সময় তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে, সে কথা তুলছি না আমি। সে কথা ভুলেই গেছি।'

আতঙ্কে বেরিয়ে পড়তে চাইছে এখনও গালার চোখ দুটো, 'কি বলতে চাইছ…? আমি তোমাকে বলিনি…কখখনো বলিনি আমি ওকে খুন করার জন্যে…এ পাগলামি, নেহাত উন্মত্ততা,…তুমি…!'

'দেখো, গালা। লোকটার দিকে তাকাও। মরে গেছে, দেখছ? একটা লাশের

ব্যাপারে কথা বলে কোনই লাভ নেই। কিরনান কষ্ট দিচ্ছিল তোমার মেয়েকে। আমার মেয়ে নয় ও। কিন্তু অনেক হয়েছে—উঠতে সাহায্য করো জুনোকে।'

ফিসফিস করে আওড়াল গালা। 'আমি দুঃখিত। সত্যি, দুঃখিত আমি। ভাবতেও পারিনি তুমি···কিরনান গভর্নমেন্ট ম্যান, আর তুমি তাকে গুলি করলে! তার মানে তুমি ওর সাথে কাজ করছিলে না, সারাটা সময় ধরে সত্যিই তাহলে তুমি···?'

'নির্বোধ এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ। গতকাল বলেছি, আজও বলছি।' জুনো ঠোঁট নাড়ছে দেখে রানা ওর দিকে তাকাল, 'সব ঠিক আছে ওর?'

গালা জুনোর কাছে গেল। বলল, 'চশমাটা ভেঙে গেছে আর গলায় আঁচড় লেগেছে নখের। আর কিছু না। ঠিক তো, ডারলিং?'

জুনো উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলল ঠোঁট নেড়ে। মাথা ঘুরছে বোধহয় ওর। এগিয়ে এসে রানা বলল, 'যথেষ্ট বাজে খরচ হয়েছে সময়ের। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবার। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বেরিয়ে যাব আমরা। বুঝতে পারছ?'

গালা ইতস্তত করল। তাকিয়ে দেখল লাশ দুটো নিষ্পলক চোখে। কি যেন ভাবছে ও। তারপর রানার দিকে ফিরল, 'বেশ। কি করব আমি বলো?'

'গুড,' রানা বলে গেল দ্রুত, 'জুনোকে পোশাক পরাও। ঠিক যেমন পোশাক সন্ধেয় পরেছিল। তোমার মাথার পাখির বাসা ঠিকঠাক করে নিয়ো। একটা করে টুথব্রাশ ছাড়া কোন জিনিস সঙ্গে নেবার দরকার নেই। নিচে নেমে এদিকে-ওদিকে তাকাবে না ভুলেও। তোমরা যেন সুন্দর মন্ট্রিয়ল শহর দেখতে যাচ্ছ গাড়ি করে সন্ধ্যার পর।'

'তুমি কোথায় থাকবে?' এই প্রথম স্বাভাবিক শোনাল গালার গলা।

'রুম থেকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি আমি। গাড়িটা নিয়ে হোটেলের সামনে অপেক্ষা করব।' ঘড়ি দেখল রানা, 'ঠিক তিরিশ মিনিট পর হোটেলের সামনে পৌছানো চাই তোমাদের। আমি থাকব। গাড়িতে তোমরা উঠবে ধীরে সুস্থে। ও. কে.?' গালা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই বেরিয়ে পড়ল রানা করিডরে।

তিরিশ মিনিট নয়। রুম থেকে কয়েকটা জিনিস ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পগারপার টস্থ করল রানা। ফোন করে ফোক্সওয়াগেনটাকে হোটেলের সামনে আনার নির্দেশ জানাল। বেরিয়ে পড়ল ও।

মিসেস গালার রুম পেরিয়ে গেল রানা নিঃশব্দ পায়ে। মোড় নিল এলিভেটরের দিকে। এলিভেটরের বোতাম টিপতে উঠে এল সেটা। দরজা খুলল মৃদু যান্ত্রিক শব্দ করে। আবার বন্ধ হয়ে গেল। নামতে শুরু করল নিচে। রানা আগের জায়গাতেই অপেক্ষা করে রইল।

ওরা এল। মিসেস গালা তৈরি হয়ে নিয়েছে ইতোমধ্যেই। জুনোর ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে আসছে ও। জুনো চুল ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত নিজের। কোন দিকে তাকাচ্ছে না ওরা। মোড় নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ থমকে গিয়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল মিসেস গালা। জুনো থামল আরও দু'পা

এগিয়ে। এগোতে শুরু করল রানা। জুনোকে ছাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়াল ও। তারপর কোন কথা না বলে থিয়েটারের অভিনেতাদের মত ডান হাতটা বিস্তার করে দিয়ে সটান উপর দিকে ওঠাল। কষে একটা নাটকীয় চড় মারল মিসেস গালার গালে, 'বিশ্বাসঘাতিনী! পালাচ্ছ? দুটো লাশের দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে ভাল্লাগছে খুব?'

মিসেস গালা অসহায়ভাবে মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে রানার দিকে ফিরল, 'রাজা, আমি···।'

রানা পকেটে হাত ভরে ঝট করে ছোরাটা বের করে ফেলল। এক হাতেই সেটা খুলে বলে উঠল, 'আমি যথেষ্ট ভাল হবার চেষ্টা করেছি, গালা। তুমি আমাকে এক ঝুড়ি ঝামেলায় জড়িয়েছ। তবু অভিযোগ জানাইনি কোন। শুধু বলেছি একসাথে থাকতে, একসাথে থেকে ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে। আমি রুমের বাইরে পা দিতেই আমাকে বাদ দিয়ে ভেগে যাবার তাল খুঁজছ! মানেটা কি এসবের? আমাকে কি মনে করো, গালা? কার সাথে খেলছ বলে মনে করো তুমি? কচি খোকা? ডুডু খাই? এরপর আমার নির্দেশের বাইরে আধ ইঞ্চি পা ফেললে খুন করব তোমাকে নির্ঘাত। গেট মুভিং, বোথ অভ ইউ।'

'রাজা—' মিসেস গালা বোঝাতে চাইল করুণ গলায়, 'রাজা, প্লীজ, আমি···।'

'কোন কথা শুনতে চাই না আমি,' রানা কঠোর, 'পা বাড়াও।'

এলিভেটর নিচে নামল। গাড়িতে উঠল ওরা চুপচাপ। ড্রাইভিং সীটে বসে পিছন ফিরে চোখ দুটো রাঙিয়ে নিঃশব্দে আর একবার সাবধান করে দিল রানা। ধীরে ধীরে এগোল গাড়ি। দুটো ব্লক পর স্পীড উঠল গাড়ির।

বিরাট শহর মন্ট্রিয়ল। কয়েক ঘণ্টা সময় লাগল সীমানা ত্যাগ করতে। গাড়ির রেডিওর উপর নত হলো রানা। ক্যানাডার লোকাল সবগুলো স্টেশন থেকেই প্রাদেশিক সঙ্গীত প্রচারিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় অ্যানাউন্সমেন্ট। চেষ্টা করে চলল রানা। অবশেষে টেলিফানকেন রেডিওতে একটা স্টেশন পাওয়া গেল। আঞ্চলিক টান থাকলেও ইংরেজিটা বুঝতে পারার মত।

গোটা দুনিয়া আগের মতই নরক হয়ে রয়েছে। অ্যারোপ্লেনগুলো বৃষ্টির মত ভূপাতিত হচ্ছে সর্বত্র। জাহাজগুলো ডুবছে, গাড়িগুলো ধাক্কা খাচ্ছে, ট্রেন লাইনচ্যুত হচ্ছে, অ্যাটমবোমা আবার হারিয়েছে একটা, ইউ. এস. নেভি হারানো সাব-মেরিন খোঁজার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এখনও।

গাড়ি চলছে। রানা শুনছে আর ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছে। অ্যাসাইনমেন্টে সব কথা বলে দেয়া হয় না, তা সত্যি। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে আন্দাজ করা যায় আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে। প্রশ্নটা বিরক্ত করছে রানাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কিছুই জানানো হয়নি ওকে। রেডিওর খবর শুনেও নিজের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ ধারণা হচ্ছে না রানার। প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কি আছে এনভেলাপে? কোন্ দেশ চাইছে ওটা? মাহলার কোন্ দেশের এজেন্ট ছিল? সি. আই. এ. চীফ কলভিন কেন এমন উদগ্রীব বিদেশী শত্রুর হাতে ডকুমেন্টগুলো তুলে দিতে? ডকুমেন্টগুলো যদি নকল হয় তাহলে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা তা ধরতে

পারবে না এমন নয়। ডাবল গেম?

খবর পড়া শেষ হলো। মন্ট্রিয়লের মোটেলে একজোড়া খুন সম্পর্কে কোন কথা নেই। রানা যুক্তি দিয়ে বিচার করল বর্তমান অগ্রগতিটা। গিলফো যদি তার পার্টনারের খোঁজ শুরু করে দিয়ে থাকে তাহলে খুব বেশি দূরে সরে আসতে পারেনি ওরা। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। পিকনিক এরিয়ার কাছে পৌঁছে গেছে গাড়ি খানিক আগে। রাস্তা থেকে সরিয়ে নিল রানা। ভিতরে ঢোকার জন্যে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কর্দমাক্ত মেঠো পথ ধরে চালিয়ে দিল গাড়ি। তারপর আশপাশ এবং পিছনটা দেখে নিয়ে ব্রেক কষল।

সিধে হয়ে উঠল মিসেস গালার দেহটা। চেয়ে আছে সে রানার দিকে।

'অলরাইট, লেডিস,' বলল রানা, 'প্রথম দৃশ্য মঞ্চস্থ হয়েছে চমৎকার ভাবে। এবার দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রস্তুতি। কেউ বলে দিক এখন কোন্‌দিকে যেতে হবে আমাকে।' রানা অপেক্ষা করে রইল শোনার জন্যে। কথা বলল না দু'জনার কেউ। ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস গালার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'কথা মত কাজ করো, গালা। আমি কিরনান হতে চাই না।'

'কিরনান?'

'যাকে গুলি করে মারলাম তার নাম।'

'কি জানতে চাও তুমি?'

রানা বলল, 'এই তো ভদ্রমহিলার মত কথা। এই মুহূর্তে সত্যি সত্যি কিছু জানতে চাই না আমি। চাই শুধু দিক নির্ণয় করতে। বলে দাও।' রানা চুপ করল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না মিসেস গালার তরফ থেকে। নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে। দৃষ্টি ওর জুনোর দিকে, 'বেশ। জুনো, নেমে পড়ো। কোট খুলতে হবে তোমাকেই। নিখুঁত সেবা না করলে মন ভরবে না আবার আমার। এসো, দেরি সহ্য করতে পারব না···।'

'মামি!' ককিয়ে উঠল জুনো, 'ওকে বলে দাও, মামি! ফর হেভেনস্ সেক টেল হিম!···আর আমি সইতে পারব না কোন রকম অত্যাচার। প্লীজ টেল হিম।'

মিসেস গালা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলল, 'নর্থ-ঈস্ট, রাজা। কুইবেক সিটি ছাড়িয়ে অনুসরণ করো সেইন্ট লরেন্স। কিন্তু সাউথ ব্যাঙ্ক ধরে থাকবে। Riviere-du-Loup-এর দিকে এগোতে থাকো তারপর মোড় নেবে Fredericton-এর দিকে।' সামান্য নীরবতা তারপর আবার মুখ খুলল মিসেস গালা, 'কিছুক্ষণের জন্যে ব্যস্ত রাখবে তোমাকে ওটা। খুশি, রাজা?'

'শিওর,' রানা বলল। ও জানত কোথায় যেতে হবে কোন্ দিক দিয়ে। তবু পরীক্ষা করে নিল মিসেস গালাকে। ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেনি সে। ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চিন্ত হলো রানা কিছুটা। কিন্তু অবাকও কম হলো না।

এগারো

'কি বলতে চাও, রানা?' কলভিন বললেন, 'মাহলারকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলাম এ অপারেশনে ততটা ছিল না তার গুরুত্ব?'

'সামথিং লাইক দ্যাট, স্যার। নট এসেনশিয়াল, এনিওয়ে।'

'অদ্ভুত ঠেকছে, রানা। আফটার অল, আমাদের তথ্য অনুযায়ী মাহলারকেই পাঠানো হয়েছিল হোয়াইট ফলস্-এর কাজ সমাধা করার জন্যে। মিসেস গালা ওর খেলার পুতুল হয়েছিল পরে।'

ফোক্সওয়াগেনের কাঁচ ভেদ করে রানার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মিসেস গালা আর জুনোর দিকে। রানার কাজের অবসরে ফিসফাস করে আলাপ করে নিচ্ছে দু'জন। ধীরে পায়চারি করছে ওরা কাঁচা পথের উপর। রানা বলল, 'তথ্যতে কোথাও ভুল আছে কিনা আমার জানা নেই, স্যার। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য রকম। কোথাও কোন একটা ব্যাপার সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অন্তত আমি বলতে বাধ্য যে ওরা মিসেস গালাকে নিয়ে ভুল করেছে।'

'ইন হোয়াট ওয়ে, রানা?'

'মাহলার সম্পর্কে পাগল বলেই এত সব কাণ্ড করেছে সে—এই রকমই তো আমাদের ধারণা? কিন্তু মাহলারের জন্যে সে পাগল এমন কোন লক্ষণ তার মধ্যে আমি দেখিনি। স্বামীর অবহেলাবশত খেপে গিয়ে দু'একবার মাহলারের শয্যা-সঙ্গিনী হয়েছে সে—এর বেশি মাথা ব্যথা ওর মধ্যে দেখিনি মাহলার সম্পর্কে। একজন ইউ. এস. এজেন্ট নিহত হওয়াতে ওকে বরং অত্যন্ত বিচলিত হতে দেখেছি আমি।'

'আবেগ যদি ওর শক্তির উৎস না হয়ে থাকে···।'

রানা বাধা দিয়ে জানাল, 'আমার ধারণা মাহলার অন্যভাবে কাজ করাচ্ছিল ওকে দিয়ে, স্যার। ছোটখাট কোন উপায়ে নয়—বিরাট বড় কোন উপায়ে।'

'লোকটা মৃত এখন। তা সত্ত্বেও তোমার মনে হয় ও নিজে মাহলারের কাজ সফল করতে চায়?'

'চায় বা বাধ্য হয়ে চায়। চাবুক হয়তো ছিল মাহলারের হাতে,' রানা বলে গেল, 'সেটা হাত বদল হয়েছে অন্য কারও কাছে। এই পূর্বাঞ্চলেই সে হয়তো উপস্থিত আছে। তা যদি নাও হয় কিংবা মাহলার মরে যাবার সাথে সাথে সম্ভাব্য ব্ল্যাকমেইলিংয়েরও সমাপ্তি ঘটে থাকে, তবু কি করার আছে ওর? কাজটা ওকে শেষ করতেই হবে। ফিরে যেতে পারে না ও এখন আর। ফেরত যাবে কোথায়? শত্রু, স্বামী, আইন, চারটে লাশ—এসবের মধ্যে? বিচারের সময় সব ব্যাপারেই ইনভেস্টিগেশন হতে বাধ্য। এখন আর থামা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।'

'তুমি বলতে চাইছ কোথাও যেতে হবে ওকে। কোথায়?'

'তাই যাচ্ছিল, আমাকে বাদ দিয়ে। মাহলার পালাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল,

স্যার। সে-কথা সে কিশোরীটাকে জানিয়েও গেছে। সেখানেই যেতে চাইছিল ওরা। একটা কথা। মাহলার এসেছিল কিভাবে? প্লেন, জাহাজ, মোটর? আসার মাধ্যমটা জানতে পারলে যাবারটা সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে।'

'আমরা যাদের কাছ থেকে তথ্য পাচ্ছি তারা সব কথা বলতে রাজি নয়, রাজা। তবুও চেষ্টা করব আমি জানতে।'

'যারা এত রক্ষণশীল তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, হেনান নামটা তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করে কিনা।' রানা নতুন সুরে কথা বলছে, 'গ্যাস্টন হেনান। ফ্রেঞ্চ হারবার। বাস করে লোকটা ওখানে। একটা বোট আছে ওর। আমার ম্যাপ অনুযায়ী ফ্রেঞ্চ হারবার ছোট উপকূলবর্তী গ্রাম—কেপ ব্রিটন আইল, নোভাস্কোটিয়ায় অবস্থিত। এক্স-মাইনিং টাউন ইনভারনেস থেকে তিরিশ মাইলের মত দূরে।'

'গ্যাস্টন হেনান,' কলভিন বললেন, 'ফ্রেঞ্চ হারবার। কি প্রতিক্রিয়া আনে দেখব আমি। এটুকুই বলেছে মাহলার কিশোরীটিকে?'

'হ্যাঁ, যদি মিথ্যে হয়ে না থাকে। এই খবরটাই মাহলার জুনোকে দিয়ে গালাকে জানাতে চেয়েছিল নিহত হবার আগে। গালা এনভেলাপ উদ্ধার করবে আগে। তারপরের নির্দেশ ছিল ও মাহলার বা হেনানের সাথে দেখা করবে। দেখা করবে নির্দিষ্ট ওয়াটারফ্রন্ট জয়েন্টে। আগামীকাল সন্ধ্যা ছ'টায়। ইন কেস অভ ইমার্জেন্সি, যদি কোথাও কোন গোলমাল ঘটে যায়, তাহলে গালাকে একটি জেনারেল স্টোরে গিয়ে কোড ওয়ার্ডে মেসেজ রেখে আসতে হবে হেনানের জন্যে। জুনো কোড জানায়নি আমাকে। স্বাভাবিকভাবেই চেষ্টা করব কোড জানার জন্যে।'

'তুমি বলতে চাও পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মিসেস গালা এগিয়ে যাবে?'

'বেছে নেবার বিকল্প কোন উপায় ওর নেই, স্যার। ইনভারনেস থেকে এনভেলাপটা নিতে হবে ওকে। বিদেশে ও পালাতে চাইছে। এনভেলাপ ছাড়া হেনান সঙ্গে নেবে না ওকে। একটা কথা, স্যার। মাহলারের টাইম টেবল ফলো করতে হবে। ক্যানাডিয়ান পুলিসরা যাতে গোলমাল না করে তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে। বিশেষ কিছু না। ওরা পরস্পরকে গুলি করেছে। মাহলারকে কিরনান, কিরনানকে মাহলার। দৃশ্যমান এই সত্যটুকু দু'দিনের জন্যে ক্যানাডিয়ান পুলিস বিশ্বাস করলেই হবে। বিশ্বাস করাবার ভার নিতে হবে আপনাকে।'

'দেখব আমি। কিন্তু গিলফোর ব্যাপারে?'

'এখন কোন রকম বিশৃঙ্খলা চাই না আমি। এখনও সাত আটশো মাইল পড়ে রয়েছে আমার সামনে। ওকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন আপনি। ওর ডিপার্টমেন্ট কিরনানের মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে ডেকে পাঠাতে পারে ওকে।'

'বোধহয় তা সম্ভব হবে না। ওর ডিপার্টমেন্টের ওপর আমার কর্তৃত্ব নেই। তবু দেখব আমি। যদি না পারি, তাহলে? ওর ওপর মায়া-মমতা বোধ করছ নাকি বিশেষভাবে?'

রানা চুপ করে রইল। কলভিন সিরিয়াস হয়ে পড়লেন, 'শোনো, রানা। গিলফো

বা যে-কেউ, এমনকি জুনোও যদি তোমার উদ্দেশ্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়—কিল দেম। কারও প্রতি দয়া দেখাবার জন্যে তোমাকে পাঠানো হয়নি এ অপারেশনে, রানা। কিল দেম দেন অ্যান্ড দেয়ার। পরিষ্কার?'

'ইয়েস, স্যার।'

রানা শুনল কানেকশন অফ হয়ে গেল অয়্যারলেসের অপর প্রান্তে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলল ও। যন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া টানল ও বুক ভরে। ফিরে আসছে মিসেস গালা আর জুনো।

'ব্যক্তিগত কাজ শেষ হলো?' মিসেস গালা দূর থেকে জানতে চাইল। কাজের কথা বলে সরিয়ে দিয়েছিল ওদেরকে রানা। মিসেস গালা স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করছে। কোন মতলব আছে নাকি রে বাবা। কাছে এসে দাঁড়াতে রানা বলল, 'আর বোলো না, আমার বসের সাথে কথা বলছিলাম। এফ. বি. আই. পিছু লেগেছে বসের। মার্ডার সম্পর্কে জেরা করেছে। রেগে গেছে বস্ আমার ওপর।'

মিসেস গালা আগে উঠল গাড়িতে। জুনো কোন কথা না বলে উঠে বসল ওর পাশে। রানা পিছন দিকে মুখ করে বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে, গালা। যেভাবেই হোক, দেশের বাইরে পালাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমাকে। তোমার মেয়ে ইতোমধ্যেই বলেছে গন্তব্যস্থানের কথা। ফ্রেঞ্চ হারবার। কিন্তু এবার তোমাকে মুখ খুলতে হবে। স্টীমবোটের টিকিট কোথা থেকে আর কিভাবে সংগ্রহ করা যায় বলো তো, গালা।'

মিসেস গালা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। বলল, 'কি বলতে চাও তুমি?'

'চালাকি করার চেষ্টা কোরো না,' রানা বলল, 'সবাই বড় কোন একটা ব্যাপারের পিছন পিছন ছুটছে। তুমিই জানো কিসের পিছনে ছুটছ তুমি। হ্যাঁ, জিনিসটা চাই আমি। মাহলারকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম আমি শেষ মুহূর্তে। লোকটা বেঁচে গেলে নিশ্চয় সাহায্যের প্রতিদান দিত। কিন্তু তার বন্ধু হেনান দেশের বাইরে আমার পালাবার ব্যবস্থা করতে চাইবে না। সুতরাং তোমার জিনিসটা আমার দরকার। হেনানের সাথে চুক্তি করতে হলে ওটা ছাড়া আমার চলবে না।'

'রাজা…রাজা, তুমি কি আমাকে হুমকি দিয়ে…'

'বাজে কথার সময় নেই, গালা। একটা কথা ভুলে যেয়ো না। তুমি আর আমি দু'জনাই এখন অসহায়। দু'জনকেই দেশ ত্যাগ করে পালাতে হবে। অপরদিকে তোমার চেয়ে সব দিক দিয়ে চালু আমি। পারবে না আমার সাথে চালাকি করে। সিধে আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হবে।'

জুনো কথা বলে উঠল, 'কি দরকার, মামি! বিপদ ঘটবে, মামি!' ভয় পেয়ে যেন হাঁপাতে শুরু করেছে জুনো, 'বলে দাও ওকে, মামি।'

মিসেস গালা বলল, 'রাজা, তুমি জানো কি চাইছ তুমি?'

'না। জানবার দরকারও নেই আমার। জিনিসটা যে মূল্যবান তাতে আর সন্দেহ কি,' রানা বলে গেল। 'মূল্যবান বলেই তো দরকার। ওটার বদলে আমাকে দেশ ত্যাগ করতে সাহায্য করবে ওরা। নগদ কিছুও আশা করি উপরি হিসেবে। নতুন

কয়ে বিদেশী জীবন শুরু করতে হলে টাকা দরকার।'

'জিনিসটা আমার স্বামীর…মানে ইউ. এস. গভর্নমেন্টের সিক্রেট ইনফর্মেশন। কোন একটা প্রজেক্টের। ভেরি সিক্রেট ইউ. এস. গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট।'

'তাতে কি?' রানা তীক্ষ্ণভাবে হাসল, 'গালা, তুমি চালাকি করে আমার সাথে পারবে না।'

গালা চুপ করে রইল। রানা অপেক্ষা করছে। জুনো কথা বলছে না। কিন্তু ওর ঘন ঘন ভারী নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। রোড ম্যাপ বের করল রানা পকেট থেকে। ডান দিকের আলোটা জ্বেলে দিল ও। চেক করল ইনডেক্স। বলল, 'ইনভারনেস, J-6,' তাকাল গালার দিকে রানা একবার, 'হিয়ার ইউ আর, ফ্রেঞ্চ হারবার থেকে সামান্য নিচে। গালা, সত্যি কথাটা বলতে পারো তুমি—ভাল চাইলে। ইনভারনেসের কোথায়?'

ইতস্তত করল গালা। বলল, 'পোস্ট অফিসে।'

'আই. সি। নিজের কাছেই পোস্ট করেছ। ব্রাইট গার্ল। কি নামে?' রানা তাকিয়ে রইল। গালা পাশ ফিরে তাকাল জুনোর দিকে। যেন অনুমতি পাবার আশায়। জুনো দ্রুত গলায় জানাল, 'বলো, মামি। প্লীজ টেল হিম। আফটার অল, ঝামেলায় আমরা সবাই একসাথেই জড়িয়ে পড়েছি, মামি! মি. রাজার গাড়ি দরকার আমাদের, নয় কি?'

গালা নিঃশ্বাস ফেলল, 'এলিজাবেথ। এলিজাবেথ ডে।'

'গুড,' রানা নরম সুরে বলল, 'গুড। দুঃখিত, খারাপ ব্যবহার করতে হয়েছে বলে। মিসেস এলিজাবেথ ডে। ইনভারনেস। নোভাস্কোটিয়া।' রানা নিশ্চিন্ত হলো। ব্যাপারটা এখন পাবলিক রেকর্ড। যখন যেমন দরকার ব্যবহার করতে পারে রানা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘাড় ফিরিয়ে জুনোর দিকে তাকাল ও। বলল, 'ধন্যবাদ, মিস র‍্যাটারম্যান।' জুনো তাকাল সিরিয়াস, নগ্ন দৃষ্টিতে রানার দিকে। ভয় পেয়েছে মেয়েটা। রানা বলে উঠল, 'চশমায় তোমাকে মানায়। চশমা ছাড়া কেমন অপরিচিত ঠেকছে তোমার চোখের দৃষ্টি। কই, দাও তো দেখি সেটা। আপাতত জোড়া লাগানো যায় কিনা দেখি।'

জুনো পিছনে সরে যাবার চেষ্টা করল। অথচ পিছনে সরবার জায়গা নেই। বোকা মেয়ে ভয় পেয়েছে—রানা ভাবল। ভ্যানিটি ব্যাগটা শক্ত করে ধরেছে। কেড়ে নেবে মনে করেছে বোধহয়। মাথা নাড়ল ও। আপত্তি করছে চশমাটা দেখাতে। হাত বাড়িয়ে ধরল রানা জুনোর হাতটা। বাঁ হাত দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

একেবারে অচল হয়ে যায়নি চশমাটা। কাজ চালানো যায় কোন রকমে। ছুরির নখ দিয়ে স্ক্রু এঁটে দিল রানা। রুমাল বের করে কাঁচ জোড়া মুছল ভাল করে। কি মনে করে চোখের সামনে তুলে ধরল চশমাটা।

গাড়িতে কোন রকম শব্দ হচ্ছে না। কেউ নড়ছে না। চেয়ে আছে রানা কাঁচের ভেতর দিয়ে। ওর মনে পড়ে যাচ্ছে আর একটা চশমার একজোড়া কাঁচের কথা। ট্রেইলারে রেখেছিল সেটা রানা। অত্যন্ত পাওয়ারফুল ছিল কাঁচ জোড়া। কিন্তু এ

দুটো সেই একই লেনসের নয়। কাছাকাছি বলেও মনে হলো না রানার। এটায় কোন রকম পাওয়ারই নেই। স্রেফ সাদা, পাওয়ারলেস চশমা এটা।

বারো

তারপর নড়ে উঠল কেউ। পিছনের সীটে জুনোই নড়ে উঠল। পিছন থেকে একটা হাত বের করে আনল সে। কিছু একটা তাক করে ধরেছে সে রানার দিকে। সরাসরি পিছন দিকে না তাকিয়ে এর বেশি কিছু বুঝতে পারল না রানা। আগে বা পরে দেখতে হবে রানাকে ঘাড় ফিরিয়ে। কি ধরেছে জুনো ওর দিকে।

কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার আগে মাথার ভিতরের জটগুলো পরিষ্কার করে নিতে চাইল রানা।

অকাজের গ্লাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে আনল রানা। মিস জুনো র‍্যাটারম্যান চোখে কম দেখত। কলভিনের তথ্য থেকে জেনেছিল রানা। কলভিনের কথামত দাঁতের অসুখও ছিল ওর। এ দুটো উপায় ছাড়া কোন ভাবে জানার উপায় ছিল না মিস জুনো র‍্যাটারম্যানকে। গ্রেগরিও সম্ভবত প্রমাণ করার কথা ভাবেনি। সে তো গোড়া থেকেই অনুসরণ করছিল না ওদেরকে। গ্রেগরি এদের দু'জনের উপর চোখ রাখার জন্যে নির্দিষ্ট হবার আগেই চল্লিশ ঘন্টার জন্যে নিখোঁজ হয়েছিল ওরা দু'জন। গোলমালটা ঘটে গেছে সেই ফাঁকেই। রানা বুঝতে পারল।

বিমূঢ় গলায় কথা বলল রানা, সতর্কভাবে, 'মজার ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম...'

'কি ভেবেছিলে তুমি, মি. রাজা?' জুনোর গলা, তবু যেন জুনোর নয়। সেই নরম, ছেলেমানুষি স্বর বিদায় নিয়েছে ওর গলা থেকে নিঃশেষে, 'ডোন্ট মুভ,' কিশোরীর গলা এখন আর কিশোরীর নয়, 'ডোন্ট মুভ। ঘুরে চেয়ো না—সাবধান করে দিচ্ছি।'

রানা বলল, 'খুকি, আমাকে সাবধান না করলেও চলবে। তোমার হাতে যদি পিস্তল থেকে থাকে তাহলে বলব এটা তোমার বাড়াবাড়ি। সামান্য একজন বোকা লোক আমি। আমাকে আঘাত করে তুমি লাভবান হবে না।'

'তুমি কি ভেবেছিলে, রাজা?'

'আমি ভেবেছিলাম মিস জুনো র‍্যাটারম্যান চোখে কম দেখে।'

'আমি মিস জুনো র‍্যাটারম্যান নই, রানা।'

সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলল রাজা। সত্যটা জানার পরও বেঁচে আছে দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। বলল, 'আমার পিছনদিকে চেয়ে খুব হাসি পাচ্ছে তোমার, না? আর তোমার তথাকথিত মামি? বলো এবার, কে ও?'

'মামি-ডিয়ার নির্ভেজাল, খাঁটি। তাই না, মামি-ডিয়ার? কিন্তু আসল মিস জুনো পশ্চিম দিকে আছে নিরাপদ এক জায়গায়। মামি-ডিয়ার কথামত কাজ করলে

তার কোন বিপদ ঘটবে না। এবার মাথা ঘোরাতে পারো তুমি, রাজা।'

কলভিনকে আভাস দেয়ার সময় রানা নিজেই ভাল করে আন্দাজ করতে পারেনি ব্যাপারটা। ব্যাপারটা তাহলে ব্ল্যাকমেইলই। মিসেস গালার মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মিসেস গালা কাজ করতে বাধ্য।

আস্তে আস্তে ঘুরল রানা। সরাসরি ধরে আছে মেয়েটি একটা ওয়াটার পিস্তল। ট্রেইলারে এটা দেখেছিল রানা। প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল প্লাস্টিকের। আসলে প্লাস্টিকের মনে হলেও ওটা কাঁচের। কাছাকাছি রয়েছে বলে বুঝতে পরল না। পিস্তলটা চতুরতার সাথে তৈরি করা হয়েছে। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা যে ওটা সিরিঞ্জ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হ্যান্ডেলটার ভিতরে কালারলেস লিকুইড ভর্তি।

মেয়েটি বলল, 'আমি যদি ট্রিগারে চাপ দিই, রাজা, তুমি আর কোন দিন চোখে দেখতে পাবে না।'

'শিওর, হানি, শিওর। জাস্ট টেক ইট ইজি। অন্ধ একজন লোক খুব বেশিদূর ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে পারবে না তোমাকে।' বিস্মিতভাবে প্রকাশ করে প্রসঙ্গ বদলাল রানা। 'তাহলে গ্রীনের কপালে এই কাণ্ডই ঘটেছিল? কেন ঘটেছিল—প্রশ্নটা করার অধিকার আছে?'

'সন্দেহ করেছিল গ্রীন। সন্দেহ করা ওর একটা বাতিক ছিল। বিছানায় একদিন আমাকে কথায় কথায় বলল—পনেরো বছরের তুলনায় তোমার সবকিছুই বড় বড়। তুমি নকল না আসল? কথাটা বলেছিল ঠাট্টাচ্ছলে। কিন্তু আমাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।'

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সেই ছেলেমানুষি চেহারা পাল্টে গেছে সম্পূর্ণ। রানা জানতে চাইল, 'কত বয়স তোমার?'

'কুড়ির মত। তোমার জানার দরকার নেই কোন।'

'নাম-টাম আছে এক-আধটা?'

'নোয়ামি।'

'নোয়ামি,' রানা বলল, 'খুব সুন্দর। একটা প্রশ্ন, নোয়ামি।'

'বলো, রাজা।'

'পিস্তলটা কেন তুমি ধরেছ আমার দিকে?'

মাথা নাড়ল নোয়ামি। পাপড়ি ফেলল পরপর দু'বার। বলল, 'আসলে তুমি কতটুকু খেপে যাবে তা বুঝতে পারছিলাম না আমি।'

'খেপে যাব এমন মনে করলে কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম…যেভাবে বোকা বানানো হয়েছে তোমাকে তাতে তো রাগ হবারই কথা তোমার।'

রানা বলল, 'ঠিক আছে। রাগ করব নাহয় আগামীকাল। কিংবা অন্য কোনদিন। যখন আমার বিবেক অভিযোগ করবে। যে-মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে এসেছিলাম তারও কোন খোঁজ জানা নেই আমার। বিবেক ছেড়ে দেবে না আমাকে। যাকগে। কাজের কথায় আসি। আমি ভাবছিলাম নোভাস্কোটিয়ায় গিয়ে হেনানের সাথে একটা চুক্তিতে পৌঁছব। দেশ ছাড়তে হলে আর কোন উপায় নেই।

তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবছ, নোয়ামি?'

ইতস্তত করল নোয়ামি, 'আমার সাথে তোমার চুক্তি হতে পারে বলে মনে করো তুমি?'

'পারে না কেন, নিশ্চয় পারে,' রানা বলল। 'মাহলার শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে তুমি এই শো চালিয়ে নিয়ে চলেছ। আর কাউকে তো দেখছি না ছবিতে। হেনান ছাড়া অবশ্য। কিন্তু সে তো শুধু বোট চালায় একটা।'

'হ্যাঁ। আই অ্যাম রানিং দ্য শো,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল নোয়ামি। 'কিন্তু তোমার আছে কি? কি দিয়ে চুক্তি করবে তুমি? অনেক আগে থেকেই জানি আমরা ডকুমেন্টগুলো কোথায় অপেক্ষা করছে। মামি-ডিয়ারকে সেই জায়গাতে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরাই। জানতাম না শুধু কি নামে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তোমার কথায় তাও এখন অজানা নেই আমার। থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ, রাজা। গাড়িটা ব্যবহার করতে দেবার জন্যেও ধন্যবাদ। এখন তুমি আর মামি-ডিয়ার ভালয় ভালয় যদি গাড়ি থেকে নেমে পড়ো...হাত দুটো নাড়াচাড়া কোরো না, রাজা।'

রুমালটা এখন রানার হাতে। সময় দিল না ও। বিদ্যুৎবেগে পিস্তলের মুখে চেপে ধরল রানা সেটা। বাঁ হাত নিয়ে নোয়ামির কব্জি ধরল শক্ত করে। পিস্তলটা না ছেড়ে আর উপায় রইল না নোয়ামির। আর একটু দেরি করলে বাঁকা কব্জি ভেঙে যেত মট করে রানার হাতের চাপে। পিস্তলটা একহাতে নাড়ল রানা। ধরল নোয়ামির দিকে মুখ করে। নিঃশব্দে চেয়ে আছে নোয়ামি। ঘৃণা ঝরে পড়ছে দু' চোখ দিয়ে।

'নড়াচড়া করো, যদি মুখের চেহারা বদলাতে চাও,' রানা কঠিন হলো, 'গালা!'

'ইয়েস!'

রানা ভিজে রুমাল ছুঁড়ে ফেলে দিল গাড়ির বাইরে। হাতের চামড়া জ্বালা করছে ওর। নোয়ামির দিক থেকে চোখ সরায়নি রানা।

'গাড়ির পেছন থেকে পানি এনে আমার হাতে ঢালো, গালা,' রানা বলল।

মিসেস গালাকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। শব্দ হলো গাড়ি থেকে নেমে যাবার। একটু পর পানি নিয়ে ফিরে এল ও। রানার হাতে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, 'রুমালেই সবটুকু পড়েছে। সামান্য একটু ছোঁয়া লেগেছে তোমার হাতে।'

'নকল দাঁতটা খোলো, নোয়ামি,' রানা বলল, 'আমি জানি ওটা নকল।'

কথা না বলে নিচের সারির দাঁতের পাশ থেকে একটা দাঁত খুলে আনল নোয়ামি। আসল মিস জুনো হতে গিয়ে নকল দাঁতটা লাগাতে হয়েছিল ওকে। আসল মিস জুনোর দাঁতের উপর দাঁত আছে একটা।

রানা বলল, 'বিবেচনা করা যাক এবার, নোয়ামি। এখনও তুমি বলবে চুক্তি করার জন্যে আমার কিছু নেই?'

নোয়ামি একমুহূর্তের জন্যে তাকাল রানার হাতের গ্লাস-গানের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে হাসল ও, 'তুমি এখন ধনী লোক, রাজা।'

'উপকারীও,' রানা বলল, 'আমি দেশ ত্যাগ করতে চাই। আর কিছু টাকাও দরকার। চুক্তি হতে পারে, নোয়ামি?'

রানা শুনল গাড়ির বাইরে মিসেস গালা অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল। বিস্মিত হয়েছে ও। রানার প্রস্তাবে আপত্তি বোধ করছে। আমল দিল না রানা। মিসেস গালার ভূমিকা খতম হয়ে গেছে। মঞ্চে এখন নোয়ামি আর রানা।

নোয়ামির হাসি বড় হলো, 'চুক্তি হয়ে গেল আমাদের মধ্যে, রাজা।'

জীবনে এমন অদ্ভুত কাজ করেনি রানা। অ্যাসিড ভর্তি পিস্তলটা নোয়ামির দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

সেন্ট কি যেন নাম শহরটার। সেন্ট-এর পরের অংশটুকু ভুলে গেছে রানা। ছোটখাট শহর। গাড়ির ভিতর অপেক্ষা করছে মিসেস গালা আর রানা। লম্বাকৃতি জেনারেল স্টোরটা অদূরে দেখা যাচ্ছে গাড়ি থেকে। রানার ধারণা এটা ওর বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার একটা পরীক্ষা। নোয়ামির কথা মত অপেক্ষা করলে প্রমাণিত হবে সেটা। পরীক্ষায় উতরে যাবার ষোলো আনা সম্ভাবনা। পাস করার লাভ অলাভ ভাববার সময় নয় এখন। আর যদি ওকে ছাড়াই গাড়ি ছেড়ে দেয় রানা তাহলে সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু একটা প্রমাণিত হয়। তাতেও ফায়দা বিশেষ নেই। ফোনে সুব্যবস্থা করতে সময় লাগবে না নোয়ামির। নোভা স্কোটিয়ায় স্বাগতম জানাবে হেনান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিনের উপর লেখা বিভিন্ন রঙের সাইন বোর্ড দেখছে রানা। চারপাশেই দোকানপাট। ফ্রেঞ্চ অল্পস্বল্প জানে রানা। পড়বার চেষ্টা করছিল ও। পাশ থেকে ডাকল মিসেস গালা, 'রাজা!'

'কি বলছ, গালা?'

'তুমি সত্যি সত্যি চাইছ না নিশ্চয়···মানে, তুমি কোন মতেই ওকে বিশ্বাস করতে পারো না!'

মিসেস গালার দিকে চোখ ফেরাল রানা। রানার উদ্দেশ্যের কথা জানা নেই ওর। জানা থাকলে এই প্রশ্ন করত না। রানা প্রাইভেট ডিটেকটিভের প্রতিনিধিত্ব করে বলল, 'আর কোন বিকল্প নেই আমার। এতসব সমস্যা থেকে কে মুক্ত করতে পারে আমাকে? তুমি পারো?'

'নোয়ামি ভয়ঙ্কর, স্যাডিস্টিক মনস্টার,' মিসেস গালা বলে উঠল, 'তুমি জানো না! কল্পনাও করতে পারবে না সারাটা রাস্তা ওর সাথে থাকা কি যন্ত্রণাকর, কি ভয়ানক অভিজ্ঞতা।'

'শিওর।' রানা জানতে চাইল, 'জুনোর খবর কি, আসল জুনোর?'

মিসেস গালার মুখের চেহারা বদলে গেল সাথে সাথে। বলল, 'ওদের লোক জুনোকে আটক করে রেখেছে। দু'সপ্তাহ আগে যেখানে ছিলাম সেখানকার কোন এক জায়গায়। এর বেশি কিছু জানি না আমি। মাথা খারাপ হয়ে আছে আমার সর্বক্ষণ কথাটা ভাবতে ভাবতে, রাজা। অভিমানী মেয়ে সে আমার। কোন রকম অত্যাচার সে সইতে পারে না—হায় খোদা! বোধহয় ওকে বাড়িতে রেখে বেরোলেই ভাল ছিল। তুমি যেমন বলেছ, কিন্তু আমার স্বামী···সে মানুষই নয়, নিজের মেয়ের সাথে মাসের পর মাস কথা বলে না সে—একই বাড়িতে থেকে জুনো

একা সে কষ্ট সইতে পারবে না মনে করেই ওকে আমি সঙ্গে না নিয়ে পারিনি। রাজা!'

'বলো।'

'তুমি আমাকে সাহায্য করবে? ডকুমেন্টগুলো নিরাপদ জায়গায় হাতে পাবার পর মাহলার ফোন করে জুনোকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করবে বলেছিল। নোয়ামি জানে ব্যবস্থাটা। তুমি চাইলে ওকে দিয়ে করাতে পারো কাজটা···উফ। রাক্ষুসীটা ওই যে আসছে। রাজা, ইনভারনেসে যা পাবে তার ওপর খুব বেশি নির্ভর কোরো না। কথাটা মনে রাখবার চেষ্টা কোরো।'

চমকে উঠে তাকাল রানা। বলল, 'তোমার কথার মানে?'

মাথা নেড়ে উত্তর দিতে আপত্তি জানাল মিসেস গালা। ও নোয়ামিকে আসতে দেখছে। নোয়ামির হাতে বড়সড় একটা প্যাকেট। ফিসফিস করে বলল মিসেস গালা, 'এখন আর সময় নেই—সাবধান থেকো শুধু। কথা রেখো, তোমার একটা উপকার করেছি আমি। বদলে তুমি জুনোকে সাহায্য করতে চেষ্টা করো। করবে না, রাজা?'

'চেষ্টা করব—ইয়েস,' যান্ত্রিক স্বরে বলল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ব্যাপার কি? এনভেলাপটা অর্থাৎ ডকুমেন্টগুলো কি ইনভারনেসের পোস্ট অফিসে নেই? নাকি কোন বিস্ফোরক দ্রব্য আছে এনভেলাপের ভিতর?

নোয়ামি কাছে এসে দাঁড়াল। দু'জনার দিকে তাকাল যথাক্রমে একমুহূর্ত করে। তারপর উঠল ব্যাক সীটে। বলল, 'কাপড় কিনলাম কিছু। অলরাইট, রাজা, লেটস গো। বনভূমির প্রথম ফাঁকা মাঠে থামতে হবে তোমাকে। বাচ্চা মেয়ের পোশাক না ছাড়লে নিজেকে কিশোরী জুনো ছাড়া ভাবতে পারছি না।' খুব খুশি খুশি লাগছে নোয়ামিকে। রানা মনে মনে হাসল। হাবভাব দেখে ওর সন্দেহ হলো মাথার ভিতর আরও কয়েকটা হত্যার প্ল্যান রয়েছে নোয়ামির।

ফাঁকা মাঠের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। প্যাকেট নিয়ে নেমে পড়ল নোয়ামি। বলল, 'নেমে এসো, রাজা। তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

'চাবি সঙ্গে নাও। মামি-ডিয়ার একা গাড়ি চালাক তা আমরা কামনা করি না। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হাত পা ভাঙলে দুঃখ পাব বড়।'

চাবি নিয়ে নোয়ামিকে অনুসরণ করল রানা। জঙ্গলের একটু ভিতরে ঢুকে পড়ল নোয়ামি। ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে। এখান থেকে গাড়িটা দেখা যায় না। নোয়ামি তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি তো অভ্যস্ত লোক, রাজা। খোলো।'

নোয়ামির পোশাক নিয়ে পড়ল রানা। নোয়ামি ডাকল, 'রাজা!'

'আদেশ করো।'

'মামি-ডিয়ারকে কেমন দেখলে বিছানায়?'

'দেখবার সময় দাওনি তুমি।'

'খাসা জিনিস, রাজা। আমিই লোভ সামলাতে হিমশিম খেয়েছি। ভোগ করেছে মাহলার। কিন্তু মাহলার ওকে ভোগ করবার জন্যেই ভোগ করেনি। ভোগ করেছে মন কিনবার জন্যে, ভালবাসা আদায় করার জন্যে। তাতেও নিশ্চিত হয়নি মাহলার।

আমাকে সে তাই জুনোর ভূমিকায় অভিনয় করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কাঁচা কাজ পছন্দ করত না মাহলার। থামলে কেন, বাকিটা কে খুলবে?'

রানা সম্পূর্ণ করল কাজটা।

'প্যাকেটটা দাও।' নোয়ামি চুমো খেয়ে বলল, 'কেমন লাগছে, রানা?'

'কি কেমন লাগছে?'

'আহা, জানো না যেন! যা করছ এত আগ্রহ নিয়ে—কেমন লাগছে? বলছিলাম কি জানো, সময় মত প্রচুর মজা লুটতে পারব আমরা। কিন্তু তার আগে মামি-ডিয়ারকে ভাগাতে হবে। মানে, কোনরকম চালাকি করার ক্ষমতা ওর নেই একথা জানার পরই নিশ্চিন্ত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসতে পারি আমরা। জেনারেল স্টোর থেকে হেনানকে জানিয়ে দিয়েছি বোটে দু'জনার মত জায়গার ব্যবস্থা করতে।'

নীতিবাগীশ হবার সময় নয় এটা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। শ্রাগ করল ও হালকাভাবে। বলল, 'খুব বুদ্ধি তোমার। কিন্তু দুটো সীট তো, ঠিক?'

নোয়ামি হাসল রানার গালে টোকা মেরে। বলল, 'আমার রাজার মনে শুধু সন্দেহ আর সন্দেহ! ভেব না, রাজা, কথা দিয়েছি আমি। কথার দাম আমি রাখতে জানি। প্রচুর হৈ-হুল্লোড় করে কাটাব আমরা কয়েকদিন পর। এবার এসো, কেউ দেখতে পাবে না। বন্ধুত্বটা পাকা করে নিই!'

মিনিট পনেরো পর ফিরে এল ওরা। রানার ঠোঁটে লিপস্টিকের দাগ দেখেও না দেখবার ভান করল মিসেস গালা। বোবার ভূমিকা পালন করছে ও।

দশ ঘণ্টা পর ইনভারনেসে পৌঁছুল গাড়ি।

যেভাবে হয় সেভাবেই হলো। জেনারেল ডেলিভারি পদ্ধতি জটিল কিছু না। অবশ্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ওদেরকে। পোস্ট অফিস খুলল সকাল হবার পর। ভিড় নেই একদম। লাইন দিতে হলো না। মিসেস গালা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নির্দিষ্ট নাম বলল ও। বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপ হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল একটু পর। ভারী সুতো দিয়ে বাঁধা এনভেলাপটা। কাছে সরে এল রানা আর নোয়ামি। মিসেস গালাকে গাড়ির কাছে নিয়ে এল রানা। এ এক ধরনের পাহারা। নোয়ামি ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মিসেস গালার হাত থেকে এনভেলাপটা। ব্যাক সীটে রাখল ও সেটা, 'মেন স্ট্রীটে, গ্যাস স্টেশনের কাছে পে-ফোন দেখেছিলাম আমি,' এক নিঃশ্বাসে বলল নোয়ামি। 'চালাও গাড়ি। এদিকে দেখি মামি-ডিয়ার আমাদের জন্যে কি রেখেছে এনভেলাপে। আহা! মামি-ডিয়ার ওটার দিকে কেমন তাকাচ্ছে, দেখো, রাজা। যেন এনভেলাপ থেকে বের হয়ে ছুটে পালাবে জিনিসগুলো! তোমার ছোরাটা আমাকে দাও, রাজা।'

'একডজন সাহায্যকারী লাগবে ছোরাটা পেতে হলে,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল রানা, 'তোমার টয়গান তোমার কাছেই থাকুক। আমার ছোরা আমার কাছে থাকুক।'

অধৈর্যভাবে একটা শব্দ করে উঠল নোয়ামি, 'অলরাইট, খোলো তুমি ছোরাটা, শয়তান কোথাকার!'

ফোন বুদের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল রানা। ছোরাটা খুলে ফেলল। এনভেলাপটা দিল নোয়ামি। ছোরার নখ দিয়ে সেটা খুলল রানা। ছিনিয়ে নিল নোয়ামি আবার সেটা। সরে গেল সীটের এককোনায়। বের করল এনভেলাপের ভেতর থেকে ভাঁজ করা একগাদা কাগজের একটা বান্ডিল। উপরকার কাগজের পাতাটায় লাল কালিতে লেখা SECRET, পড়তে পারল রানা। সন্তুষ্ট হয়ে বান্ডিলটা এনভেলাপে ভরে রাখল নোয়ামি। মিসেস গালা চাপাস্বরে কথা বলে উঠল, 'পুলিস আসছে।'

চমকে উঠে তাকাল রানা। কোন সন্দেহ নেই। আইনরক্ষক একজন অফিসার রাস্তার মাঝখান দিয়ে সরাসরি এদিকেই আসছে। স্থানীয় পুলিস নয় বুঝতে পারল রানা। খুনি-টুনি খুঁজতে বেরিয়েছে বলে সন্দেহ হলো না হাবভাব দেখে। রয়াল ক্যানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস।

'বসে আছ কেন!' চাপাস্বরে ধমকে উঠল নোয়ামি, 'গাড়ি ছাড়ো!'

'বোকার মত কথা বোলো না,' রানা বলল, 'তাড়াহুড়ো করে গাড়ি ছাড়লে সন্দেহ করবে ও। টহলে বেরিয়েছে ব্যাটা। তুমি যাও ফোন সেরে নাও।'

অফিসারটি সিধে এগিয়ে আসতে আসতে একটা রেস্টুরেন্টের দিকে মোড় নিল। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস ফেলল নোয়ামি। নেমে পড়ল গাড়ি থেকে ও। তাকাল রানা ও মিসেস গালার দিকে। তারপর এনভেলাপটা শক্ত করে ধরে রেখে ফোন বুদের দিকে পা বাড়াল।

'বলো, গালা,' রানা জানতে চাইল, 'নোয়ামি জেনারেল স্টোর থেকে ফিরে আসার সময় কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলে তুমি?'

দ্রুত মাথা নাড়ল মিসেস গালা, 'নেভার মাইন্ড।' নিঃশ্বাস ফেলল ও দ্রুত, 'ভুলে যাও সে কথা। কাকে ফোন করতে গেল জানো তুমি?'

'গ্যাস্টন হেনান, সম্ভবত,' রানা বলল, 'কিন্তু কি বলবে ও হেনানকে, তা যেন আমাকে জিজ্ঞেস করে বোসো না, উত্তরটা জানা নেই আমার।'

মিসেস গালা তাকিয়ে রইল রানার দিকে, লক্ষ্য করল খানিকক্ষণ, কথা বলল না। দেখা গেল ফিরে আসছে নোয়ামি। সামনে ঝুঁকে পড়ল রানা ওকে গাড়িতে উঠতে দেবার জন্যে।

'কোস্ট অবধি ড্রাইভ করো,' নোয়ামি বলল, 'কোথায় মোড় নিতে হবে বলে দেব আমি।'

রানা বলল, 'আমার ধারণা ছিল অন্যরকম। ফ্রেঞ্চ হারবারের একটা রেস্তোরাঁয় কন্ট্যাক্ট করার কথা ছিল না, নোয়ামি?'

ভাল অভিনেত্রী নয় ও। রানার চোখে চোখ রেখে ভুল করে বসল। রানার চোখে অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন নেই দেখে বলল, 'পরিকল্পনা রদ-বদল করা হয়েছে। ওকে বলেছি জিনিসটা আমাদের হাতে রয়েছে। ইমিডিয়েটলি পালাতে পারবে না সে, বোটের কিছু কাজ রয়ে গেছে করার। কিন্তু ও চায় আজ বিকেলের আগেই ওর সাথে দেখা করি আমরা। রওনা হবার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করার জন্যে। মাঝখানের সময়টায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যাব আমরা। সেখানে অপেক্ষা করতে হবে। রাস্তা

বলে দিয়েছে আমাকে হেনান।'

'গুড।'

শহরের বাইরে বেরিয়ে আসার পর বাঁ দিকে সমুদ্র পাওয়া গেল। ম্যাপ দেখে বোঝা গেল গালফ অভ সেন্ট লরেন্স ঘেঁষে এগোচ্ছে গাড়ি।

মিসেস গালা বসেছে রানার পাশে। লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলল ও। বলল, 'কী সুন্দর দেখায় সমুদ্র! কিন্তু ভয়ও লাগে। কে জানে কি আছে সমুদ্রের নিচে।'

'মাছ,' রানা মন্তব্য করল, 'আর মরা মানুষের হাড়গোড়।'

'কোন দিকে যাচ্ছ সে খেয়াল আছে?' নোয়ামির গলা পিছন থেকে, 'এখানে মোড় নিয়ো না। পেভমেন্ট ধরে আরও ঘণ্টা দুই এগোতে হবে আমাদেরকে।'

পেভমেন্ট ধরে গাড়ি চলল। কাঁকর, নুড়ি বিছানো রাস্তা পড়ল সামনে। খালি খনি পাশে রেখে এগিয়ে চলল ওরা। সমুদ্রের কিনারা ছেড়ে জঙ্গলে প্রবেশ। তারপর আবার শূন্য খনি এলাকা। ঝড়ো কাকের মত দৃশ্য চারদিকে। কালো কালো রাস্তা। কয়লার টুকরো আর ধুলো। মুখ হাঁ করে প্রহর গুনছে নিঃস্ব খনিগুলো। লাশ লুকোবার জন্যে এমন মনের মত জায়গা আর কোথাও পাওয়া অসম্ভব। কথাটা হঠাৎ এল রানার চিন্তায়।

কোন ধারণা নেই রানার এখানে কেন মিসেস গালা আর ওকে আনা হয়েছে। বিপদ হচ্ছে এই যে করণীয় কিছুই নেই রানার। এখনও এনভেলাপটা হাত বদল হয়নি প্রকৃতপক্ষে। রানাকে চিন্তিত হতে হবে যাতে নিরাপদে জিনিসটা পাচার হয়ে যায়। মাহলার নেই। মিসেস গালা নোয়ামির হাতের পুতুল। নোয়ামি আর হেনান। হেনান সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা নেই রানার। এদিকে আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারেনিও। নোয়ামি কিছু ভাবছে। কিছু একটা হয়েছে ওর হেনানকে ফোন করার পর। কি বলেছে ওকে হেনান? কেমন যেন চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে নোয়ামিকে।

হেনানের বোট পর্যন্ত এনভেলাপটা পৌঁছে গেছে এটুকু অন্তত দেখতে হবে রানাকে। হেনান আর নোয়ামি যাতে কোন রকম বিপদে না পড়ে তার ব্যবস্থা করার ভারও এখন রানার। ওদের সন্দেহ জাগানোও চলবে না।

অনেক আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি। সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করেছে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে রানার শরীর। অলস ভাবে বসে থাকার চেয়ে কোন কাজের মধ্যে থাকলে ক্লান্তি দূরে সরে থাকে।

কাঠের গুঁড়ির উপর বসে বসে আঙুল মটকাচ্ছে নোয়ামি। রানা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একটু দূরে বসেছে ও। কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মিসেস গালা। তারপরই হেনানের পদশব্দ শুনল রানা পিছনে। জঙ্গলের ভিতর দিক থেকে আসছে হেনান। চালিয়াতিতে পটু না হয়ে চৌকশ বোট ড্রাইভার হলে আর কিছু দরকার নেই—ভাবল রানা। ও দেখল মিসেস গালা ওর দিকে তাকিয়ে আছে গাড়ির ভেতর থেকে। গাড়ির দুটো দরজাই খোলা। বাতাসের প্রয়োজনে। কিন্তু রানাকে সাবধান করে দেবার সময় পেল না ও। ব্যাপারটা রানা বুঝতে পারল মাথার পিছনে রিভলভারের নলটা এসে ঠেকতে।

লোকটা যদি হেনান হয়ে থাকে তাহলে ভারী গলা লোকটার। রানা শুনল, 'নড়বে না, মি. রাজা!' হেনান পিছন থেকে একটা একটা শব্দ জোর দিয়ে উচ্চারণ করছে। নোয়ামির উদ্দেশে বলল এবার, 'তুমি বলেছ ওর কাছে ছোরা আছে একটা, গার্ল। কাড়ো। মেয়েলোকটাকে সামলে রাখো তারপর।'

যেন বিস্মিত হয়ে গেছে রানা সম্পূর্ণ, হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে রিভলভারের ব্যারেলটা ছুঁতে গেল ও। কিন্তু মাঝপথে থেমে গেল। নোয়ামি পকেট থেকে বের করে নিয়েছে ছোরাটা। সরে গেল কাছ থেকে অনেকটা।

স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘটছে সব। বাধা দেবার ইচ্ছা বা আপত্তি করার কথা কিছুই ভাবছে না রানা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লে মানুষ দুটোর কোনটাই করতে পারে না। রানার হাসি পাচ্ছে কেন যেন। বোকা প্রমাণিত করতে হবে নিজেকে। ধরে নিয়েছে ও পরিস্থিতিটা। হঠাৎ বলে উঠল, 'এই, এসব কি হচ্ছে?' আপত্তি জানাল রানা, 'আমার ছোরা ফেরত দাও আমাকে। নোয়ামি, তোমার বন্ধুকে বলো সে একটা ভুল করেছে…।'

নোয়ামি হাসল। যেমন আশা করেছিল রানা। বলল, 'ভুলটা তোমার, ডারলিং। আমার বন্ধু ভুল করতে যাবে কেন?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াতে গেল রানা। যেন ছুটে গিয়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে চায় ও নোয়ামিকে। কিন্তু দাঁড়ানো হলো না ওর। রিভলভারের বাঁট চেপে বসল মাথার পিছনটায়। শান্ত হয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইল রানা নোয়ামির দিকে। হেনান সরে গেল পিছন দিকে। রানার বাঁ দিকে চলে এল ও। ল্যুগার দেখল রানা ওর হাতে। বয়স্ক লোক হেনান, পঁয়তাল্লিশের কম নয়। আক্রমণাত্মক হাবভাব নেই লোকটার মধ্যে। উঠে দাঁড়াল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, মি. রাজা,' বলল অবশেষে, 'বলছি, যথেষ্ট হয়েছে, ম্যান। রানাকে পা বাড়াতে দেখে একটু অধৈর্য শোনাল গলাটা।

রানা কথা বলে উঠল, 'হেনান, তুমি যদি হেনান হয়ে থাকো, আমাকে একটা সুযোগ দাও।'

'আমি হেনান,' হেনান স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছে, 'সুযোগটা কি?'

নোয়ামির দিকে তাকাল রানা খেপা চোখে, 'মাত্র ষাট সেকেন্ডের জন্যে আমার হাত দুটো ওর গায়ে থাকতে দাও—দু'টুকরো করে ফেলব ওকে আমি…!'

'প্লীজ, মি. রাজা,' হেনান স্বাভাবিক। 'আপনাকে ভুল বোঝানো হয়েছে বলে আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল, মি. রাজা। কিন্তু সামনে আর কোন রাস্তা নেই আপনার জন্যে। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান, প্লীজ।' মিসেস গালার দিকে ইঙ্গিত করল হেনান।

এগিয়ে গিয়ে মিসেস গালার পাশে দাড়াল রানা। গাড়ি থেকে বের করে এনেছে ওকে নোয়ামি। ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে রানার দিকে তাকাল ও। হেনানের দিকে চাইল তারপর, 'কি…আমাদেরকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা?'

ফাঁকা জায়গা থেকে নোয়ামি বলে উঠল, 'কি করব বলে তুমি মনে করো, মামি-ডিয়ার? ওদিকে পাহাড়ের পাশে গুহাটা দেখছ তো? শুরু করো উঠতে,' নোয়ামি

তাকাল রানার দিকে, 'তুমিও, রাজা, ডারলিং।'

হেনান প্রশ্ন করল, 'কাগজগুলো কোথায়, গার্ল?'

'গাড়ির ব্যাক সীটে।'

'গাড়ির চাবি গাড়িতেই?'

পাল্টা প্রশ্ন করল নোয়ামি, 'কেন?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তারপর কারণ জিজ্ঞেস করো।'

ইতস্তত করল নোয়ামি। তাকিয়ে আছে ও। হঠাৎ শ্রাগ করল। বলল, 'বোধহয় গাড়িতেই।'

'বোধহয়?' হেনানের গলায় ভর্ৎসনা, 'দেখে নাও। কেরোসিনের লণ্ঠনটা সঙ্গে নাও আর দড়ির বান্ডিলটা—ওই যে দরজার কাছে।'

গাড়িতে উঠে পড়ল নোয়ামি। চোখ ফিরিয়ে আনল রানা হেনানের দিকে। আক্রমণাত্মক নয়, কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক লোক। চোখ সরায়নি রানার দিক থেকে।

করণীয় নেই কিছুই রানার। আর সব অপারেশনের শেষাংশে শত্রুকে ধরার চেষ্টা করতে হয়। এখানে ঠিক তার উল্টো। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এই অপারেশনের। মাঝখানে যদি হেনান গুলি করে তবু কিছু করার নেই রানার। হেনানের দয়া হলে প্রাণে বেঁচে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। নোয়ামির কাছ থেকে কোন কোমল অনুভূতি আশা করে না রানা।

পিছন পিছন আসছে নোয়ামি কাঁধে দড়ির গোছা আর হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে। ট্রিক-গানটা হাত থেকে সরিয়ে রাখেনি এখনও। রানা দেখে রেখেছে খানিক আগে। খনির মুখে থমকে দাঁড়াল মিসেস গালা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল ও রানার দিকে। প্রশ্ন জ্বলছে ধিকি ধিকি। কিন্তু ভাষায় রূপ পাবার আগেই পিছনে এসে পড়ল ওরা দু'জন।

হেনান লণ্ঠন জ্বালল নোয়ামির কাছ থেকে নিয়ে। বাইরে সূর্য, ভিতরে অন্ধকার। দড়ির গোছাটা খুলতে শুরু করল সে। নোয়ামি প্রশ্ন করল দ্রুত গলায়, 'এগুলো কেন, কি করতে চাইছ তুমি?' একটু রাগান্বিত শোনাল নোয়ামিকে।

প্রশ্ন শুনে অবাক হলো হেনান। বলল, 'কেন, বাঁধতে হবে না ওদেরকে? পালাবার জন্যে সময় দরকার আমাদের।'

নোয়ামি অধৈর্যভাবে জানতে চাইল, 'তুমি বলতে চাইছ,' বিমূঢ় শোনাল ওর গলা, 'তুমি বলতে চাইছ খুন করবে না ওদেরকে?'

সামান্য একটু নীরবতা।

'লণ্ঠন নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকো তুমি,' অবশেষে বলল হেনান, 'খুন করা আমার পেশা নয়, গার্ল। আমি শুধু সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করি আর বোট চালাই। আজ এদিকে কাজ করছি। কাল হয়তো হুকুম পাব অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করবার। অকারণে রক্তপাত পছন্দ করি না আমি।'

'কিন্তু অকারণ কোথায় দেখলে তুমি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নোয়ামি, 'এটা প্রয়োজন! ওরা যদি বাঁধন-মুক্ত হয়ে যায় তাড়াতাড়ি, তাহলে সব ভেস্তে যাবে! রিস্ক নিতে যাব কেন আমরা?…তাছাড়া ওরা বেঁচে থাকলে এদিকে আর কোনদিন কাজ

করতে ফিরে আসতে পারব না আমি!'

চিন্তিতভাবে দেখল হেনান নোয়ামিকে, 'তুমি ওদেরকে খুন করতে চাইছ, না? জানো মাহলার তোমার সম্পর্কে ফোনে কি বলেছিল? সে বলেছিল তুমি ভয়ঙ্কর উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। উত্তর দাও, নোয়ামি, মাহলারের কি হয়েছে? কিভাবে মরল সে? নিশ্চয় করে জেনো তোমাকে উত্তর দিতে হবে এই সব প্রশ্নের।' গলাটা বদলাল না হেনানের, 'বী কেয়ারফুল উইথ দ্য উইপন। আমার গুলি কোনদিন ব্যর্থ হয়নি। আর জানোই তো, দু'জনার যে-কোন একজনই ডকুমেন্টগুলো ডেলিভারি দিতে পারে।'

একমুহূর্তের জন্যে কুৎসিত দেখাল নোয়ামির মুখাবয়ব। কিন্তু পর মুহূর্তে রূপ বদলে গেল ওর। হাসল কিনা বুঝতে পারল না রানা। এগিয়ে গেল নোয়ামি সকলের আগে। অনুসরণ করল রানা ওকে। কিন্তু কাছাকাছি থেকে অনুসরণ করতে দিল না হেনান।

'নো ট্রিকস, মি. রাজা,' বলল হেনান, 'শুনেছেন তো, বাধ্য না করলে খুন-খারাবিতে নেই আমরা।'

'বাকি থাকবে কি খুন হতে!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস গালা, 'আন্ডার গ্রাউন্ডে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে পড়ে এমনিতেই মরে যেতে হবে!'

'আমি তা মনে করি না,' হেনান বলল, 'তোমার সঙ্গী চালাক লোক। কোন না কোন ভাবে মুক্ত হবেই ও।'

থেমে দাঁড়িয়ে বলে উঠল মিসেস গালা, 'কিন্তু তোমরা এভাবে আমাদেরকে···।'

'গো অন!' ধমকে উঠল হেনান। চুপ করে গেল মিসেস গালা। সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল ও রানার পিছন পিছন।

সুড়ঙ্গটা পছন্দ হলো না রানার। ক্রমশ নিচু এবং সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। পাথর, কয়লার টুকরো আর ধুলো চারদিকে। মিসেস গালা অভিযোগ করছে পিছনে। ভাল করে বুঝতে পারছে না কথাগুলো রানা। মহিলা হাঁটতে পারছে না পায়ে হাইহিল পরে। কথাগুলো বোঝার জন্যে কান পাতল রানা। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেছে মিসেস গালা।

হঠাৎ একটা আশঙ্কা উঁকি মারল রানার মনে। ঘুরে তাকাল রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। ঢালু সুড়ঙ্গের উপর দিয়ে বোকা মেয়েলোকটা ইতোমধ্যেই বোকামি শুরু করে দিয়েছে। প্রাণ বাঁচাবার শেষ সুযোগ ভেবে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও হেনানের ওপর অতর্কিতে। হেনান ওর অভিযোগ শোনার সময় সতর্ক ছিল না নিশ্চয়।

'ওর রিভলভার পেয়ে গেছি আমি, রাজা! নাও, কিভাবে চালাতে হয় জানো তুমি।'

ঢালু সুড়ঙ্গ বেয়ে ল্যাগারটা গড়িয়ে এল রানার দিকে। সুযোগ বলে গ্রহণ করতে পারল না কিন্তু রানা ব্যাপারটাকে। ল্যাগারটা তুলে নিল ও। কিন্তু কাকে গুলি করবে ও! মিসেস গালাকেই করা দরকার। কিন্তু হেনান ওর উপর চড়ে বসেছে।

একমুহূর্ত পর একটা ছায়া নড়তে দেখল রানা। ডাইভ দিয়ে এক কোণে সরে গেল ও। যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অ্যাসিড।

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দিয়েছে নোয়ামি। রানা বেঁচে গেছে সময় মত সরে গিয়ে। এক সেকেন্ডের ব্যবধান। নোয়ামি লাফ মেরেছে। মিসেস গালার উপর থেকে উঠে দৌড়ুচ্ছে হেনান পালাবার জন্যে। কিন্তু তার আগে হেনানের সামনের দিকটার ডান দিক ঘেঁষে লাফ দিয়ে পড়েছে নোয়ামি। নোয়ামির পরের কাণ্ডটা দেখে চমকে উঠল রানা। গুলি করল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে হেনান। নোয়ামির অ্যাসিড পিস্তল তার দিকে তাক করা। সময় দিল না রানা।

লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না রানার। নোয়ামির পিস্তল ধরা হাতে গিয়ে লাগল বুলেট। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এল অকস্মাৎ মুহূর্তের জন্যে। সবাই অপেক্ষা করছে একটা কিছুর জন্যে। তারপর চিৎকার করল নোয়ামি।

তেরো

গায়ের পশম খাড়া হয়ে উঠল। আন্ডার গ্রাউন্ডের সুড়ঙ্গে চিৎকারটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। এর যেন কোন বিরাম নেই। দূর থেকে, বহু দূর থেকে ফেরত আসছে নোয়ামির আর্তস্বর। আবার চিৎকার করে উঠল নোয়ামি। অন্ধের মত ফিরল সে রানার দিকে। গ্রেগরির মতই দশা হয়েছে ওর, দেখল রানা। মুখ বলে কোন জিনিস নেই। হাত দুটোর একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভয়ঙ্কর রকম। ডান হাতটা চেনার বাইরে। বাঁ হাতটার এক পাশ পুড়ে গেছে। দু'হাত মুখের তাজা ঘায়ের কাছে উঠে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে। হাত দুটো ওখান থেকে সরাতেও পারছে না নোয়ামি! দগদগে ফাটা ফোসকায় ঠেকাতেও পারছে না।

একটানা চিৎকার করছে এখন নোয়ামি। পানি নেই, মরফিন নেই—রানা ভেবে পেল না নোয়ামিকে কিভাবে বাঁচানো যায় যন্ত্রণা থেকে। গড়াতে গড়াতে ঢালু সুড়ঙ্গ দিয়ে নিচের দিকে এগোচ্ছে নোয়ামি। যান্ত্রিক শোনাচ্ছে এখন ওর আর্তস্বর। ভয়ঙ্কর ভাবে আহত কোন জানোয়ারের অবোধ্য একটানা চিৎকার। খানিক পর লণ্ঠনের সাথে ধাক্কা খেলো ও। উল্টে গিয়ে দপ করে নিভে গেল সেটা। আরও নিচে বাঁকা সুড়ঙ্গের গায়ে গিয়ে থামল দেহটা। একসময় নোয়ামি চুপ করল। অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা বিরাজ করল খানিকক্ষণ। তারপর রানা শুনল, 'রাজা।'

ভুলেই গিয়েছিল রানা মিসেস গালার অস্তিত্বের কথা, 'রাইট হিয়ার, গালা।

'ও কি···তোমার ধারণা ও মারা গেছে?'

'অ্যাসিডে মানুষ মরে না সহজে,' রানা বলল। 'তবে কামনা করো তাই যেন হয়। আলো না জ্বালা অবধি নোড়ো না তুমি।' দেশলাই জ্বেলে লণ্ঠনটা নিয়ে এল

রানা। সেটা জেলে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। আমি ফিরে আসব এখুনি।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠে বলল মিসেস গালা, 'না! রাজা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, এখানে ফেলে যেয়ো না আমাকে।'

কিন্তু রানা মিসেস গালার কথা শোনার জন্যে দাঁড়াল না। ছুটতে শুরু করল ও। হেনান গাড়ি চালাতে জানে কিনা কে জানে। অবশ্য সমুদ্র তীর খুব বেশি দূরে নয়। তিনশো গজের মত।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল রানা। চমকে উঠল ও, কিন্তু দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলল। সময় মতই পৌঁছে গেছে গিলফো।

হেনান গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গিলফো। দু'জনার মাঝখানে দূরত্ব হাত তিরিশেক। প্রায় চল্লিশ হাত দূরে গিলফো রানার কাছ থেকে। রিস্ক নিতে চায় না গিলফো। রিভলভার তুলল ও। হেনানের কাছে অস্ত্র নেই তা জানা নেই ওর।

গিলফোর হাত লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। পায়ে গুলি করল রানা। গুলির শব্দে চমকে উঠে তাকাল হেনান। দ্বিতীয়বার গুলির শব্দ হলো।

প্রথমে ভূপাতিত হলো গিলফো। তারপর লুটিয়ে পড়ল রানার দেহটা ফাঁকা জায়গায়। তিরিশ সেকেন্ড বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেনান। শ্রাগ করল ও। কিন্তু কোন বিপদ আর দেখতে না পেয়ে ফোক্সওয়াগেনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ও। ব্যাক সীটটা তন্ন তন্ন করে দেখল ও। সীটের নিচেটা দেখল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও। হঠাৎ থমকে গিয়ে তাকাল দূরবর্তী খনিটার দিকে। গিলফোর দিকে চোখ পড়তেই বৈদ্যুতিক শক্তি ফিরে এল ওর মধ্যে। সামনের সীটে চলে এল এবার। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে হেনান। কিন্তু পাচ্ছে না ও। আবার তাকাল গিলফোর দিকে বিভ্রান্ত চোখে। দু'হাতের উপর ভর দিয়ে টেনে টেনে এগোচ্ছে গিলফো। ফায়ার করল ও। ঠন্ করে গাড়ির গায়ে লাগল বুলেট।

দ্রুত নেমে পড়ল হেনান গাড়ির অপর দিকে। বনেট তুলে দেখল ভিতরটা। পাচ্ছে না ও এনভেলাপটা। আবার গাড়িতে উঠল। ফায়ার করল আবার গিলফো। জানালার কাঁচে লাগল এবার।

সাত-আট হাত এগিয়ে এসেছে গিলফো। উঠে বসবার চেষ্টা করছে। হেনানের কাছে অস্ত্র নেই বুঝতে পেরেছে ও। নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে হেনান এনভেলাপটা গাড়ির ভিতরে।

উত্তেজনায় পাগল হয়ে গেছে হেনান। গিলফো হাত পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেছে। লক্ষ্য স্থির করছে ও। হেনান মাথা নুইয়ে রাখার কথাও ভুলে গেছে। শেষ মুহূর্তে চোখ পড়ল ওর সাক্ষাৎ যমের দিকে। মাথা নামিয়ে নেবার সাথে সাথে গুলির শব্দ শোনা গেল। কানের দুই ইঞ্চি পাশ ঘেঁষে উইন্ডশীল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

আশা ত্যাগ করে প্রাণের কথা ভাবতে বাধ্য হলো এবার হেনান। অপর দিকের খোলা দরজা পথে লাফ দিল ও। ছুটল প্রাণপণে। অদৃশ্য হয়ে গেল ছুটন্ত মূর্তিটা

জঙ্গলে।

বোকার মত পরপর তিনবার গুলি করল গিলফো। শত্রু পালিয়ে গেছে দেখে নেতিয়ে পড়ল ও এবার।

তারপর উঠে দাঁড়াল রানা। পা টিপে গিলফোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গেল গিলফো। কষে একটা লাথি মারল রানা ওর ঘাড়ে। মুখটা আছাড় খেলো মাটির উপর। দাঁড়াল না রানা। গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল দ্রুত।

খালি হাতে চলে গেল হেনান। পায়নি সে এনভেলাপটা। এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। গিলফোকে গুলি করে দ্বিতীয়বার আকাশের দিকে ফায়ার করেছিল রানা। হেনান যাতে বুঝতে পারে দু'জন শত্রুই ভূপাতিত হয়েছে, সামনে কোন বাধা নেই। রানাকে অক্ষত শরীরে দেখলে ভয় পেয়ে যেত ও। কিংবা সশরীরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে সন্দেহ করত ডকুমেন্টগুলোর মূল্য সম্পর্কে। কিন্তু এনভেলাপটা কোথায়? পেল না কেন হেনান?

নিজেও তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল রানা। নেই।

হঠাৎ কি ভেবে গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে দৌড়ুতে শুরু করল রানা। দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওর কানে যান্ত্রিক শব্দ ঢুকল একটা। হেলিকপ্টার।

সমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা। হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদবার ইচ্ছা ঠিক হলো না রানার, তবে অনুভূতিটা সেরকমই হবার কথা। হেনান ছেড়ে দিয়েছে তার বোট। বহুদূরে একটা বিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে বোটটাকে অস্তগামী সূর্যের আলোয়। বিন্দুটা ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাবমেরিনে উঠে পড়বে হেনান।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে রানা দেখল হেলিকপ্টারটা ল্যান্ড করেছে কাছাকাছি। গিলফোকে তোলা হয়েছে রানার গাড়িতে। মিসেস গালাকেও দেখল ও হাতকড়া পরা অবস্থায়। একজন সামরিক অফিসার এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে, 'কংগ্রাচুলেশনস্, মেজর রানা! মেজর গেরাল্ড, ফ্রম সি. আই. এ. চীফ মি. এ. পি. কলভিন।' একগাল হাসল মেজর গেরাল্ড, 'বিশ্বাসঘাতিনী একটা খনির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। গ্রেফতার করেছি ওকে। ইলেকট্রিক চেয়ার আছে ওর কপালে। আসুন, মি. রাজা, আমাদের অয়্যারলেস সেট অন করা, মিস্টার কলভিন কথা বলতে চান আপনার সাথে।'

'মাফ করবেন, মেজর,' রানা বলল, 'আধঘণ্টা পর কথা বলব আমি। আমার কাজ বাকি রয়েছে।' কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা খনির দিকে।

এবার বিরক্তবোধ করল না রানা খনির ভিতর নামতে। আলো হাতে নামছে ও। ছায়া পড়ে বিকট দেখাচ্ছে দেয়ালগুলো। যতটা সম্ভব দ্রুত পা চালাল রানা।

ছোরাটা দেখে রানার মনে কোন প্রশ্ন জাগল না ওটা নিয়ে কি করতে চায় নোয়ামি। খুলতে পারেনি এখনও, চেষ্টা করে যাচ্ছে একটা হাত দিয়ে। অপর হাতটা

ব্যবহার করতে পারছে না নোয়ামি ফোসকা ফেটে যাওয়ায়। ধুলোময় সুড়ঙ্গে পড়ে থেকে অসহায়ভাবে চেষ্টা করছে সে হাতের অস্ত্রটা ব্যবহারযোগ্য করার।

পায়ের শব্দ করে থামল রানা ওর পাশে।

'রাজা।' শান্ত, অসহায় ডাক নোয়ামির গলায়।

রানা ছোট করে বলল, 'আমি।'

'কিল মি,' সহজভাবেই বলল নোয়ামি, 'আমাকে বাচাও, রাজা। আমার শেষ অনুরোধ, তুমি অস্বীকার কোরো না, রাজা। খুন করো আমাকে, খুন করো আমাকে—তাহলেই বাঁচানো হবে। প্লীজ। রাজা!'

রানা বলল, 'নিশ্চয়। শুধু অপেক্ষা করো যতক্ষণ না ভারী জুতসই একটা পাথর খুঁজে পাই আমি।'

'ঠাট্টা নয়,' নোয়ামি অধীর হলো, 'কি চেহারা ছিল দেখেছ তুমি···না! তোমার দুটো পায়ে ধরি আমি, রাজা! মরে যাচ্ছি—কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছে। যদিও বাঁচি আমি এ চেহারা নিয়ে···চেহারা বলে কিছু নেই আমার—তুমি জানো! অন্ধ হয়ে গেছি আমি। দয়া করে মেরে ফেলো আমাকে।'

'বদলে কি দেবে তুমি, নোয়ামি?' রানার নিজের কানেই নিষ্ঠুর শোনাল কথাটা।

'কি চাও তুমি, বলো?'

'ইনফরমেশন,' রানা বলল, 'মিস জুনো র‍্যাটারম্যান। কোথায় সে?'

'তুমি আমার এই অসহায় অবস্থার সুযোগে ব্ল্যাকমেইল করতে চাও, রাজা?'

'বেশ, চলি তাহলে।'

'তুমি আমার চেয়েও নীচ, রাজা।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল নোয়ামির।

'নীচ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। চলি। আবার দেখা হবে।'

'দাঁড়াও, রাজা। ভুল বুঝো না আমাকে,' করুণ ভাবে হাসল নোয়ামি, 'ব্ল্যাকমেইল করার দরকার নেই। তোমাকে সব বলব, রাজা। যা তুমি জানতে চাও সব। এনভেলাপটার কথা জিজ্ঞেস করলে না যে বড়? হ্যাঁ, ওটার কথাও তোমাকে বলে যাব, রাজা। হেরে গেছি আমি। ভুল হয়ে গেছে আগাগোড়া। রাজা!'

'আছি আমি।'

'তুমি সন্দেহ করেছিলে কিছু? আমি যে হেনানকে ধোঁকা দিয়েছিলাম, ওকে খুন করে এনভেলাপটা নিজে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম তা তুমি বুঝতে পেরেছিলে?'

'বুঝতে না পারলেও একটা সন্দেহ জেগেছিল আগে থেকেই। তোমাকে চিন্তিত দেখেছিলাম।'

'হেনানের সাথে ফোনে কথা বলবার সময়ই আমি টের পেয়ে যাই যে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবে ও। ওকে খুন করার প্ল্যানটা তখনই করেছিলাম। ওকে বলেছিলাম বটে, কিন্তু এনভেলাপটা গাড়িতে ছিল না। আমার সঙ্গেই রয়েছে ওটা এখনও।'

'কোথায়?'

'ব্যস্ত হয়ো না, রাজা। তোমাকে সব বলে তবে মরব। জীবনের এই শেষ মুহূর্তগুলোয় অনুশোচনায় ভরে উঠেছে আমার মন, রাজা। কি লাভ হলো। অনেক মানুষ মারলাম। নিজেও কম কষ্ট পাইনি—লাভ হলো না। এখন আর কাউকে ধোঁকা দেবার কথা ভাবতে চাই না, রাজা। এই শেষ মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছি কেউ কারও নয়। আমার কোন দাম নেই, পৃথিবীর কারও কোন দাম নেই। আমি পারিনি, রাজা। আমি ভুল করেছিলাম বলে হেরে গেছি। রাজা!'

'বলো।'

'লিখে নাও ঠিকানাটা।' নোয়ামি বলে গেল। টুকে নিল রানা। নোয়ামি বলল, 'আমার নাভীর কাছ থেকে বের করে নাও এনভেলাপটা এবার।' নোয়ামি পোড়া হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল জায়গাটা। এনভেলাপটা বের করে কাগজের বান্ডিলটা বের করল রানা। SECRET লেখা পাতাটা উল্টে ফেলল ও।

আবার ডাকল নোয়ামি, 'রাজা!'

রানা তখন অন্য এক জগতে। একমনে পড়ছে। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল ও। বলল, 'কি বলছ, নোয়ামি?'

'তোমার কথা রাখবে না তুমি?'

'আমি কোন কথা দিয়েছি কি?' রানা ইতস্তত করে বলল।

নোয়ামি বলে উঠল, 'নাইবা দিলে। আমার উপকারের কথা ভেবে অন্তত সাহায্য করো আমাকে। যে-কোন একটা অস্ত্র বেছে নাও, রাজা।'

'দাঁড়াও, পকেট হাতড়ে দেখি। আমার কাছে হয়তো সায়ানাইড ক্যাপসুল আছে একটা।'

'মরে গিয়েও তোমার কথা স্মরণ রাখব আমি, বিশ্বাস করো, রাজা।'

'মুখ খোলো,' একটু পর বলল রানা। নোয়ামি হাত পাতল, 'না, আমাকে দাও। তুমি নিজের হাতে আমাকে ওটা খাওয়ালে অনুশোচনায় ভুগবে হয়তো। আমি তা চাই না। আমি নিজের হাতে মরব।'

নোয়ামির হাতে ক্যাপসুলটা দিল রানা।

খনির বাইরে অপেক্ষা করছে মেজর গেরাল্ড।

কপ্টারে উঠে রানা দেখল মিসেস গালাকে সীটে বসানো হয়নি। মেঝের এককোনায় জবুথুবু অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। হাতে হাতকড়া। প্রচণ্ড শব্দে বোমার মত ফেটে পড়তে চাইল রানা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে। কিন্তু সামলে নিল।

চোদ্দ

'আমরা কৃতজ্ঞ, রানা,' রানার পিঠ চাপড়ে দিলেন কলভিন, 'সাকসেসফুল তুমি। ডকুমেন্টগুলো বিদেশীদের হাতে পড়াতে আমাদের কি লাভ যে হয়েছে তা তুমি

কল্পনাও করতে পারবে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ছিল ওগুলো। ভুল তথ্য। কি চাও তুমি,' কলভিন নিজস্ব চেয়ারে গিয়ে বসলেন, 'পুরস্কার হিসেবে?'

'ডকুমেন্টগুলো সম্পর্কে আরও কিছু বলুন, স্যার,' রানা বলল।

'তথ্যগুলো ভুল পাঠানো হয়েছে, রানা। ভুল, কিন্তু এমন ভুল যে ওরা বুঝতেও পারবে না কোথায় ভুল, কি ভুল। ভুলের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাবে না ওরা—মাথা খাটিয়ে নিখুঁত করে তৈরি করা হয়েছে ব্যাপারটা। কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে ওরা ওগুলো। চেষ্টা করলেই কল্পনাতীত ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ওদেরকে। এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস কোরো না আমাকে। এর বেশি জানি না আমি,' কলভিন হাসলেন, 'বলো, রানা, কি পেলে খুশি হও তুমি?'

'না, স্যার,' রানা বলল, 'কিছু পাবার আশায় এ কাজ করিনি আমি। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।'

'ভুল বুঝেছি! তোমাকে? মাসুদ রানাকে?' চ্যালেঞ্জ করলেন কলভিন। গভীর বনভূমিতে বাঘের চোখ জোড়া অদৃশ্য হয়েই বেরিয়ে এল, 'অসম্ভব! তোমাকে ভুল বুঝবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি জানি তুমি কোন কিছুর লোভে এই অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করতে রাজি হওনি। তা না হলে আমি তোমাকেই কেন বেছে নিয়েছিলাম বলো। এ তোমার পারিশ্রমিক নয়, রানা। তোমার সম্মান। তোমাকে সম্মানিত করতে চাই আমি, রানা। যা চাও তাই পাবে।'

'পাব না, স্যার, আমি জানি। আমি যা চাই তা শুনলে হার্টফেল করবেন আপনি।'

'হার্টফেল করব? বেশ, তাহলে দুই কিস্তিতে চাও। প্রথম কিস্তি চাইলেই বুঝতে পারব কোন লাইনে চিন্তা করছ তুমি। দ্বিতীয় কিস্তিটা অতটা শকিং হবে না। রাইট?'

'রাইট। মিসেস গালাকে এ ঘরে নিয়ে আসুন।'

বনভূমি কেঁপে উঠল। এ কোন্ পথে চলেছে রানা। কি চায় ও? মিসেস গালাকে দিয়ে কি হবে? কি চাইবে রানা? অসম্ভব কিছু?

'ধরো নিয়ে আসা হলো। তারপর?'

'আগে নিয়ে আসুন।'

চীফের নির্দেশে হাতকড়া পরিহিতা গালাকে নিয়ে এল দু'জন প্রহরী। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল নীরবে। কঠোর দৃষ্টিতে চাইলেন কলভিন গালার দিকে। তারপর রানার দিকে। আঁচ করতে পারছেন না রানার দ্বিতীয় বক্তব্য।

'তারপর?'

'গালার মুক্তি চাই আমি আমার কাজের পুরস্কার হিসেবে।'

'মুক্তি!' আঁতকে উঠলেন কলভিন। ছানাবড়া চোখ করে চেয়ে রইলেন রানার মুখের দিকে দশ সেকেন্ড। কথা সরছে না মুখে।

'ইয়েস, স্যার।'

'কেন…কেন মুক্তি চাইছ তুমি ওর…বিশ্বাসঘা…'

'কারণ, গালা প্রেমে পড়েছে আমার। তাছাড়া ও আমার সাহায্য চেয়েছিল। জীবন রক্ষার চাইতে বড় সাহায্য আর কি হতে পারে। তাই ওর মুক্তি চাইছি

আমি।'

'ঠাট্টা করছ!' হাসি হাসি হলো কলভিনের মুখ। যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন এমনি ভাব করে বললেন, 'কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যাচ্ছ তুমি, রানা। তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, এটা সি. আই. এ. হেড অফিস, আমি সি. আই. এ. চীফ, এবং মিসেস গালার কপালে ঝুলছে ইলেকট্রিক চেয়ার—স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে।'

'কিন্তু আমি যে এদিকে প্ল্যান করে বসে আছি, স্যার, ওর সাথে যতক্ষণ খুশি বলড্যান্স করব আজ সন্ধ্যায়...'

'তোমার কথাবার্তা অসঙ্গত বলে বোধ হচ্ছে আমার, রানা,' গম্ভীর হলেন কলভিন।

গম্ভীর হলো রানাও। 'তাহলে পুরস্কার দেয়ার কথা ভুলে যান। মনে করুন আমি পাকিস্তানী এক স্পাই, দয়া করেছি সি. আই. এ-কে। দয়া করে কিছু কাজ করে দিয়েছি—প্রতিদান নিইনি।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, রানা, কি অসম্ভব পুরস্কার দাবি করছ তুমি। ওর শাস্তি এবং মৃত্যু কেউ খণ্ডাতে পারবে না। আমিও না, এমনকি প্রেসিডেন্টও না।'

'কিন্তু আমি পারব,' মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। 'আর আধঘণ্টার মধ্যে ওকে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাব আপনাদের এই হেড অফিস থেকে। কারও সাধ্য নেই আমাকে ঠেকায়।'

বোবা বনে গেলেন কলভিন। বাকস্ফূর্তি হলো না ওর বেশ কিছুক্ষণ। পাগল হয়ে গেল লোকটা? সি. আই. এ. চীফের সামনে বসে এসব কথা বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া আর কারও পক্ষেই উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।

'শেষ কথা জানিয়ে দিন, স্যার।' আর একটু বেপরোয়া শোনাল রানার কণ্ঠস্বর। 'আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন, না অন্য রাস্তা ধরতে হবে আমাকে?'

সিগারেট ধরালেন কলভিন। তিন সেকেন্ড চিন্তা করলেন চোখ বুজে। তারপর সোজাসুজি চাইলেন রানার চোখে। 'কিছু বক্তব্য আছে তোমার, বুঝতে পারছি। বলে ফেলো।'

'বলছি,' রানাও সিগারেট ধরাল একটা। বুক ভরে ধোঁয়া নিয়ে ছাড়ল ছাতের দিকে। 'আমি বলতে চাই, সি. আই. এ. ঘোল খেয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্টে। আপনারা বোকা বনেছেন। মিছেই দৌড়াদৌড়ি করেছেন মরীচিকার পিছনে—কোন ফল হয়নি।'

'আর একটু বিশদ করে বলো,' বনভূমি ঘনতর হলো।

'যে ডকুমেন্টগুলো গালা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সেটার কপি আছে?'

'আছে।'

'দেখাতে পারেন আমাকে?'

'পারি। দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ। ওটা সামনে থাকলে আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে আপনার কাছে।'

কলভিন ঘুঘু লোক। বুঝে নিয়েছেন কিছু একটা গভীর ব্যাপার আছে।

পার্টিশনের ওপাশে অদৃশ্য হলেন তিন সেকেন্ডের জন্যে। ফিরে এলেন একটা ফাইল হাতে। রানা লক্ষ করল অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে গালা। রানার সত্যিকার পরিচয় জানতে পেরে সবকিছু গুলিয়ে গেছে ওর কাছে, কিছুই মেলাতে পারছে না কারও সাথে।

নিজের চেয়ারে বসে রানার দিকে ঠেলে দিলেন কলভিন ফাইলটা। রানা খুলে দেখল প্রথম পাতায় SECRET লেখা রয়েছে। পাতা উল্টে গেল ও পর পর কয়েকটা। প্রত্যেক পাতায় চোখ বুলাতে ব্যয় করল তিন সেকেন্ড করে। তারপর বন্ধ করে দিল ফাইলটা। অনুভব করল, তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে কলভিন।

মাথা তুলল রানা। মৃদু হাসি ওর ঠোঁটে। বলল, 'কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছি, গালা নির্দোষ।'

'কিভাবে?'

পকেট হাতড়ে নোয়ামির তলপেট থেকে পাওয়া এনভেলাপটা বের করল রানা। ওপরে ইনভারনেসের ছাপছোপ দেয়া। 'আপনারা মনে করেছেন ভুল তথ্যপূর্ণ ডকুমেন্ট নিয়ে শত্রুপক্ষ পালিয়েছে। আসলে ডকুমেন্ট নিয়ে পালাতে পারেনি ওরা।'

'হোয়াট!' কপালে উঠল কলভিনের চোখ।

'ঠিকই বলেছি।' সংক্ষেপে হেনানের পলায়নের কথাটা বলল রানা, এবং কোথায় কার কাছ থেকে ডকুমেন্টগুলো পেয়েছে জানাল। শেষে বলল 'এ ডকুমেন্টের সাথে আপনার ওই ডকুমেন্টের কোন মিল নেই।'

'দেখি!' হাত বাড়ালেন কলভিন। ঝটপট ভিতরের কাগজের বান্ডিলটা বের করে চোখ বুলালেন। পাতার পর পাতা উল্টে গেলেন কলভিন। মুখের চেহারা কদাকার হয়ে উঠেছে ওঁর। হঠাৎ রানার দিকে ঝট্ করে তাকালেন, 'একি! এযে একরাশ খিস্তি, গালাগালি আর আবোলতাবোল লেখা। ডকুমেন্ট কোথায়?'

'এই ডকুমেন্টই পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল গালা আপনাদের শত্রু দেশের কাছে।' হাসল রানা। 'ও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছিল এটাই। ইনভারনেসের ঠিকানায় এটাই পোস্ট করেছিল ও।'

'অ্যাঁ! এটা? তাহলে আসল ডকুমেন্ট, মানে আমরা যেটা তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেটা কোথায় গেল? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। খুলে বলবে সব?'

'আমার অনুমান আমি বলতে পারি। এই অনুমান কতটুকু সত্য বলতে পারবে একমাত্র গালাই। আমার অনুমান: একসাথে দুটো এনভেলাপ পোস্ট করেছিল ও। ও জানত না ডকুমেন্টগুলো এত বুদ্ধি খাটিয়ে নকল করিয়েছেন আপনারা। আসল মনে করে ও নিজে এর আরেকটা নকল তৈরি করেছিল। কিছুদূর আবোলতাবোল লিখে আর ভাষা না পেয়ে ঝেড়ে গালাগালি দিয়েছে ও পৃষ্ঠা ভরাবার জন্যে। পোস্ট করবার সময় দুটো এনভেলাপ একসাথে পোস্ট করেছিল। একটা ইনভারনেসে, অপর ঠিকানাটা আমার জানা নেই।' গালার দিকে ফিরল রানা। 'কোন্ ঠিকানায় পোস্ট করেছিলে আসল, অর্থাৎ সি. আই. এ.-এর নকল ডকুমেন্ট?'

'জুনোর বাবার ঠিকানায়,' মাথা নিচু করে জবাব দিল গালা।

'এই দেখুন। আমার অনুমানই ঠিক। ড. র‍্যাটারম্যান আত্মভোলা মানুষ।

চিঠিপত্র খোলার অভ্যাস কম। এখনও হয়তো আপনাদের নকল ডকুমেন্ট পড়ে আছে তাঁর লেটার বক্সে, অথবা টেবিলে, খোলা হয়নি।'

রানার কথা শেষ হতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন কলভিন ফোনের উপর। দ্রুত সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিলেন কাউকে। এনভেলাপটা চাই দশ মিনিটের মধ্যে। এক্ষুণি হোয়াইট ফলসে গিয়ে···ইত্যাদি।

কথা বলে চলল রানা। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছেন কলভিন। 'স্বামীর অবহেলা সইতে না পেরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পদস্খলন ঘটেছিল গালার। কিন্তু মাহলারের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ও। বেচারা বুঝতে পারেনি কি ভয়ানক চক্রান্তের মধ্যে পা দিচ্ছে। জুনোকে কিডন্যাপ করে সমস্ত ব্যাপারটা ঘোরাল আর জটিল করে তুলল মাহলার। কোন দিকেই আর কোন কূল দেখতে পেল না গালা। কিন্তু একটা ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট, স্যার—স্বদেশের মূল্যবান ডকুমেন্ট বিদেশী গুপ্তচরের হাতে তুলে দেয়ার কথা একবারও ভাবেনি গালা। দেশপ্রেম ওর আপনার-আমার কারও চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নিজের একমাত্র কন্যার জীবন বিপন্ন করেও দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে ও।'

দুই কনুই গ্লাস-টপ টেবিলের ওপর রেখে দু'হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালের দুইপাশ টিপে ধরেছেন কলভিন। রানা বুঝল পরাজয়কে সহনীয় করবার জন্যে যুক্তি খুঁজছেন কলভিন। কোন লাভ হয়নি এত বুদ্ধি খাটিয়ে। এত ঘটনা ঘটল, এত হৈ-হুলস্থূল হলো, টাকা ব্যয় হলো, মানুষ খুন হলো—কিন্তু লাভ হলো কি?

'আপনার কিছু করার ছিল না, স্যার, এছাড়া,' সান্ত্বনা দিল রানা।

বাঘের চোখে চাইলেন কলভিন রানার দিকে। 'রাহাত···রাহাত খান এরকম ভুল করেছে কোনদিন?'

'না, স্যার।'

একটু পরেই নীল আলো জ্বলল দরজার উপর। টেবিলের উপর একটা সুইচ টিপলেন কলভিন। খুলে গেল দরজা। একজন অফিসার ঢুকল ভিতরে—হাতে একটা এনভেলাপ। কলভিনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'ড. ব্যাটারম্যানের টেবিলেই ছিল এটা, স্যার। খোলা হয়নি।'

এনভেলাপটা খুলে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলেন কলভিন কয়েক সেকেন্ড। মৃদু হাসল রানা। 'এবার আমরা যেতে পারি?'

কোন জবাব না দিয়ে প্রহরীর উদ্দেশে কলিং-বেলের সুইচ টিপলেন কলভিন। মিসেস গালার হাতকড়া খুলে দেয়ার আদেশ দিলেন।

ঝাঁপিয়ে পড়ল গালা রানার বুকের উপর। টপটপ করে জল ঝরছে দু'চোখ বেয়ে। 'তুমি···তুমি কি করে জানলে সব কথা, রাজা? তুমি না থাকলে আমি কিছুতেই প্রমাণ করতে পারতাম না কিছু। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, রাজা। কিন্তু···কিন্তু জুনো? কোথায় আছে আমার জুনো, কে জানে···।'

'নিরাপদেই আছে জুনো। ওকে আনবার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কালকেই এসে পৌঁছবে ও ওয়াশিংটনে।'

পাগলের মত চুমো খাচ্ছে গালা রানাকে।

খুক খুক কাশলেন কলভিন। তারপর শুকনো গলায় বললেন, 'ধন্যবাদ, রানা। আরেকটা মস্ত ভুল করতে যাচ্ছিলাম আমি, বাঁচিয়ে দিলে। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর। মিসেস গালা এখন মুক্ত। কই, বলড্যান্সের কি প্রোগ্রাম ছিল তোমার, ভুলে গেলে? বেরিয়ে পড়ো এবার।'

রানার হাত ধরে সি. আই. এ. হেড অফিস থেকে বেরিয়ে বিলাস নগরী ওয়াশিংটনের রাস্তায় নামল মিসেস গালা।

দু'চোখে স্বপ্ন।

* * * *